আইন ও আদালত

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল,
প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ

১৩৩৮

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক

শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র

২৯ নং হুজুরীমলের গলি, কলিকাতা।

কলিকাতা,

৩৯।১নং কলেজ ষ্ট্রীট, শ্রীনারসিংহ-প্রেসে,

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র প্রকাশক, ২৯নং হুজুরীমলের গলি, কলিকাতা।

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। হিতবাদী পুস্তকবিভাগ, ৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনখানি অনেকেই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন; এবং আদালতের কার্য্যশিক্ষা ও মোকদ্দমা তদ্বির করিবার উপদেশ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কয়েকখানি পুস্তকও আছে। কিন্তু এই উভয় বিষয়ই একত্রে লিখিত হইয়াছে, এরূপ পুস্তক একখানিও নাই। শুধু দেওয়ানী কার্যবিধি আইন হইতে মোকদ্দমা তদ্বির করিবার সমস্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে আদালতের কার্য্যশিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিতে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনটী সমগ্র দেওয়া না থাকায় উহা হইতেও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

এই অভাব দূর করিবার জন্য "আইন ও আদালত" প্রকাশিত হইল। ইহাতে এক দিকে যেমন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনটী প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ ঐ আইনের সমস্ত ধারা ও রুলের সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমা তদ্বির করিবার প্রয়োজনীয় উপদেশগুলিও লিখিত হইয়াছে। কোন স্থলে কিরূপ দরখাস্ত করিতে হইবে, কোন্ স্থলে এফিডেভিট করিতে হইবে, কোন্ স্থলে কি কি পরোয়ানা জারী করিতে হইবে, প্রভৃতি মোকদ্দমার বহুবিধ আনুষঙ্গিক কার্য্যের নিয়মাবলী এবং হাইকোর্টের সারকুলার অর্ডার হইতে প্রয়োজনায় নিয়মগুলিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। খাজনা আইন অনুসারে দরখাস্ত, মোকদ্দমা ও ডিক্রীজারীর কার্য্যপ্রণালী সমূহ পৃথক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; মফঃস্বলবাসীগণের পক্ষেএই আইনটী দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অপেক্ষা কম প্রয়োজনায় নহে।

এতদ্ভিন্ন, তামাদি ও কোর্টফী আইন বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কোর্টফী নির্ণয়ের জন্য একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। আদালতের বহুবিধ খরচা, যথা—তলবানা, নৌকাভাড়া, সেসফী, কমিশন খরচ, সাক্ষীর খরচ, উকীল ফী, নকলের খরচ প্রভৃতি একে একে সমস্তই

লিখিত হইয়াছে। পরিশেষে বহুবিধ আরজী, জবাব, দরখাস্ত ও এফিডেভিটের প্রায় একশতখানি মুসবিদা দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, এই পুস্তক হইতে একদিকে যেমন উকীল ও মোহরেরগণ নিত্য উপকার পাইবেন, সেইরূপ জমীদার জমীদারের, কর্ম্মচারী, এবং মোকদ্দমাসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের ইহা নিত্য প্রয়োজনে আসিবে। কাগজের অত্যধিক মূল্য ও মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব কম করা গেল।

২৯ নং হুজুরীমলের গলি,
কলিকাতা।
২০শে বৈশাখ, ১৩২৫ সাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে সমস্ত আইনের যেখানে যাহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্প্রতি কোর্টফী আইনটী বঙ্গদেশে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাও এই পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত হইল।

১৩২৯, ১লা বৈশাখ।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে পুস্তকের স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের যেখানে যাহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "বিবিধ" অধ্যায়ে হাইকোর্টের সারকুলার অর্ডার গুলি বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। আরজী ও জবাবের আরও ২৫ খানি নূতন মুসবিদা সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল কারণে পুস্তকের কলেবর ৩৫ পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে কিন্তু তজ্জন্য মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ,
সন ১৩৩০ সাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা	১—৬
দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন	৭—১০১
বিবিধ	১০২—১০৫
প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন	১০৬—১২৭
তামাদি আইন	১২৮—১৪৪
কোর্টফী আইন	১৪৫—১৬৩
আদালতের নানাবিধ খরচা	১৬৪—১৭৮
আরজী ও জবাব—মুসবিদা	১৭৮—২৩৮
দরখাস্ত—মুসবিদা	২৩৯—২৮৪
এফিডেভিট—মুসবিদা	২৮৫—২৯৩
মোহরের সম্বন্ধে নিয়ম	২৯৪—২৯৫

আইন ও আদালত

উপক্রমণিকা।

আদালত বিভাগ।

আদালত তিন প্রকারের—(১) দেওয়ানী; (২) ফৌজদারী; (৩) রেভিনিউ। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটী আদালত সম্বন্ধে আলোচনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। কেবলমাত্র দেওয়ানী আদালতই এই পুস্তকের আলোচ্য।

দেওয়ানী আদালত আবার তিন প্রকারের—(১) জজ আদালত; (২) সবজজ আদালত; (৩) মুন্সেফী আদালত।

(১) জজ আদালতে—(ক) মুনসেফী আদালতের ডিক্রী বা হুকুমের বিরুদ্ধে যে সকল আপীল হয় তাহার বিচার হইয়া থাকে; (খ) সবজজ আদালতের ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমার ডিক্রী বা হুকুমের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার হইয়া থাকে; এবং (গ) প্রোবেট ও লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ পাইবার মোকদ্দমা, উপরাধিকার সার্টিফিকেটের জন্য মোকদ্দমা, দেউলিয়ার মোকদ্দমা, অভিভাবক নিযুক্ত করিবার মোকদ্দমা, প্রভৃতির বিচার হয়।

(২) সবজজ আদালতে—(ক) ১০০০৲ টাকার উৰ্দ্ধের দাবীর মোকদ্দমার বিচার হয়; কিন্তু যেস্থলে জেলার মুন্‌সেফের ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, সেস্থলে ২০০০৲ টাকার অধিক দাবী হইলে তবে সবজজ বিচার করিতে পারেন; (খ) ১০০৲ টাকার উৰ্দ্ধ এবং ৫০০৲ টাকার অনধিক দাবীর যে সকল ছোট আদালতের মোকদ্দমা হয় তাহা সবজজ আদালতে বিচার হয়, মুন্‌সেফী আদালতে বিচার হয় না; (গ) অনেক সময়ে জেলার জজ নিজ ফাইলের আপীল সবজজের নিকট পাঠাইয়া দেন, সেস্থলে সবজজ সেই সকল আপীলের বিচার করিতে পারেন। অনেক সবজজ ৭ আইন (উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট) ও ৮ আইনের (অভিভাবক নিয়োগ) মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন থাকেন।

(৩) মুন্‌সেফী আদালতে—(ক) ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে; কোন কোন স্থানে মুন্‌সেফের ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে; (খ) ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর ছোট আদালতের মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে। কোনও কোনও মুন্‌সেফ ৭ আইনের মোকদ্দমা করিতে ক্ষমতাপন্ন থাকেন।

মোকদ্দমা বিভাগ।

কার্য্যের সুবিধার জন্য মোকদ্দমাগুলি মোটামুটী ছয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা:—(১) টাইটল বা স্বত্ব মোকদ্দমা; (২) স্মলকজকোর্ট বা ছোট আদালতের মোকদ্দমা; (৩) মণি (money) বা ক্ষুদ্র মোকদ্দমা; (৪) রেণ্ট বা খাজনার মোকদ্দমা; (৫) মোৎফরক্কা মোকদ্দমা; (৬) অন্যান্য মোকদ্দমা।

(১) স্বত্বের মোকদ্দমা।

স্বত্বের মোকদ্দমা বহু প্রকারের হইয়া থাকে;—যথা, ৯ ধারার

(১৮৭৭ সালের ১ আইনের) মোকদ্দমা, স্বত্বসাব্যস্ত ও খাসদখলের মোকদ্দমা, উচ্ছেদ ও খাসদখলের মোকদ্দমা, স্বত্বসাব্যস্ত ও বিভাগের মোকদ্দমা প্রভৃতি।

(২) ছোট আদালতের মোকদ্দমা।

৫০০৲ টাকার অনধিক শুদ্ধ টাকার দাবীর মোকদ্দমাকে ছোট আদালতের মোকদ্দমা বলা হয়। ইহার মধ্যে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমাগুলি মুন্সেফের ছোট আদালতে, এবং তদূর্দ্ধ ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমাগুলি সবজজের ছোট আদালতে বিচার হইয়া থাকে। ৫০০৲ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমাগুলি 'মণি' (money) বা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার অন্তর্গত।

সাধারণ খতমূলে নালিস, কর্জা টাকার জন্য নালিস, জিনিষের মূল্যের জন্য নালিস, বাটীভাড়ার টাকার জন্য নালিস প্রভৃতি নালিসগুলি ছোট আদালতের মোকদ্দমা। নানা প্রকারের ছোট দাবীর মোকদ্দমা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই মোকদ্দমাগুলির নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সকল সামান্য সামান্য মোকদ্দমা লইয়া যাহাতে পক্ষগণ আপীল ও দ্বিতীয় আপীল করিয়া সর্ব্বস্বান্ত না হয় সেই কারণে ছোট আদালতের মোকদ্দমার বিরুদ্ধে কোনও আপীল হইবার নিয়ম নাই। কেবলমাত্র আইনঘটিত প্রশ্ন থাকিলে হাইকোর্টে মোসন চলে। আরও, এই সকল মোকদ্দমার আপীল নাই বলিয়া যাহাতে প্রথম আদালতেই সুবিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হইয়া যায় সেইজন্য প্রবীণ বিচক্ষণ বিচারক ভিন্ন অন্য বিচারক ছোট আদালতের মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন না। এই সকল মোকদ্দমা সরাসরি ভাবে বিচার হয়, বিবাদীর জবাব ও সাক্ষীর জোবানবন্দী সংক্ষেপে সমন-বহিতে নোট করা হইয়া থাকে। রায়ও ঐ বহিতে লেখা হয়; পৃথক ডিক্রীও প্রস্তুত হয় না, সমন বহির ঐ অংশটুকুর নকল লইয়া ডিক্রী জারী করিতে দেওয়া হয়।

(৩) ক্ষুদ্র বা মণি (MONEY) মোকদ্দমা।

যে সকল মোকদ্দমা শুধু টাকার বাবত নালিস, অথচ দাবী অধিক বলিয়া ছোট আদালতের এলাকাধীন নহে ঐ সমস্ত মোকদ্দমা ক্ষুদ্র ফাইলে জমা হয়। ৫০০৲ টাকার অধিক এবং ১০০০৲ টাকার অনধিক মণি মোকদ্দমাগুলি মুন্‌সেফী আদালতে, এবং তদূর্দ্ধ দাবীর মণি মোকদ্দমাগুলি সবজজ আদালতে বিচার হয়।

(৪) খাজনা বা রেণ্ট মোকদ্দমা।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনানুসারে বাকী খাজনার মোকদ্দমা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৫) মোৎফরক্কা মোকদ্দমা।

এগুলি মূল মোকদ্দমার শাখা মাত্র। ছানির মোকদ্দমা, ক্লেমের মোকদ্দমা, রিভিউ, নিলাম রদের মোকদ্দমা, ৪৭ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা, প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দরখাস্ত দ্বারা এই মোকদ্দমাগুলির সূচনা হইয়া থাকে, আরজী দ্বারা নহে।

(৬) অন্যান্য মোকদ্দমা।

বন্ধকী মোকদ্দমা, ডিক্লারেসন মোকদ্দমা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মোকদ্দমার ক্লাস ও ফাইল।

নথিভুক্ত করিবার জন্য মোকদ্দমাগুলি চারি ক্লাসে বিভক্ত :—

(১) ক্লাস ১ (Class I)—এই ক্লাসে স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে মোকদ্দমা, দত্তক সাব্যস্ত বা রদের মোকদ্দমা, দেবোত্তর বা ট্রাষ্ট সম্বন্ধে মোকদ্দমা, ভরণপোষণের স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা, প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে মোকদ্দমা, বন্ধকমূলক মোকদ্দমা, প্রভৃতি থাকে।

(২) ক্লাস ২ (Class II)—এই ক্লাসে ৭ আইনের (উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট), ৮ আইনের (অভিভাবক নিয়োগ), ৫ আইনের (প্রোবেট ও লেটার্স অব্ এডমিনিষ্ট্রেষণ) মোকদ্দমাগুলি থাকে।

(৩) ক্লাস ৩ (Class III)—এই ক্লাসে ভূমিগ্রহণ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা, দেউলিয়ার মোকদ্দমা, ব্যবহারাজীব বিষয়ক আইনের মোকদ্দমা, ৯ ধারার মোকদ্দমা, খাজনা আইনের ৯১।৯২।৯৩ ধারার মোকদ্দমা প্রভৃতি থাকে।

(৪) ক্লাস ৪ (Class IV)—এই ক্লাসে ডিক্রীজারী সংক্রান্ত মোকদ্দমাগুলি থাকে।

প্রত্যেক মোকদ্দমার নথির ভিতরে নানা প্রকার ফাইল থাকে। যথা A ফাইল, B ফাইল, C ফাইল ও D ফাইল।

A ফাইলে আরজী, জবাব, ইস্যু, রায়, ডিক্রী, আপীলের রায় ও ডিক্রীর নকল থাকে। B ফাইলে সাক্ষীর জোবানবন্দী, প্রমাণে ব্যবহৃত দলিলাদি থাকে। C ফাইলে মোকদ্দমার দরখাস্তগুলি থাকে। D ফাইলে সমন, নোটিস, অন্যান্য পরোয়ানা, হাজিরা, এফিডেভিট, সাক্ষীর ইসম্‌নবিশী, তলবানা প্রভৃতি থাকে।

নথি ধ্বংস।

A ফাইলের কাগজপত্রগুলি চিরকাল রাখা হয়, উহা কখনও নষ্ট করা হয় না। B ফাইলের কাগজপত্রগুলি ২৫ বৎসর পরে নষ্ট করা হয়। C ফাইলের কাগজপত্রগুলি ১২ বৎসর পরে নষ্ট করা হয়। D ফাইলের কাগজপত্রগুলি ৩ বৎসর পরে নষ্ট করা হয়, কিন্তু মোকদ্দমা এক তরফা বিচার হইয়া থাকিলে নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ১২ বৎসর পরে বা ডিক্রীপরিশোধ হইবার পরেই, নষ্ট করা হয়।

নথি মহাফেজখানায় প্রেরণ।

মোকদ্দমা একতরফা নিষ্পত্তি হইলে, উহার নথি সদরে থাকিলে সেই কোয়াটারের মধ্যে মহাফেজখানায় পাঠাইতে হইবে; মফঃস্বলে থাকিলে পরবর্ত্তী ছয় মাসের মধ্যে মহাফেজখানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

মোকদ্দমা দোতরফা নিষ্পত্তি হইলে, উহার নথি সদরে থাকিলে সেই মাসের মধ্যেই মহাফেজখানায় পাঠাইতে হইবে; মফঃস্বলে থাকিলে পরবর্ত্তী কোয়াটারের মধ্যে প্রেরিত হইবে।

ছোট আদালতের মোকদ্দমার নথি মহাফেজখানায় প্রেরিত হয় না।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন।

কোন্ আদালতে নালিস রুজু হইবে।

কোন স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের নালিস, কিম্বা ঐ সম্পত্তি বিভাগের নালিস, কিম্বা ঐ সম্পত্তির বন্ধকমূলে কোনও নালিস, কিংবা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণের নালিস, কিংবা কোনও আদালত কোনও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিলে তাহা উদ্ধারের নালিস,—যে আদালতের এলাকায় সম্পত্তি অবস্থিত সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে (১৬ ধারা)। যদি ঐ সম্পত্তি একাধিক হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন আদালতের এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ আদালতগুলির মধ্যে যে কোনও আদালতে নালিস উপস্থিত করা যাইতে পারে। (১৭ ধারা)।

বিবাদী যদি বাদীর কোনও ব্যক্তিগত ক্ষতি (যথা, প্রহার, অপবাদ), কিংবা বাদীর কোন অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি করে, তাহা হইলে যে আদালতের এলাকার মধ্যে ক্ষতির কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই আদালতে, কিংবা বিবাদী যে আদালতের এলাকায় বাস করে সেই আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিস রুজু হইতে পারে। (১৯ ধারা)।

এতদ্ভিন্ন আর সমস্ত মোকদ্দমা বিবাদী যে আদালতের এলাকাধীনে বাস করে সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে। (২০ ধারা)।

মোকদ্দমার পক্ষগণ।

একই কার্য্য হইতে যাঁহাদের স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে তাঁহারা সকলেই একত্রে বাদীরূপে নালিস করিতে পারেন (অ ১, রু ১)। একই কার্য্য হইতে যাঁহাদের দায়িত্ব উদ্ভব হইয়াছে তাঁহাদের সকলকেই একত্রে বিবাদী-ভুক্ত করা যাইতে পারে। (অ ১, রু ৩)।

উচ্ছেদের মোকদ্দমায় সমস্ত জমীদারগণ বাদী হইয়া নালিস করিবেন। কোনও বন্ধকী মোকদ্দমায় বন্ধকী সম্পত্তিতে যে যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে তাহাদিগকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে, একাধিক বন্ধকগ্রহীতা থাকিলে সকলকেই পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। কোনও পারিবারিক সম্পত্তি অপরের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে হইলে পরিবারের সমস্ত মেম্বরগণ একত্রে নালিস করিবেন। কোনও খতমূলে নালিস করিতে হইলে খাতক এবং জামিনদার উভয়কেই বিবাদী করিতে হইবে।

আরজী।

কোনও মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলেই আরজী দাখিল করিতে হইবে (২৬ ধারা, ও অ ৪, রু ১)।

প্রত্যেক আরজীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—

(ক) যে আদালতে মোকদ্দমা রুজু হইতেছে তাহার নাম;

(খ) বাদীর নাম, পরিচয় (পিতার নাম, পেশা, জাতি), ও বাসস্থান (গ্রাম, থানা, জেলা);

(গ) বিবাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান;

(ঘ) বাদী বা বিবাদী নাবালক বা ক্ষিপ্ত হইলে, সেই মর্ম্মের বর্ণনা:

(ঙ) কি কি ঘটনায় নালিসের কারণ উদ্ভূত হইয়াছে, এবং কোন্ তারিখ হইতে হইয়াছে ;

(চ) আদালতের বিচারাধিকার আছে তৎপ্রদর্শক বৃত্তান্ত ; (যথা, আদালতের এলাকাভুক্ত অমুক স্থানে নালিসের কারণ উদ্ভব হইয়াছে) ;

(ছ) বাদী যে প্রতীকারের দাবী করেন ;

(জ) বাদী আসল দাবী হইতে বিবাদীর কোনও দাবী বাদ দিলে কিংবা আপন দাবীর একাংশ পরিত্যাগ করিলে, যত টাকা বাদ দিলেন বা কি দাবী পরিত্যাগ করিলেন তাহা ;

(ঝ) আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্টফী নিরূপণার্থ মোকদ্দমার দাবীর পরিমাণ। (অ ৭, রু ১)।

টাকার মোকদ্দমায়, বাদী ঠিক যত টাকার দাবী করেন তাহার পরিমাণ আরজীতে লিখিবেন। কিন্তু যদি বাদী ওয়াশীলাত পাইবার নিমিত্ত, কিংবা বাদী ও বিবাদীর মধ্যে হিসাব নিকাশ করিয়া বাদীর যত টাকা পাওনা দেখা যাইবে তাহার নিমিত্ত নালিস করেন, তাহা হইলে মোটামুটি আনুমানিক টাকার পরিমাণ আরজীতে ব্যক্ত করিতে হইবে। (অ ৭, রু ২)।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে মোকদ্দমা হইলে ঐ সম্পত্তি সনাক্ত করিবার উপযুক্ত বিবরণ লিখিতে হইবে, এবং ঐ সম্পত্তি বন্দোবস্তী বা জরীপ-সংক্রান্ত কাগজপত্রের লিখিত চৌহদ্দি ও নম্বর দ্বারা সনাক্ত করিতে পারা গেলে, ঐ চৌহদ্দী ও নম্বর লিখিতে হইবে। (অ ৭, রু ৩)।

তামাদির সময় অতীত হইবার পর মোকদ্দমা রুজু করা হইলে বাদী কি কারণে তামাদি বাঁচাইতে চাহেন তাহা আরজীতে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। (অ ৭, রু ৬)।

আরজী ও বর্ণনাপত্রে সেই পক্ষের এবং তাঁহার উকীলের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক (অ ৬, রু ১৪)। বর্ণনাপত্রে কোনও কোর্টফী লাগে না।

সংশোধন।

বিচার শেষ হওয়ার পূর্ব্বে যে কোনও সময়ে বাদী বা বিবাদী আরজী বা বর্ণনাপত্র সংশোধন করিয়া লইতে পারেন (অ ৬, রু ১৭)। ঐরূপ সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করিতে হয় [ঐ দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে]। ঐ দরখাস্তে সেই পক্ষের সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। আরজীতে যদি বেশী সংশোধন করা হয়, এবং তাহার পূর্ব্বে যদি বিবাদীর উপর সমনজারী করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত পুনরায় নকল আরজী সমেত সমনজারীর আদেশ দেন।

পক্ষগণের পরিচয়

আরজী ও বর্ণনাপত্রে প্রত্যেক পক্ষের নাম, পিতার নাম, জাতি, পেশা, এবং বাসস্থান অর্থাৎ সাকিম, থানা ও জেলা এই সমস্তই লিখিতে হয়।

বিশেষ বিশেষ স্থলে পক্ষগণের পরিচয় এইরূপভাবে লিখিতে হইবে :—

(১) বাদী বা বিবাদী নাবালক হইলে :—

বাদিনী শ্রীমতী······পিতা······জাতি······সাকিম······থানা······ ······জেলা······নাবালিকা, তৎপক্ষে আসন্নবন্ধু স্বামী শ্রী······পিতা······ জাতি······পেশা······সাকিম······থানা······জেলা······

বিবাদী শ্রী......পিতা...ইত্যাদি নাবালক, তৎপক্ষে অভিভাবক পিতা শ্রী······পিতা······জাতি······ পেশা······ইত্যাদি।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য। বাদী নাবালক হইলে "তৎপক্ষে আসন্নবন্ধু" লিখিতে হইবে ; এবং বিবাদী নাবালক হইলে "তৎপক্ষে অভিভাবক" হইবে।]

(২) বাদী বা বিবাদী ক্ষিপ্তমনা হইলে—

শ্রী.........পিতা... .জাতি..... ইত্যাদি ক্ষিপ্ত, তৎপক্ষে আসন্নবন্ধু পিতা শ্রী····· পিতা····· জাতি······পেশা······ইত্যাদি।

(৩) কোনও পক্ষ কোনও মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হইলে—

মৃত . পিতা .....জাতি... ..ইত্যাদি তাহার ওয়ারিশ ও ত্যক্ত সম্পত্তির দখলিকার শ্রী ... .ইত্যাদি।

(৪) কোনও এষ্টেটের একজিকিউটার হইলে—

মৃত······সাকিম···ইত্যাদি তাঁহার উইলের নিযুক্ত এবং আদালত হইতে প্রোবেট প্রাপ্ত একজিকিউটার শ্রী..... ইত্যাদি।

(৫) বাদী আমমোক্তার স্বরূপ নালিস করিলে—

শ্রী······পিতা ···ইত্যাদি তৎপক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী ... ইত্যাদি।

(৬) পক্ষগণ কোনও দেবদেবীর সেবাইত হইলে—

... সাকিমের শ্রীশ্রীশ্রীধরজীউ মন্দিরের সেবাইত শ্রী ...ইত্যাদি।

(৭) মিউনিসিপ্যালিটী পক্ষ হইলে—

চেয়ারম্যান শ্রী .....বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা নদীয়া।

(৮) গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইলে :—

সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া ইন কাউন্সিল।

সত্যপাঠ।

প্রত্যেক আরজী বা বর্ণনাপত্রের নীচে সেই পক্ষকে সত্যপাঠ লিখিতে হয়। সত্যপাঠ লিখিতে হইলে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে যে ঐ আরজী বা বর্ণনাপত্রের কোন্ কোন্ দফা উক্ত পক্ষের নিজের জ্ঞান মতে সত্য, এবং কোন্ কোন্ দফা তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাহা তিনি নিজ জ্ঞানে জানেন তাহা "জ্ঞানমতে সত্য" বলিয়া লিখিতে হয়; যাহা তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন তাহা "অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য" বলিয়া লিখিতে হয়। কোন্ তারিখে এবং কোন্ স্থানে বসিয়া উক্ত সত্যপাঠ লিখিত হইল তাহা স্পষ্ট লিখিয়া তাহার নীচে দস্তখত করিতে হইবে। (অর্ডার ৬, রুল ১৫)

নিম্নে সত্যপাঠের নমুনা দেওয়া হইল :—

"আমি শ্রীহরিচরণ পাল বাদী প্রকাশ করিতেছি যে এই আরজীর ১ হইতে ৫ দফার লিখিত বিবরণগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য; অবশিষ্ট দফাগুলি আমার অনুসন্ধান ও বিশ্বাসমতে সত্য। অদ্য সহর খুলনায় উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় এই সত্যপাঠ দস্তখত করিলাম। ইতি ৫।৭।১৯১৭ (স্বাক্ষর)"

অনেক স্থলে এরূপ হয় যে বাদী নিজে আরজীর সমস্ত বিষয় অবগত থাকেন না; যেমন, কোনও মহালের প্রজার বিরুদ্ধে নালিসে জমিদার স্বয়ং হয় তো প্রজার সম্বন্ধে সকল কথা না জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নায়েব বা তহশীলদার সমস্তই জানেন। এরূপ অবস্থায় বাদী নিজে সত্যপাঠ লিখিতে পারেন না; সুতরাং যে ব্যক্তি মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ জানে তাহার দ্বারা সত্যপাঠ করাইবার জন্য বাদীকে দরখাস্ত

করিতে হয়। [ঐ দরখাস্তের নমুনা পরিশিষ্টে "দরখাস্ত" অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।]

আরও, ঐস্থলে সত্যপাঠে দস্তখত করিবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে এই মর্ম্মে এক এফিডেভিট করিতে হয় যে সে ঐ আরজীর জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানে। [ঐ এফিডেভিটের নমুনা পরিশিষ্টে "এফিডেভিট" অধ্যায়ে লিখিত হইল]। পরে আদালতের অনুমতি লইয়া সে সত্যপাঠে দস্তখত করিতে পারে। এইরূপ সত্যপাঠের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বাদীর কর্ম্মচারী আমি শ্রীরামচরণ সরকার ইহা প্রকাশ করিতেছি যে এই আরজীর ১—৪ দফার লিখিত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞানমতে সত্য। অদ্য আদালতে উপস্থিত থাকিয়া আদালতের অনুমতি লইয়া এই সত্যপাঠে দস্তখত করিলাম। ইতি ৫।৭।১৯১৭"

(স্বাক্ষর)

ওকালত নামা।

জেলা নদীয়া মহকুমা রাণাঘাটের মুনসেফী আদালত।

মোকদ্দমা নং...............

শ্রী... ....বাদী

বঃ

শ্রী.........................বিবাদী

লিখিতং শ্রী.................. ...বাদী কস্য ওকালতনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। উপরোক্ত মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত মহাশয়গণকে উকীল নিযুক্ত করিলাম। উকীল মহাশয়গণের মধ্যে যিনি যখন হুজুরাদালতে উপস্থিত থাকিয়া আমার পক্ষ হইতে আরজী ও বর্ণনাপত্রাদি দাখিল,

ছানির মোকদ্দমা চালান, ছানির দরখাস্ত দাখিল, সেটেলমেণ্ট দরখাস্তাদি দাখিল, সওয়াল জবাব লিখিত পঠিত দাখিল দস্তখত, বকলম দস্তখতে দরখাস্তাদি দাখিল, টাকা আমানত, দলিলাদি দাখিল, আমানতী টাকা ও দাখিলী দলিল ফেরত, যে কোন আমানতী টাকা বা টাকার চেক বা পেমেণ্ট অর্ডার গ্রহণ, সালিস মান্যের দরখাস্ত ও সোলেনামা, রাজীনামা রফানামাদি দাখিল, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অন্তে ডিক্রী সংশোধনের দরখাস্ত, ডিক্রীজারির দরখাস্ত, খাসডাকের অনুমতির দরখাস্ত, ডিক্রীজারিতে আপত্তির দরখাস্ত, মোজাহেমী মোকদ্দমা চালানর দরখাস্তাদি দাখিল, নিলাম ডাক করা, নিলামি পণের টাকা ডিক্রীতে মুসমা দেওয়া, নথি তলব বা অন্য কোন প্রয়োজনে এফিডেভিট করা ইত্যাদি আমার হিতার্থে এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে কোন কার্য্য করিবেন তাহা আমার স্বীয়-কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল মঞ্জুর এতদর্থে ওকালতনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৯১৮ সাল তারিখ ২রা এপ্রেল।

উকীল মহাশয়গণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু	অমরনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত বাবু	জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন।
„ „	ললিতমোহন চট্টো।	„ „	নরেন্দ্রনাথ বসু।
„ „	গণেশচন্দ্র ঘোষ।	„ „	সতীশচন্দ্র দত্ত।
„ „	বনমালী মুখোপাধ্যায়।	„ „	ব্রজবল্লভ গুহ।

আরজী দাখিলের নিয়ম।

আরজীর উপর আইনমত কোর্টফী লাগাইয়া দিতে হয়। যদি কোনও কারণে আরজী দাখিলের দিনে বাদী সম্পূর্ণ কোর্টফী লাগাইয়া দিতে না পারেন, তাহা হইলে সে দিন যে কোনও মূল্যের কোর্টফী

লাগাইয়া দিলে চলে। এরূপ স্থলে, অবশিষ্ট কোর্টফী দাখিল করার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আদালত আরজীর পৃষ্ঠে হুকুম লিখিয়া দেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে কোর্টফী কিনিয়া তাহা কার্টিজ কাগজে লাগাইয়া ঐ কাগজে বাদী বিবাদীর নাম দিয়া, আরজী দাখিলের তারিখ দিয়া, অবশিষ্ট কোর্টফী দাখিল করার কথা লিখিয়া ঐ কাগজ দাখিল করিতে হয়।

আরজী ও তাহার সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র থাকিবে সেই সমস্ত একত্রে পেস্কারের নিকট দাখিল করিতে হয়। পেস্কার ঐ আরজীর কোর্টফীগুলি রেজিষ্টারী বহিতে সেহা করেন, এবং পিয়নের দ্বারা কোর্টফী গুলি ছেনি করাইয়া এবং প্রত্যেক কাগজপত্রে আদালতের তারিখযুক্ত মোহর দিয়া সেরেস্তাদারের নিকট পাঠাইয়া দেন।

সেরেস্তাদার ঐ আরজীখানি ঠিক লেখা হইয়াছে কি না মোটামুটি ভাবে দেখেন, এবং আরজীতে শুদ্ধরূপে কোর্টফী দেওয়া হইয়াছে কি না, এই সব দেখিয়া মোকদ্দমার নম্বর ও বিচারের দিন লিখিয়া দেন। তাহার পরে তিনি যে কেরাণীর নিকট মোকদ্দমা সংক্রান্ত নথি থাকে সেই কেরাণীর নিকট ঐ নথি পাঠাইয়া দেন। ঐ কেরাণী ঐ মোকদ্দমাটি মোকদ্দমার রেজিষ্টারী বহিতে জমা করিয়া মোকর্দ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম ধাম, মোকদ্দমার দাবী, কোন্ তারিখে রুজু হইল ইত্যাদি বিষয়গুলি নোট করিয়া রাখেন।

ইহার পরে একদিন বাদী অর্ডারসিটের হুকুমানুযায়ী বিবাদীর উপর সমনজারীর জন্য সমন ও তলবানা দাখিল করিবেন। তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বিবাদীর উপর সমনজারী।

আরজী দাখিলের পর আদালতের হুকুমানুসারে বিবাদীর উপর সমনজারী হইবে। তবে যদি আরজী দাখিলের সময়ে বিবাদী উপস্থিত থাকিয়া বাদীর দাবী স্বীকার করেন, তাহা হইলে বিবাদীর উপর আর সমনজারীর প্রয়োজন হয় না। (অ ৫, রু ১)

সমন দুই প্রকারের হয়:—(১) ইস্যুধার্য্যের নিমিত্ত সমন; (২) মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন। স্বত্বঘটিত মোকদ্দমা, পার্টিসন মোকদ্দমা, উচ্ছেদের মোকদ্দমা, হিসাব নিকাশের মোকদ্দমা প্রভৃতিতে ইস্যুধার্য্যের নিমিত্ত সমন বাহির হয়; এবং সাধারণ টাকার মোকদ্দমা, বন্ধকমূলক মোকদ্দমা, ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা, বাকী খাজনার মোকদ্দমা, ৯ ধারার মোকদ্দমা প্রভৃতিতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন বাহির হয় (অ ৫, রু ৫)।

মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত দিন সমনে লিখিত থাকিবে, এবং ঐ তারিখে উপস্থিত হইবার জন্য এবং তাঁহার স্বপক্ষে কোনও দলিল দস্তাবেজ থাকিলে তাহা আনিবার জন্য ঐ সমনে বিবাদীর প্রতি আদেশ দেওয়া থাকিবে (অ ৫, রু ৭)। যদি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন হয়, তাহা হইলে মোকদ্দমার দিনে সাক্ষী আনিবার জন্যও ঐ সমনে বিবাদীর প্রতি আদেশ থাকিবে। (অ ৫, রু ৮)।

একখানি আসল সমনে সমস্ত বিবাদীগণের নাম ধাম লিখিতে হয়, এবং যতগুলি বিবাদী থাকে ততগুলি নকল সমন লিখিয়া দিতে হয়। এক একখানি নকল সমনে একএক জন বিবাদীর নাম ধাম লিখিতে হয়; এবং ঐ নকল সমনগুলিই বিবাদীগণের উপর জারী হয়। আসল সমন খানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরৎ দেয়, এবং উহা আদালতের নথিভুক্ত থাকে। আসল ও নকল সমনের ফরমগুলি

আদালত হইতে পাওয়া যায়। ঐ ফরমগুলি বাদীপক্ষের উকীলের মোহরের পূরণ করিয়া দেন। আরজীর সঙ্গেই ঐগুলি দাখিল করিতে হয়।

সমনজারীর তলবানা কোর্টফী দ্বারা দাখিল করিতে হয়। নিম্নলিখিত রূপে সমনজারীর তলবানা দেওয়া হয়:—

"মহকুমা শিবাদহের দ্বিতীয় মুন্‌সেফী আদালত।

১৯১৮ সালের ৫ নং স্বত্ব মোকদ্দমা।

শ্রী ... ... বাদী

বনাম

শ্রী ... ... বিবাদী।

তরফ বাদী, বিবাদীর উপর সমনজারীর তলবানা.........টাকা ষ্ট্যাম্প সহ দাখিল হইল।"

এইরূপ একখানি কার্টিজ কাগজে লিখিয়া তাহাতে তলবানার কোর্টফী মারিয়া দিতে হয়।

পদাতিক যখন সমনজারী করিতে যায় তখন বাদীপক্ষের একজন লোক বিবাদীকে সনাক্ত করিতে যাওয়া উচিত। সমনজারী হইলে পর ধার্য্য দিনে বিবাদী উপস্থিত না হইলে ঐ সনাক্তকারী ব্যক্তি একটী এফিডেভিট করিবেন। ঐ এফিডেভিটের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে। এই এফিডেভিটে কোর্টফী লাগে না।

যদি মোকদ্দমার ধার্য্য দিনে বিবাদী উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে আর এই এফিডেভিট করিবার প্রয়োজন হয় না।

সমনখানি বিবাদীরই উপর জারী করিতে হয়: বিবাদীর যদি কোনও কর্ম্মচারী থাকে এবং ঐ কর্ম্মচারীর সমন লইবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মচারীর উপর জারী করিলেও চলিবে। (অ ৫, রু ১২)

যদি বিবাদীকে পাওয়া না যায়, এবং বিবাদীর পক্ষে সমন গ্রহণ

করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী না থাকে, তাহা হইলে বিবাদীর বাটীর কোনও সাবালক মেম্বরের উপর সমনজারী করিলে চলিবে। (অ ৫, রু ১৫)

যদি বিবাদী বা কর্ম্মচারী বা বাড়ীতে কোনও সাবালক মেম্বর না থাকে, কিংবা ঐ সকল ব্যক্তি সমন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে বিবাদীর বাটীর সদর দরজায় উহা লটকাইয়া দেওয়া হইবে। (অ ৫, রু ১৭)

যদি সমনজারী সত্ত্বেও বিবাদী উপস্থিত না হয়, এবং আদালত বিবেচনা করেন যে সমন এড়াইবার জন্য বিবাদী পলাইয়া বেড়াইতেছে তাহা হইলে বাদীর দরখাস্তক্রমে আদালত পরিবর্ত্তজারীর (Substituted Service) আদেশ দিবেন। পরিবর্ত্ত জারীতে বিবাদীর নামে দুইখানি নকল সমন হইবে; একখানি আদালতের প্রকাশ্যস্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে, এবং বিবাদী সর্ব্বশেষে যে বাটীতে ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে সেই বাটীর সদর দরজায় অপর সমনখানি লটকাইয়া দেওয়া হইবে। (অ ৫, রু ২০)। আসল সমনখানিতে পদাতিক জারীর রিপোর্ট দিয়া আদালতে দাখিল করিবে। পরিবর্ত্তজারীতে স্থানীয় সংবাদপত্রে পরোয়ানা ছাপা হইবার খরচও দিতে হয়।

যেমন ভাবে সমনজারী হইবে, তাহা নিশানদারের এফিডেভিটে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। যথা, উপরোক্ত রুল ১২ অনুসারে সমনজারী হইলে এফিডেভিটে এই বলিয়া লিখিতে হইবে যে বিবাদীর পক্ষে ঐ সমন গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা ছিল।

যদি উপরোক্ত ১৫ রুল অনুসারে সমনজারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এফিডেভিটে লিখিতে হইবে যে—(১) বিবাদীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; (২) তাহার পক্ষে ঐ সমন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও লোক ছিল না; এবং (৩) যাহার উপর ঐ সমন জারী হইয়াছে সে বিবাদীর একান্নভুক্ত পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ এবং জারীর সময়ে সে বিবাদীর সহিত একান্নে বাস করিতেছিল।

যদি উপরোক্ত ১৭ রুল অনুসারে সমন জারী করা হয়, তাহা হইলে এফিডেভিটে উল্লেখ করিতে হইবে যে:—(১) যথাসম্ভব চেষ্টা করা সত্বেও বিবাদীকে পাওয়া যায় নাই; (২) সমন গ্রহণ করিতে সক্ষম কোনও কর্ম্মচারী বা যাহার উপর জারী করিতে পারা যায় এরূপ কোনও লোক উপস্থিত ছিল না; এবং (৩) যে বাড়ীর বহির্দ্বারে অথবা প্রকাশ্য স্থানে ঐ সমন লটকাইয়া জারী হইয়াছে, তাহাতে বিবাদী সাধারণতঃ বাস করে অথবা ব্যবসা করিয়া থাকে। যদি বিবাদী সমন গ্রহণ পূর্ব্বক রসিদ দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উল্লেখ করিতে হইবে যে ঐ সমনের মর্ম্ম বিবাদীকে জ্ঞাত করান হইয়াছিল।

যদি ২০ রুল অনুসারে পরিবর্ত্ত জারী হয় তাহা হইলে এফিডেভিটে লিখিতে হইবে যে—(১) যে বাড়ীর বহির্দ্বারে সমনের এককিতা নকল লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বিবাদী সর্ব্বশেষ বাস করিত: এবং (২) পরিবর্ত্ত জারী সম্বন্ধে আদালতের যদি কোনরূপ বিশেষ আদেশ থাকে, তবে তাহা যে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন, ঐ বাড়ীতে বিবাদী কতদিন বাস করিয়াছে এবং কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছে, এবং বিবাদীর এখন কি হইয়াছে তাহাও লিখিতে হইবে।

কোনও স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিবাদীকে যদি পাওয়া না যায় এবং বিবাদীর পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী না থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে উক্ত সম্পত্তি আছে এরূপ কোনও কর্ম্মচারীর উপর সমনজারী করিতে পারা যায় (অ ৫, রু ১৪)। এরূপ স্থলে এফিডেভিটে লিখিতে হইবে যে (১)—বিবাদীকে পাওয়া যায় নাই; (২) সমন গ্রহণ করিতে পারে এরূপ কোনও কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল না; (৩) যাহার উপর ঐ সমনজারী করা হইয়াছে সে বিবাদীর কর্ম্মচারী এবং মোকদ্দমার বিষয়ীভূত জমী বা স্থাবর সম্পত্তি তাহার তত্ত্বাবধানে আছে।

যে আদালতে মোকদ্দমা রুজু হয় সেই আদালত ভিন্ন অন্য কোনও আদালতের এলাকার মধ্যে যদি বিবাদী বাস করে, তাহা হইলে সমন সেই আদালতে পাঠান হইবে, এবং সেখান হইতে বিবাদীর উপর জারী হইবে (অ ৫, রু ২১)। বিবাদী অন্য জেলায় বাস করিলে সেই জেলার জজসাহেবের নিকট না পাঠাইয়া মুন্সেফের নিকট সমন পাঠাইতে হইবে। মফঃস্বল আদালত হইতে কলিকাতাবাসী বিবাদীর উপর সমনজারী করাইতে হইলে, সমনখানি কলিকাতার ছোট আদালতে প্রেরিত হইবে, এবং ছোট আদালত উহা জারী করাইবেন (অ ৫, রু ২২)। বিবাদী কারারুদ্ধ থাকিলে সমনখানি জেলারের নিকট দেওয়া হইবে, অথবা ডাকযোগে তাঁহার নিকট পাঠান হইবে। (অ ৫, রু ২৪)।

বিবাদী যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বা রেলওয়ে কর্ম্মচারী হন তাহা হইলে বিবাদীর নামে দুইখানি নকল সমন প্রস্তুত করিয়া একখানি বিবাদীর উপর জারী করিতে হইবে এবং অপরখানি আদালত হইতে বিবাদীর উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হইবে (অ ৫, রু ২৭)। কিন্তু তজ্জন্য অতিরিক্ত তলবানা লাগিবে না। কোনও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বা রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে সাক্ষীরূপে সমন করিতে হইলে, তাঁহার নিকট এরূপ পূর্ব্বে সমন পাঠাইতে হইবে যাহাতে তিনি উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে জানাইয়া নিজের অনুপস্থিতি কালের কার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

বিবাদী উচ্চপদস্থ মাননীয় ব্যক্তি হইলে আদালত সমন না পাঠাইয়া তাঁহার নিকট পত্র পাঠাইতে পারেন।

যতগুলি বিবাদী থাকে, আরজির সহিত ততগুলি নকল আরজী দাখিল করিতে হয়। বিবাদীর উপর সমন জারী করিবার সময়ে একখানি করিয়া ঐ নকল আরজী সেই সঙ্গে জারী করা হয়। নকল আরজী-খানি আরজীর অবিকল নকল হইবে; যদি আরজীখানি অত্যন্ত বৃহৎ

হয় তাহা হইলে আদালতের অনুমতি লইয়া সংক্ষিপ্ত নকল দিলেও চলিবে। (অ ৫, রু ২)।

মোকদ্দমার প্রথম ধার্য্য দিনের কার্য্য।

মোকদ্দমার দিনে যদি দেখা যায় যে বাদী কোর্টফী বা তলবানা দিতে ত্রুটী করায় বিবাদীর উপর সমনজারী হয় নাই তাহা হইলে আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন। কিন্তু যদি সমনজারী না হওয়া সত্বেও বিবাদী ঐ দিনে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে না (অ ৯, রু ২)।

মোকদ্দমার দিনে যদি বাদী ও বিবাদী কেহই উপস্থিত না হন, তাহা হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া যাইবে (অ ৯, রু ৩)। এরূপ অবস্থায় বাদী পুনরায় মোকদ্দমা রুজু করিতে পারেন (যদি অবশ্য মোকদ্দমা তখনও তামাদিবারিত না হইয়া থাকে)। অথবা বাদী আদালতে উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া ছানির জন্য (অর্থাৎ ডিসমিসের আদেশ রহিত করিয়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের জন্য) দরখাস্ত করিতে পারেন [এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে] ; এবং আদালত উপযুক্ত কারণ দেখিলে ডিসমিসের আদেশ রহিত করিয়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের জন্য দিন স্থির করিবেন। (অ ৯, রু ৪)।

যদি মোকদ্দমার দিনে বাদী উপস্থিত থাকে কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত হয়, এবং আদালত যদি পদাতিকের রিপোর্টের সহিত সমনজারীর নিশানদারের এফিডেভিট মিলাইয়া দেখেন যে বিবাদীর উপর রীতিমত সমনজারী করা হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত বাদীর নিকট হইতে সাধারণ প্রমাণ লইয়া বাদীর স্বপক্ষে বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দিবেন ; কিন্তু ঐ দিন যদি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন না হইয়া ইসু

ধার্য্যের দিন হইয়া থাকে তাহা হইলে একতরফা ডিক্রী হইবে না। আরও এক কথা, খাজনার মোকদ্দমা হইলে বিবাদীর উপর সমন-জারির তারিখ হইতে ১৪ দিন, এবং ছোট আদালতের মোকদ্দমা হইলে সমনজারীর তারিখ হইতে ৭ দিন অতিক্রম না হইলে একতরফা ডিক্রী দেওয়া হয় না; সুতরাং যদি আদালত দেখেন যে বিবাদী অনুপস্থিত কিন্তু সমনজারীর তারিখ হইতে ১৪ দিন (বাকী খাজনার মোকদ্দমায়) বা ৭ দিন (ছোট আদালতের মোকদ্দমায়) অতীত হয় নাই, তাহা হইলে আদালত একতরফা ডিক্রী না দিয়া পুনরায় একটি দিন ধার্য্য করিবেন।

যদি আদালত দেখেন যে বিবাদীর উপর সমন রীতিমত জারী হয় নাই, এবং সেই জন্যই বিবাদী অনুপস্থিত হইয়াছেন, তাহা হইলে পুনরায় সমনজারীর আদেশ দিবেন। যদি আদালত দেখেন যে বিবাদীর উপর সমনজারী হইয়াছিল বটে, কিন্তু আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে আদালত মোকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া বিবাদীর উপর নোটিসজারীর আদেশ দিবেন। (অ ৯, রু ৬)।

যদি মোকদ্দমার দিনে বিবাদী উপস্থিত থাকে কিন্তু বাদী উপস্থিত না হয় তাহা হইলে বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইবে (অ ৯, রু ৮)। এরূপ স্থলে বাদী পুনরায় নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু তিনি উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া ছানির দরখাস্ত করিতে পারিবেন [এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে]; এবং তদনুসারে আদালত উপযুক্ত কারণ দেখিলে ডিস্‌মিসের আদেশ রহিত করিয়া এবং বিবাদীর উপর নোটিস দিয়া মোকদ্দমার বিচারের জন্য আর একটা দিন স্থির করিবেন (অ ৯, রু ৯)। এই ছানির দরখাস্তের সঙ্গে বিবাদীর উপর জারীর জন্য নোটিস লিখিয়া দিতে হয়; এবং নোটিস জারীর তলবানা দরখাস্তে মারিয়া দিতে হয়।

যেস্থলে বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হয়, সেস্থলে তিনি উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া ছানির জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন [এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে]; এবং আদালত উপযুক্ত কারণ দেখিলে একতরফা ডিক্রী রহিত করিয়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের জন্য আর একটী দিন স্থির করিবেন (অ ৯, রু ১৩)। এরূপ ক্ষেত্রে বাদীর উপর নোটিস জারী করাইতে হইবে (রু ১৪)। এই ছানির দরখাস্তের সঙ্গে বাদীর উপর জারীর জন্য নোটিস লিখিয়া দিতে হয়, এবং নোটিস জারীর তলবানা দরখাস্তে মারিয়া দিতে হয়।

যদি বাদী এবং বিবাদী উভয়ে উপস্থিত হয় এবং বিবাদী বর্ণনাপত্র দাখিল করিলে যদি আদালত দেখেন যে কোনও ইস্যু ধার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সেই দিনই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন (অ ১৫, রু ১)। আর যদি ইস্যু ধার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে ইস্যু ধার্য্য করিবেন, এবং পক্ষগণ যদি তাঁহাদের প্রমাণাদি লইয়া প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে আদালত সেই দিনেই প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন (অ ১৫, রু ৩)। কিন্তু ইস্যু ধার্য্যের দিনে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রায়ই হয় না; কারণ মোকদ্দমার বিলম্ব করাই যেন পক্ষগণের একটা স্বভাবগত দোষ, এবং ইস্যুধার্য্যের দিনে কেহই সাক্ষী বা প্রমাণের কাগজপত্র লইয়া প্রস্তুত থাকেন না। সেইজন্য সাক্ষী উপস্থিত করাইবার জন্য এবং মোকদ্দমার প্রমাণের কাগজ পত্র দাখিল করিবার জন্য আদালত আর একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

সাক্ষী মান্য করণ

সাক্ষী মান্য করিতে হইলে একখানি দরখাস্ত করিতে হয় [এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইল]। ঐ দরখাস্তে সাক্ষীর উপর সমন জারীর তলবানা কোর্টফী দ্বারা মারিয়া দিতে হয়।

বিবাদীর সমনের ন্যায় সাক্ষীর সমনেও একখানি আসল সমন এবং যতগুলি সাক্ষী থাকে ততগুলি নকল সমন প্রস্তুত করিতে হয়। আসল সমন খানিতে সমস্ত সাক্ষীগণের নাম ধাম লিখিত থাকে, এবং এক এক খানি নকল সমনে এক এক জন সাক্ষীর নাম ধাম লিখিতে হয়। সমনের ফরমগুলি আদালত হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক নকল সমনে সাক্ষীর খোরাকী এবং বারবরদারীর টাকার পরিমাণ লিখিতে হয়; এবং টাকার সমষ্টি আসল সমনে লিখিতে হয়। সমস্ত সাক্ষীর মোট খোরাকীর টাকা নাজিরের নিকট দাখিল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রসিদ লইয়া ঐ রসিদ সমনের সহিত আদালতে দাখিল করিতে হয়। (অ ১৬, রু ২)।

সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে হইবে কিংবা দলিল উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা সমনে লিখিত থাকিবে (অ ১৬, রু ১)। যদি কোনও সাক্ষীকে কোনও দলিল উপস্থিত করিতে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যদি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া দলিল খানি অপর কাহারও দ্বারা আদালতে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলেও চলিবে। (অ ১৬, রু ৬)।

বিবাদীর প্রতি সমন যেরূপ ভাবে জারী হয়, সাক্ষীর প্রতি সমনও ঠিক সেই ভাবে জারী করিতে হইবে। (অ ১৬. রু ৮)।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাক্ষী উপস্থিত না হইলে, আদালত যদি বিবেচনা করেন যে সাক্ষী উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ইস্তাহার জারী করিবেন; ঐ ইস্তাহারের এককিতা সাক্ষীর বাটীর সদর দরজায় লটকাইয়া দিতে হইবে। অথবা আদালত ইস্তাহার জারীর পরিবর্ত্তে সাক্ষীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারেন; এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন। (অ ১৬, রু ১০)।

[ইস্তাহারের জন্য কিংবা ওয়ারেণ্টের জন্য পক্ষকে আদালতে দরখাস্ত করিতে হয় ; ঐ দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে]।

যদি তাহাতেও সাক্ষী উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে আদালত তাহাকে ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করিতে পারেন, কিংবা ঐ জরিমানা ৫০০৲ টাকা এবং ক্রোকের খরচ আদায়ের জন্য ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন। (অ ১৬, রু ১২)।

সাক্ষীগণ উপস্থিত হইলে একটী সাক্ষীর হাজিরা দিতে হয়। ঐ হাজিরা এইরূপে লিখিতে হইবে :—

"জেলা ২৪ পরগণা মহকুমা শিবাদহের দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত।

১৯১৮ সালের ১২ নং স্বত্ব মোকদ্দমা।

শ্রী... ... ... বাদী।

বঃ

শ্রী... ... ... বিবাদী।

তরফ বাদীর পক্ষে সাক্ষীর হাজিরা

১। শ্রী... ... ...

২। শ্রী... ... ...

৩। শ্রী... ... ...

মোট তিন জন সাক্ষী।"

হাজিরা লিখিয়া উকীলের স্বাক্ষর করাইয়া তাহা আদালত বসিবার পূর্ব্বে নাজির বা নায়েবনাজিরের নিকট দাখিল করিতে হয়। নাজির সাক্ষীগণের হাজিরা লিখিয়া আদালতের পেস্কারের নিকট পাঠাইয়া দেন।

সাক্ষীর হাজিরায় কোনও কোর্টফী লাগে না ; কিন্তু হাজিরা দাখিল করিবার পর যদি কোনও সাক্ষী উপস্থিত হয় তখন তাহার হাজিরা দিতে গেলে ৷৹ কোর্টফী দ্বারা পৃথক দরখাস্ত করিতে হয়।

মোকদ্দমা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিনে সাক্ষী হাজির হইতে

বাধ্য। যদি কোনও পক্ষ মনে করেন যে পরবর্ত্তী ধার্য্য দিনে তাঁহার সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হইবে না, তাহা হইলে তাহার খোরাকী ও রাহাখরচ জমা দিলেই আদালত তাহাকে ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইবার জন্য মুচলেকা সম্পাদন করিতে আদেশ করিবেন। (অ ১৬, রু ১৬)।

যে সাক্ষী (যথা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক) আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য নহেন, কিংবা যে সাক্ষী পীড়া বা বার্দ্ধক্যবশতঃ বা অন্য কোনও কারণে আদালতে উপস্থিত হইতে অক্ষম, তাহার জবানবন্দী লইবার জন্য কমিশনের দরখাস্ত করিতে হয়। তাহা পরে লিখিত হইয়াছে।

দলিল দাখিল ও ফেরত।

বাদী যে দলিলমূলে নালিস করেন সেই দলিল খানি আরজীর সহিত ফিরিস্তীসহ দাখিল করিবেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি আর যে সকল দলিল প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিবেন সেই দলিলগুলি দাখিল না করিয়া শুধু সেই গুলির একটী ফিরিস্তি আরজীর সঙ্গে দাখিল করিলেই চলে। (অ ৭. রু ১৪)। কিন্তু ফিরিস্তির শেষ কলমে লিখিয়া দিতে হইবে যে এই সকল দলিল আবশ্যক বোধ করিলে পরে দাখিল করা যাইবে।

দোকানের খাতা বা হাতচিঠা মূলে মোকদ্দমা হইলে বাদী যে হিসাবের উপর নির্ভর করিতেছেন উক্ত খাতা হইতে সেই হিসাব নকল করিয়া ঐ মূল খাতা এবং নকল হিসাব একত্রে আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে। তাহার পর আদালতের কর্ম্মচারী নকল হিসাবটী মূল খাতা খানির সহিত মিলাইয়া দেখিয়া মূল খাতা খানিতে সনাক্তের চিহ্ন দিবেন, এবং নকল হিসাবের নীচে "যথার্থ নকল" বলিয়া লিখিয়া স্বাক্ষর

করিবেন ; তাহার পর মূল খাতাখানি বাদীকে ফেরত দিয়া নকল হিসাবটা আরজীর সহিত রাখিবেন। কিন্তু মোকদ্দমার শুনানির সময় বাদী এই মূল খাতা খানি আনিতে বাধ্য হইবেন। (অ ৭, রু ১৭)।

যে দলিলমূলে বাদী নালিস করিতেছেন তাহা যদি আরজীর সঙ্গে দাখিল করা না হয়, কিংবা যে দলিলগুলি তিনি প্রমাণে ব্যবহার করিবেন, তাহার ফিরিস্তি যদি আরজীর সঙ্গে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে মোকদ্দমার শুনানির সময়ে আদালতের অনুমতি ব্যতীত বাদী তাহা প্রমাণে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। (অ ৭, রু ১৮)।

কোনও পক্ষ তাঁহার আরজী বা জবাবে কোনও দলিল উল্লেখ করিয়া থাকিলে ঐ দলিল খানি অপর পক্ষকে দেখিতে দিবার এবং নকল করিতে দিবার জন্য অপর পক্ষ তাঁহার উপর নোটিস দিতে পারেন (অ ১১, রু ১৫)। যাঁহার উপর নোটিস দেওয়া হইবে তিনি নোটিস পাইবার পর ১০ দিনের মধ্যে অপর পক্ষকে কোন্ নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং কোন্ স্থানে দলিল দেখিতে দিবেন তাহা লিখিয়া নোটিস দিবেন। শেষোক্ত নোটিসের পর ৩ দিনের মধ্যে দলিল দেখিতে দিতে হইবে। (অ ১১, রু ১৭)।

মোকদ্দমার প্রথম শুনানির দিনে উভয় পক্ষ তাঁহাদের সমস্ত দলিল উপস্থিত করিবেন (অ ১৩, রু ১)। কোনও দলিল ঐ দিনে উপস্থিত করা না হইলে আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোনও পক্ষ উহা পরে প্রমাণে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। (অ ১৩, রু ২)।

বিবাদী বর্ণনাপত্র দাখিল করিলে উহা খণ্ডন করিবার জন্য যদি কোনও দলিল দাখিল করিবার প্রয়োজন হয়, এবং ঐ দলিল পূর্ব্বে দাখিল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা দাখিল করিবার জন্য আদালত হইতে সময় লওয়া যাইতে পারে ; এবং আদালত সময় দিলে পর যদি নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে ঐ দলিল দাখিল না হয় তাহা হইলে আদালতের অনুমতি ব্যতীত পরে উহা আর প্রমাণে ব্যবহৃত করিতে পারা যায় না। যদি

নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে দলিল দাখিল করা সম্ভবপর না হয় তবে দলিল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সময়ের নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারা যায়।

দলিল দাখিলের জন্য আদালত হইতে দুই প্রকার মুদ্রিত ফরম পাওয়া যায়, যথা (১) আরজী সম্বলিত দলিলের ফিরিস্তি; (২) মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা কালে দলিল দাখিলের ফিরিস্তি। এই সকল ফিরিস্তিতে কোন কোর্টফী দিতে হয় না।

পক্ষগণ তাঁহাদের সমস্ত দলিল দাখিল করিলে পর আদালত দলিলগুলির মধ্যে যেগুলি অনাবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ উকীলের রসিদ গ্রহণ পূর্ব্বক ফেরত দিয়া থাকেন। (অ ১৩, রু ৩, ৭)।

যে দলিলগুলি আদালত গ্রাহ্য করেন, সেগুলিতে মোকদ্দমার নম্বর, দলিল দাখিলকারীর নাম, দাখিলের তারিখ প্রভৃতি লিখিয়া নথির সামিল করিয়া রাখেন। (অ ১৩, রু ৪, ৭)।

অন্য আদালত হইতে কোনও নথি বা নথিভুক্ত দলিল আনাইয়া প্রমাণে ব্যবহার করার প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য দরখাস্ত করিতে হয় (ঐ দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইল)। এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করা আবশ্যক। অন্য আদালত হইতে আনাইবার ডাকখরচও দাখিল করিতে হয়।

যে সকল দলিল গ্রাহ্য হইয়া মোকদ্দমার নথির সামিল হইয়া আছে সেগুলি, যদি ঐ মোকদ্দমায় আপীল হইয়া থাকে তাহা হইলে আপীলের নিষ্পত্তি না হইলে ফেরৎ দেওয়া হয় না; যদি আপীল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপীল রুজু করিবার সময় উত্তীর্ণ না হইয়া গেলে ফেরৎ দেওয়া হয় না। আর যদি ঐ মোকদ্দমা এরূপ হয় যে উহা হইতে কোনও আপীল চলে না, তাহা হইলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই ফেরত দেওয়া হয়। মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা কালে দলিল ফেরত লইতে

হইলে, দলিলের একখানি সাধারণ খসরা নকল করিয়া সেরেস্তাদারকে দিলে ফেরত পাওয়া যায়, কিন্তু মোকদ্দমার দিনে ঐ মূল দলিলখানি উপস্থিত করিতে হইবে। যদি ঐ মোকদ্দমার আপীল বিচারাধীন থাকা কালে কোনও পক্ষ দলিল ফেরত লইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি ঐ দলিলের জাবেদা নকল দাখিল করিলে মূল দলিলখানি ফেরত পাইবেন ; কিন্তু দলিল ফেরত লইবার দরখাস্তে তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হইবে যে আসল দলিলখানির তলব হইবামাত্র তিনি উহা আদালতে পুনরায় উপস্থিত করিবেন। যদি কোনও দলিল মোকদ্দমার ডিক্রীর ফলে একেবারে অসিদ্ধ সাব্যস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দলিল কোনমতেই ফেরত দেওয়া হইবে না। (অ ১৩, রু ৯)।

দলিল সহ নথি যে আদালতে থাকে, সেই আদালতে দলিল ফেরতের দরখাস্ত করিতে হইবে। যদি মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর নথি মহাফেজখানায় গিয়া থাকে তাহা হইলে জজ আদালতে দরখাস্ত হইবে।

কোনও সাক্ষী কোনও দলিল দাখিল করিলে, ঐ সাক্ষীই ঐ দলিল ফেরত পাইবেন, পক্ষগণ উহা ফেরত লইতে পারিবেন না।

ইণ্টারগেটরী

যে কোন মোকদ্দমায় বাদী আদালতের অনুমতি লইয়া অপর পক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তির জবাব লইবার জন্ত লিখিত ইণ্টারগেটরী বা প্রশ্নসমূহ আদালতে দাখিল করিতে পারেন। কোন্ কোন্ ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তাহা ইণ্টারগেটরীর নীচে লিখিয়া দিতে হইবে। আদালতের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত একই ব্যক্তিকে কেহ একবারের অধিক ইণ্টারগেটরী দিতে পারিবেন না। (অ ১১, রু ১)।

ইণ্টারগেটরী পাইবার ১০ দিনের মধ্যে অথবা আদালত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে উক্ত সময়ের মধ্যে ইণ্টারগেটরীর লিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দাখিল করিতে হইবে, এবং সেই জবাবের পোষাকতায় এফিডেভিট করিতে হইবে। (অ ১১, রু ৮)।

মূলতবী

কোনও মোকদ্দমা মূলতবী রাখিবার জন্য যথেষ্ট কারণ দেখাইয়া দরখাস্ত করিলে আদালত মোকদ্দমা মূলতবী রাখিতে পারেন। মূলতবী হইলে মোকদ্দমার আর একটী দিন পড়ে, এবং যে পক্ষের দরখাস্ত অনুসারে মোকদ্দমা মূলতবী রাখা যায়, তাহার উপর মূলতবী খরচার আদেশ হয়। ঐ খরচা অপর পক্ষ পাইয়া থাকেন। (অ ১৭, রু ১)।

মোকদ্দমা মূলতবীর পর নির্দ্ধারিত দিনে যদি কোনও পক্ষ উপস্থিত হইতে না পারে, তাহা হইলে মোকদ্দমার প্রথম ধার্য্য দিনে পক্ষগণের অনুপস্থিতির যে ফল পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (পৃষ্ঠা ২১ দেখুন) এস্থলেও সেই ফল হইবে। (অ ১৭, রু ২)।

এফিডেভিট।

যথেষ্ট কারণ থাকিলে আদালত কোনও বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে এফিডেভিট তলব করিতে পারেন। কোনও সাক্ষীও আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া এফিডেভিট করিয়া তাহার জবানবন্দী লিখিয়া দিতে পারে, এবং উহা সাক্ষ্যরূপে আদালতে পঠিত হইতে পারে। কিন্তু যদি

অপর পক্ষ ঐ সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে হাজির হইতেই হইবে, শুধু এফিডেভিট করিয়া জবানবন্দী লিখিয়া দিলে চলিবেনা। (অ ১৯, রু ১, ২)

প্রত্যেক এফিডেভিটে আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর ও পক্ষগণের নাম দিতে হইবে। বাদী ও বিবাদী ভিন্ন অপর কেহ এফিডেভিট করিলে তিনি তাঁহার নাম, পিতার নাম, জাতি, বয়স, পেশা ও বাসস্থান, (সাকিম, থানা, জেলা) লিখিবেন। এফিডেভিট খানি ভিন্ন ভিন্ন প্যারাগ্রাফে বিভক্ত থাকিবে, এবং প্রতি প্যারাগ্রাফে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লিখিত হইবে। কোন্ কোন্ বিষয় এফিডেভিটকারী কিরূপে জানেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে; যথা, যে যে বিষয় তিনি জ্ঞানমতে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন তাহা "জ্ঞান মতে সত্য" বলিয়া লিখিবেন, এবং যে যে বিষয় তিনি অপরের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন, তাহা তিনি "অনুসন্ধান ও বিশ্বাস মতে সত্য" বলিয়া লিখিবেন। কোনও বিষয় "বিশ্বাস মতে সত্য" লিখিতে হইলে কি কি কারণে তিনি উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহাও যথাসম্ভব লেখা আবশ্যক।

যদি এফিডেভিটকারী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাহা হইলে তিনি এফিডেভিট নিজে পড়িয়া দস্তখত করিবেন। যদি তিনি লেখাপড়া না জানেন, তাহা হইলে আদালতের সেরেস্তাদার (যাঁহার নিকট এফিডেভিট করিতে হয়) এফিডেভিটের মর্ম্ম এফিডেভিটকারীকে বুঝাইয়া দিবেন, এবং অন্য ব্যক্তি এফিডেভিটকারীর নাম লিখিয়া দিলে এফিডেভিটকারী তাঁহার চিহ্ন (ঢেরাসহি) দিয়া দস্তখত করিবেন।

যদি এফিডেভিটকারী সেরেস্তাদারের পরিচিত না হন তাহা হইলে আদালতের কোনও ব্যক্তিকে (উকীল বা মোক্তার) এফিডেভিটের সময় সেরেস্তাদারের নিকট এফিডেভিটকারীকে সনাক্ত করিতে হয়।

রায় ও ডিক্রী।

উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া, দলিলাদি দেখিয়া এবং উকীলগণের তর্ক শুনিয়া আদালত রায় প্রকাশ করিবেন। বিচারক আদালতে বসিয়া ঐ রায়ে স্বাক্ষর করিবেন এবং তারিখ দিবেন (৩৩ ধারা, ও অ ২০, রু ১, ৩)।

রায় অনুসারে ডিক্রী প্রস্তুত হইবে; এবং বিচারক রায় অনুসারে শুদ্ধ ভাবে ডিক্রী প্রস্তুত হইয়াছে কি না তাহা দেখিয়া ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিবেন ও যে তারিখে রায় প্রকাশ হইয়াছে ডিক্রীতে সেই তারিখ দিবেন (অ ২০, রু ৬, ৭)। ডিক্রীতে হাকিম সহি করিবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের উকীলকে স্বাক্ষর করিতে হয়। যদি কোনও উকীল স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বাক্ষর না করিবার হেতু ডিক্রীতে লিখিতে হইবে।

কোনও কোনও মোকদ্দমায় দুই প্রকার ডিক্রী হয়—প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ডিক্রী। বন্ধক মূলক মোকদ্দমায়, ওয়াশীলাতের মোকদ্দমায়, পার্টিশন মোকদ্দমায়, হিসাব নিকাশের দাবীর মোকদ্দমায়, হকসফার মোকদ্দমায়, দুই প্রকার ডিক্রী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আর সমস্ত মোকদ্দমায় মাত্র এক ডিক্রী হয়।

ডিক্রীজারী।

ডিক্রীমূলে টাকা প্রদান।

টাকার ডিক্রী হইলে নিম্নলিখিত তিন প্রকারে টাকা দেওয়া যাইতে পারে:—(ক) আদালতে টাকা দাখিল; (খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে টাকা প্রদান করা; (গ) ডিক্রীতে অন্য যে প্রকারে টাকা দিবার আদেশ থাকিবে তদনুসারে টাকা প্রদান। যদি দেনদার

আদালতে টাকা দাখিল করেন তাহা হইলে তিনি ডিক্রীদারের উপর নোটিস করাইবেন ; নচেৎ নোটিস না পাইলে ডিক্রীদার টাকা পরিশোধের কথা না জানিয়া ডিক্রী জারী করিতে পারেন (অ ২১, রু ১)। আদালতে টাকা দাখিল করিতে হইলে চালান দ্বারা দাখিল করিতে হয়। তাহার নিয়ম পরে "বিবিধ" অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

যদি দেনদার ডিক্রীদারকে আদালতের বাহিরে টাকা দেন, তাহা হইলে ডিক্রীদার তাহা আদালতে দরখাস্ত দ্বারা সার্টিফাই করাইতে অর্থাৎ জানাইতে বাধ্য, এবং আদালত তদনুসারে টাকা প্রদানের কথা নোট করিয়া রাখিবেন (এইরূপ সার্টিফাই করিবার দরখাস্তের মুসাবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইল)। যদি ডিক্রীদার উহা আদালতে সার্টিফাই না করেন তাহা হইলে ঐ টাকা প্রদানের কথা আদালতে কেন সার্টিফাই করা হইবে না তাহার কারণ দেখাইবার জন্য ডিক্রীদারের উপর দেনদার একটী নোটিস করাইবেন এবং তজ্জন্য দরখাস্ত করিবেন। টাকা প্রদানের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে এই দরখাস্ত করিতে হইবে। (দরখাস্তের নমুনা পরিশিষ্টে দেখুন)। যদি ঐ দরখাস্ত অনুসারে ডিক্রীদারের উপর নোটিস জারী করা সত্ত্বেও ডিক্রীদার আদালতে উপস্থিত হইয়া কোনও কারণ না দেখান তাহা হইলে আদালত টাকা প্রদানের কথা নোট করিয়া রাখিবেন (অ ২১, রু ২)। যদি উপরোক্ত দুইপ্রকারে টাকা প্রদানের কথা আদালতে সার্টিফাই করা বা নোট করান না হয়, তাহা হইলে পরে আদালত আর ঐ টাকা প্রদানের অন্য কোনও প্রমাণ, এমন কি ডিক্রীদারের স্বহস্তে লিখিত রসীদও গ্রাহ্য করিবেন না। অতএব ভবিষ্যতে যদি ডিক্রীদার টাকা পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন এবং ডিক্রী জারী করেন তাহা হইলে দেনদারকে পুনরায় সমস্ত টাকা দিতে হইবে। সুতরাং আদালতের বাহিরে টাকা দিলে তাহা সার্টিফাই করা বা নোট করান সম্বন্ধে খুব সাবধান হওয়া উচিত।

অন্য আদালতে ডিক্রী প্রেরণ।

সাধারণতঃ যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালতেই ডিক্রী জারী করিতে হয়; কিন্তু উপযুক্ত কারণ থাকিলে ঐ আদালত হইতে অপর আদালতে ডিক্রী প্রেরিত হয় এবং ঐ দ্বিতীয় আদালত ডিক্রী জারী করিয়া থাকেন (৩৮ ধারা)।

নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রী অন্য আদালতে প্রেরিত হয়:—

(ক) যে আদালত ডিক্রী দেন, দেনদার সে আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিয়া যদি অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে ঐ শেষোক্ত আদালতে ডিক্রী প্রেরিত হইবে।

(খ) যে আদালত ডিক্রী দেন, সেই আদালতের এলাকাধীনে যদি দেনদারের যথেষ্ট সম্পত্তি না থাকে, কিন্তু অপর আদালতের এলাকাধীনে ডিক্রী পরিশোধ হইবার মত যথেষ্ট সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে শেষোক্ত আদালতে ডিক্রী প্রেরিত হইবে।

(গ) ডিক্রীতে যদি কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করাইবার বা ডিক্রীদারকে দিবার কথা থাকে, এবং যদি ঐ সম্পত্তি অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, তাহা হইলে ঐ শেষোক্ত আদালতে ডিক্রী প্রেরিত হইবে।

(ঘ) আদালত অন্য কোনও উপযুক্ত কারণ দেখিলে ডিক্রী অপর আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন। (৩৯ ধারা)।

যে আদালতে ডিক্রী প্রেরিত হইবে তাহা যদি একই জজ আদালতের অধীন হয় তাহা হইলে মূল আদালত ঐ ডিক্রী বরাবর পাঠাইয়া দিবেন; যথা, যদি কুষ্টিয়ার আদালত হইতে রাণাঘাটের আদালতে ডিক্রী পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে কুষ্টিয়ার আদালত বরাবর রাণাঘাটের আদালতে ডিক্রী পাঠাইতে পারিবেন; কারণ কুষ্টিয়া ও রাণাঘাট আদালত একই

জজ আদালতের অধীন। কিন্তু যদি ভিন্ন জজ আদালতের অধীনস্থ কোনও আদালতে ডিক্রী পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত জজ আদালতে ডিক্রী পাঠাইয়া দেওয়া হইবে; অর্থাৎ যদি কুষ্টিয়ার আদালত হইতে বারাসতের আদালতে ডিক্রী পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে কুষ্টিয়ার আদালত ঐ ডিক্রী আলিপুরের জজ আদালতে পাঠাইয়া দিবেন; এবং ঐ জজ আদালত তাহা স্বয়ং জারী করিবেন, কিংবা বারাসত আদালতে জারীর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। (অ ২১, রু ৫)।

ডিক্রী এক আদালত হইতে অন্য আদালতে প্রেরণ করিবার জন্য ডিক্রীর জাবেদা নকল সহ প্রথমোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিতে হয়। ঐ দরখাস্তের একটী মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইল। ঐ দরখাস্ত অনুসারে আদালত ডিক্রীর জাবেদা নকল এবং একটী সার্টিফিকেট অপর আদালতে পাঠাইয়া দিবেন (অ ২১, রু ৬)। তখন ডিক্রীদার ঐ শেষোক্ত আদালতে ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত করিবেন।

যদি এই রূপে কোনও ডিক্রী এক আদালত হইতে অন্য আদালতে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে ঐ ডিক্রীজারী করিতে প্রথমোক্ত আদালতের যেরূপ ক্ষমতা, শেষোক্ত আদালতেরও সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে (৪২ ধারা)। শেষোক্ত আদালত ঐ ডিক্রী জারী করিয়া প্রথমোক্ত আদালতে তাহা জানাইবেন; এবং যদি জারী করিতে না পারেন, তাহা হইলে কি কারণে জারী করা গেল না তাহাও প্রথমোক্ত আদালতে জানাইবেন। (৪১ ধারা)।

ছোট আদালতের ডিক্রীজারীতে স্থাবর সম্পত্তি সাধারণতঃ ক্রোক করিতে পারা যায় না, কিন্তু ঐ ডিক্রী উপরোক্তরূপে অন্য আদালতে প্রেরিত হইলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করিতে পারা যায়।

প্রিসেপ্ট।

ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, যে আদালতের এলাকাধীনে দেনদারের সম্পত্তি আছে সেই আদালতে ডিক্রী প্রেরণ না করিয়া প্রিসেপ্ট পাঠাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন [এই দরখাস্তের নমুনা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল]। ঐ আদালত প্রিসেপ্ট অনুসারে দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক করিবেন। প্রিসেপ্ট অনুসারে কোনও ক্রোক হইলে তাহা দুই মাসের অধিককাল প্রবল থাকিবে না। কিন্তু যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালত মিয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারেন, কিংবা দুইমাস উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ঐ ডিক্রীটী প্রিসেপ্টের আদালতে পাঠাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তদনুসারে কার্য্য হইবে। (৪৬ ধারা)

ডিক্রীজারীর দরখাস্ত।

ডিক্রীজারীর দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিত থাকিবে:— (১) মোকদ্দমার নম্বর; (২) পক্ষগণের নাম: (৩) ডিক্রীর তারিখ: (৪) কোনও আপীল হইয়াছে কিনা; (৫) ডিক্রীমূলে কোনও টাকা দেওয়া হইয়াছে কিনা, কিংবা অন্য কোনও বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না: (৬) পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত হইয়াছে কি না; (৭) ডিক্রীমূলে প্রাপ্য টাকা বা অন্য কোনও প্রতিকার; (৮) কত খরচা ডিক্রী হইয়াছে; (৯) কাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হইবে; (১০) কি প্রকারে আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে, অর্থাৎ (ক) কোনও বিশেষ সম্পত্তির অর্পণ দ্বারা, বা (খ) কোনও সম্পত্তির ক্রোক নিলাম দ্বারা, বা (গ) কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করার দ্বারা, বা (ঘ) রিসিভার নিয়োগ দ্বারা, বা (ঙ) অন্য কোনও প্রতীকার দ্বারা।

এই দরখাস্তে দরখাস্তকারীর (ডিক্রীদারের) সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর থাকিবে, এবং উকীলের স্বাক্ষর থাকবে। আদালত তলব করিলে এই দরখাস্তের সহিত ডিক্রীর জাবেদা নকল দাখিল করিতে হইবে (অ ২১, ক ১১)। এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

যদি দেনদারের কোনও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য প্রার্থনা করা হয়, এবং ঐ অস্থাবর সম্পত্তি দেনদারের দখলে না থাকে, তাহা হইলে দরখাস্তের নীচে তপশীলে সম্পত্তির এরূপ যথাযথ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক যাহাতে উহা সহজেই সনাক্ত করিতে পারা যায় (অ ২১, রু ১২)।

কোনও স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা থাকিলে, দরখাস্তের নীচে তপশীলে ঐ সম্পত্তির সনাক্ত করিবার উপযুক্ত বিবরণ লিখিতে হইবে. এবং ঐ সম্পত্তি বন্দোবস্তী বা জরীপ সংক্রান্ত কাগজপত্রের লিখিত চৌহদ্দি ও নম্বর দ্বারা সনাক্ত করিতে পারা গেলে ঐ চৌহদ্দি ও নম্বর লিখিতে হইবে; এবং ঐ সম্পত্তিতে দেনদারের কিরূপ অংশ বা স্বার্থ আছে তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে। (অ ২১, রু ১৩)।

ডিক্রীদার যদি ঐ ডিক্রী অপর কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিও ডিক্রীদারের ন্যায় উপরোক্তমত দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং ডিক্রীদার নিজে দরখাস্ত করিলে ডিক্রী যেরূপে জারী হইত, তিনিও সেইরূপ ডিক্রীজারী করাইতে পারিবেন। ডিক্রীখরিদদার ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত করিবার পর ডিক্রীদারকে এবং দেনদারকে ঐ দরখাস্তের নোটিস দিতে বাধ্য। (অ ২১, রু ১৬)

দেনদারের উপর নোটীস।

যদি ডিক্রীর তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক পরে ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত হয়, কিংবা দেনদারের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত-গণের উপর ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দেনদার

বা স্থলাভিষিক্তগণের উপর এই মর্ম্মে প্রথমতঃ নোটিস হইবে যে "কেন তোমার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হইবে না তাহার কারণ দর্শাও।" কিন্তু যদি ডিক্রীর তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐ ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত হইয়া থাকে এবং সেই ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় আদালত যে হুকুম দিয়াছেন সেই হুকুমের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় দরখাস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর উপরোক্ত প্রকারের নোটিসের প্রয়োজন হয় না। আরও, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে নোটিস দিলে ডিক্রীজারীর অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যাইবে কিংবা ন্যায় বিচারের বিঘ্ন হইবে, তাহা হইলে আদালত নোটিস জারী না করিয়া একেবারে ডিক্রীজারীর পরোয়ানা জারী করিবার আদেশ দিবেন। (অ ২১, রু ২২)।

যে ব্যক্তির উপর উপরোক্ত মত নোটিস দেওয়া হইবে তিনি যদি আদালতে উপস্থিত না হন কিংবা উপস্থিত হইয়া কারণ দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে আদালত ডিক্রীজারীর আদেশ দিবেন। আর যদি তিনি উপস্থিত হইয়া ডিক্রীজারীতে আপত্তি করিয়া উপযুক্ত কারণ দেখান, তাহা হইলে আদালত তাহার বিচার করিয়া উপযুক্ত আদেশ দিবেন। (অ ২১, রু ২৩)।

ডিক্রীজারী স্থগিত।

যদি কোনও ডিক্রী এক আদালত হইতে ভিন্ন আদালতে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে দেনদার দরখাস্ত করিয়া যথেষ্ট কারণ দেখাইলে, শেষোক্ত আদালত ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবেন; এমন কি, যদি ইতিমধ্যে দেনদারের কোনও সম্পত্তি বা দেনদারকে ধৃত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি বা দেনদারকে মুক্ত করিতে পারেন। তবে ডিক্রীজারী স্থগিতের আদেশ দিবার পূর্ব্বে, বা সম্পত্তি বা দেনদারকে মুক্ত করিবার পূর্ব্বে আদালত দেনদারের নিকট হইতে জামিন চাহিতে পারেন। (অ ২১, রু ২৬)

উপরোক্ত মত দেনদারকে বা তাঁহার সম্পত্তি মুক্ত করিয়া দেওয়ার পরও আদালত পুনরায় দেনদারকে বা তাঁহার সম্পত্তি ধৃত করিতে পারেন। (অ ২১, রু ২৭)

যে আদালত হইতে ডিক্রীদার ডিক্রী পাইয়াছেন, যদি সেই আদালতে ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে দেনদার অপর কোনও মোকদ্দমা রুজু করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আদালত ডিক্রী স্থগিত রাখিতে পারেন। (অ ২১, রু ২৯)

ভিন্ন ভিন্ন ডিক্রীর ভিন্ন ভিন্ন জারী।

টাকার ডিক্রী নিম্ন প্রকারে জারী হইতে পারে :—(১) দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিয়া; কিংবা (২) দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা; কিংবা (৩) এতদুভয়ের দ্বারা। (অ ২১, রু ৩০)

ছোট আদালতের ডিক্রীজারীতে দেনদারের স্থাবর সম্পত্তি সাধারণতঃ ক্রোক করিতে পারা যায় না। তবে যদি দেনদারের অস্থাবর মাল ক্রোক করিবার মত না থাকে, কিংবা অস্থাবর মাল ক্রোক করিয়া সমস্ত দাবী আদায় না হয়, তাহা হইলে সেই কথা জানাইয়া আদালতে দরখাস্ত করিতে হয়, এবং তাহার পোষকতায় একখানি এফিডেভিট করা আবশ্যক। তাহা হইলেই আদালত ছোট আদালতের ডিক্রীটী সাধারণ ফাইলে জমা করেন, এবং তখন সাধারণ ভাবে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করিতে পারা যায়।

কোনও নির্দ্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার কিংবা তাহার কোনও অংশ পাইবার ডিক্রী নিম্ন প্রকারে জারী হইতে পারে :—(১) ঐ অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত করিয়া ডিক্রীদারকে বা তাঁহার নিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে অর্পণপূর্ব্বক; বা (২) দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিয়া; কিংবা (৩) দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া; কিংবা (৪) দেনদারকে জেলে দেওয়া এবং সম্পত্তি ক্রোক করা, একত্রে এই উভয়ের

দ্বারা। উপরোক্ত ভাবে দেনদারের কোনও সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পর ছয়মাসের মধ্যে যদি দেনদার ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য না করেন, তাহা হইলে ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে ঐ সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা হইবে, ঐ বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে ডিক্রীদার যে অস্থাবর সম্পত্তি পাইতে স্বত্ববান তাহার মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে টাকা দেওয়া হইবে; এবং অবশিষ্ট টাকা দেনদার দরখাস্ত করিলে তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। আর যদি দেনদার ছয় মাসের মধ্যে ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন, কিংবা সম্পত্তি ছয় মাস ক্রোকাবদ্ধ থাকার পর ডিক্রীদার ঐ সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় করাইবার জন্য দরখাস্ত না করেন, তাহা হইলে সম্পত্তি ক্রোকমুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। (অ ২১, রু ৩১)

কোনও বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের ডিক্রী, কিংবা দাম্পত্যস্বত্ব সাব্যস্তের ডিক্রী, কিংবা নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী নিম্ন প্রকারে জারী হইতে পারে:—(১) দেনদারকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিয়া; কিংবা (২) তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া: কিংবা (৩) উভয়ের দ্বারা। যদি দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক করার পর এক বৎসরের মধ্যে তিনি ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য না করেন তাহা হইলে ডিক্রীদারের দরখাস্ত অনুসারে ঐ সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় করা হইবে। যদি এক বৎসরের মধ্যে দেনদার ডিক্রী অনুযায়ী কার্য্য করেন, কিংবা সম্পত্তি এক বৎসর ক্রোকাবদ্ধ থাকার পর ডিক্রীদার ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করাইবার জন্য দরখাস্ত না করেন, তাহা হইলে সম্পত্তি ক্রোকমুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। (অ ২১, রু ৩২)

কোনও স্থাবর সম্পত্তিতে খাসদখলের জন্য ডিক্রী হইলে, ডিক্রীদারকে বা তাঁহার নিযুক্ত কোনও লোককে ঐ সম্পত্তিতে দখল দেওয়া হইবে। যদি অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে এবং চলিয়া যাইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে দূরীভূত করিয়া ডিক্রীদারকে দখল দেওয়া হইবে।

যদি কোনও স্থাবর সম্পত্তিতে ডিক্রীদারকে এজামালীতে দখল দিবার ডিক্রী হয়, তাহা হইলে ডিক্রীর লিখিত হুকুম ঢোলসহরতে জানাইয়া দেওয়া হয়; এরূপ স্থলে দুইখানি পরোয়ানা (একখানি আসল, একখানি নকল) প্রস্তুত হয়; নকল পরোয়ানা ঐ সম্পত্তির প্রকাশ্য স্থানে জারী হয়, এবং আসলখানিতে রিপোর্ট লিখিয়া পদাতিক আদালতে ফেরৎ দেয়।

যেস্থলে ডিক্রীদারকে কোনও বাটীর দখল দেওয়া হয়, এবং ঐ বাটীর অন্যান্য লোকেরা ডিক্রীদারকে প্রবেশ করিতে না দেয়, সেস্থলে পদাতিক বাটীর স্ত্রীলোকগণকে সরিয়া যাইতে বলিয়া সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ডিক্রীদারকে দখল দিবে। (অর্ডার ২১, রু ৩৫)

ডিক্রীদারকে যে সম্পত্তি দখল দিবার ডিক্রী হয়, সেই সম্পত্তি যদি প্রজাগণের দখলে থাকে, তাহা হইলে ঢোল সহরত দ্বারা ডিক্রীর মর্ম্ম প্রজাগণকে জ্ঞাত করান হইবে। এরূপ স্থলে দুইখানি (একখানি আসল, একখানি নকল) পরোয়ানা প্রস্তুত হইবে, নকলখানি সম্পত্তির কোনও প্রকাশ্য স্থানে জারী হইবে, এবং আসলখানিতে রিপোর্ট লিখিয়া পদাতিক আদালতে ফেরত দিবে।

দেনদারকে দস্তকে গ্রেপ্তার।

যদিও টাকার ডিক্রীজারীতে দেনদারকে ধৃত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আদালত প্রথমেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী না করিয়া দেনদার কেন দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ হইবে না তাহার কারণ দেখাইবার জন্য নোটিস দেনদারের উপর জারী করেন। যদি দেনদার ঐ নোটিসের নির্দ্ধারিত দিনে আদালতে উপস্থিত না হন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হইবে। (অ ২১, রু ৩৭)

দেনদারকে ধৃত করিতে হইলে এই পরোয়ানা জারীর তলবানা কোর্টফী দ্বারা দাখিল করিতে হয়, এবং দেনদারকে ধৃত করিবার সময় হইতে

আদালতে উপস্থিত করিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার খোরাকী নাজিরের নিকট জমা দিতে হয়। তাহার পর যদি দেনদারের প্রতি দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ থাকিবার আদেশ হয়, তাহা হইলে ডিক্রীদার দেনদারের এক মাসের খোরাকী প্রতি মাসের প্রথম দিনে আদালতে নাজিরের নিকট জমা দিবেন। প্রথম মাসের যে কয়েকদিন অবশিষ্ট আছে সেই কয়েকদিনের খোরাকী প্রথমে জমা দিলেই চলে। (অ ২১, রু ৩)

ডিক্রীদার দেনদারের খোরাকীর টাকা না দিলে তৎক্ষণাৎ দেনদারকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। (৫৮ ধারা)

যদি উপরোক্ত ৩৭ রুলের লিখিত নোটিস অনুসারে দেনদার আদালতে উপস্থিত হন, কিংবা তাঁহাকে ধৃত করিয়া আদালতে উপস্থিত করা হয়, এবং আদালত যদি দেখেন যে দারিদ্র্য নিবন্ধন বা অন্য কোন কারণে দেনদার ডিক্রীর টাকা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে পারেন। আর যদি আদালত দেখেন যে দেনদার টাকা দিতে অক্ষম নহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জেলে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দিবেন।

ডিক্রীর টাকা যদি ৫০৲ টাকার কম হয়, তাহা হইলে দেনদারকে ছয় সপ্তাহের অধিক আবদ্ধ রাখা হইবে না; ৫০৲ টাকা বা ততোধিক হইলে তাঁহাকে ছয় মাস পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখা যায়। দেওয়ানী জেলে ছয় মাসের অধিক কয়েদ হয় না। (৫৮ ধারা)

কোনও দেনদার দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ হইলে পর নিম্নলিখিত স্থলে মুক্ত হইবেন :—(১) ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিয়া দিলে; (২) ডিক্রী অন্য কোনও প্রকারে পরিশোধ হইলে; (৩) ডিক্রীদার তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য দরখাস্ত করিলে; (৪) ডিক্রীদার খোরাকীর টাকা বন্ধ করিয়া দিলে; (৫) দেনদার কোনও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে; (৬) দেনদার গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলে। (৫৮, ৫৯ ধারা)।

কলিকাতার ছোট আদালতের কয়েদের নিয়ম।

১৲—১০৲ টাকার ডিক্রীতে—২ দিন; তদূর্দ্ধে ২৫৲ টাকার ডিক্রীতে ৫ দিন; ২৬৲—৫০৲ টাকার ডিক্রীতে—১০ দিন; ৫১৲—৭৫৲ টাকার ডিক্রীতে—১৫ দিন; ৭৬৲—১০০৲ টাকার ডিক্রীতে ২০ দিন; ১০১৲—২০০৲ টাকার ডিক্রীতে—২৫ দিন; ২০১৲—৩০০৲ টাকার ডিক্রীতে—১ মাস; ৩০১৲—৪০০৲ টাকা—৫ সপ্তাহ; ৪০১৲—৫০০৲ টাকা—৬ সপ্তাহ; ৫০১—৬০০৲—৮ সপ্তাহ; ৬০১৲—৭০০৲ টাকা—১০ সপ্তাহ; ৭০১৲—৮০০৲ টাকা—১১ সপ্তাহ; ৮০১৲—৯০০৲ টাকা—১২ সপ্তাহ; ৯০১৲—১০০০৲—৩ মাস; ১০০১৲—১১০০৲ টাকা—১৫ সপ্তাহ; ১১০১৲—১২০০৲ টাকা—১৬ সপ্তাহ; তদূর্দ্ধে প্রতি ১০০৲ টাকায় এক সপ্তাহ; ২০০০৲ টাকায় ৬ মাস।

দেনদারকে ধৃত করিবার নিয়ম।

দেনদারকে ডিক্রীজারীতে যে কোনও দিন যে কোনও সময়ে দস্তকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। আদালত হইতে দস্তক বাহির করিয়া ছুটির দিন বা রবিবারেও দেনদারকে গ্রেপ্তার করিলে তাহা বে-আইনী হইবে না। কোনও বসতবাটী ভিন্ন অন্য স্থান হইতে দেনদারকে যে কোনও সময়ে, দিনেই হউক, বা রাত্রিতেই হউক, গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। রাত্রিতে দেনদার পথ দিয়া যাইতেছেন এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দস্তকে ধরা যায়। কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, অর্থাৎ রাত্রের মধ্যে, কোনও বসতবাটী (তাঁহার নিজের বাটী বা অন্য কাহারও বাটী) হইতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা যাইবে না।

দেনদার যদি নিজ বাটীতে না থাকিয়া অপর কাহারও বসতবাটীতে থাকেন, আর যদি সেই বাটীর সদর দরজা বন্ধ থাকে তাহা হইলে সেই দরজা ভাঙ্গিয়া আদালতের পেয়াদা বা কর্ম্মচারী কোনও মতেই তাঁহাকে

ধৃত করিতে পারেন না। দেনদার যদি নিজ বাটীতে থাকেন এবং ঐ বাটীর সদর দরজা খুলিতে অস্বীকার করিয়া আদালতের কর্ম্মচারীকে বাধা দেন, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মচারী ঐ সদর দরজা ভাঙ্গিয়া বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেনদারকে ধরিতে পারেন।

যে বাটীতে দেনদার থাকেন—তাঁহার নিজ বাটীই হউক বা অন্যের বাটীই হউক—যদি তাহার সদর দরজা খোলা থাকে তাহা হইলে পেয়াদা ঐ বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক, যে ঘরে দেনদার আছেন বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইবার কারণ থাকে সেই ঘরের (অন্দর মহলের ঘর হইলেও) দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু সেই ঘরে যদি কোনও পর্দানসিন স্ত্রীলোক থাকেন তাহা হইলে পেয়াদা তাঁহাকে ঐ ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিবে এবং তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইবার জন্য যুক্তিযুক্ত সময় ও সুবিধা দিয়া পেয়াদা ঐ ঘরে প্রবেশ করতঃ দেনদারকে ধরিতে পারে।

টাকার ডিক্রীজারীতে যদি দস্তক বাহির হয় তাহা হইলে দস্তকের লিখিত টাকা পেয়াদার হাতে দিলে পেয়াদা আর দেনদারকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন না (৫৫ ধারা)।

টাকার ডিক্রীজারীতে কোনও স্ত্রীলোককে দস্তকে গ্রেপ্তার করা যায় না। (৫৬ ধারা)।

দেনদার যদি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে দস্তক বাহির হইয়া থাকিলেও আদালত দস্তক রহিত করিতে পারেন। এবং দেনদার গ্রেপ্তার হইয়া আদালতে আসিলে যদি আদালত দেখেন যে, দেনদারের যেরূপ শরীরের অবস্থা তাহাতে তাঁহাকে জেলে পাঠান উচিত নহে, তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারেন। (৫৯ ধারা)

কোনও জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য বিচারক, (যথা, মুনসেফ, সবজজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি) আদালতে যাইবার সময়, বা যতক্ষণ আদালতে

থাকেন বা আদালত হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিবার সময়, দস্তকে ধৃত হইতে পারেন না।

দেওয়ানীই হউক, বা ফৌজদারীই হউক, যে কোনও মোকদ্দমার পক্ষগণ, তাঁহাদের উকিল, মোক্তার বা আমমোক্তারগণ, এবং তাঁহাদের সাক্ষীগণ (যাঁহারা সমন পাইয়া হাজির হইতেছেন) ঐ মোকদ্দমার কার্য্যের জন্য আদালতে যাইবার সময়, বা যতক্ষণ আদালতে থাকেন, বা আদালত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে দস্তকে ধৃত হইতে পারেন না। (১৩৫ ধারা)।

ক্রোক।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত দেনদারের আর সমস্ত দ্রব্যই ডিক্রীজারীতে ক্রোক হইতে পারে। দেনদারের জমী, বাটী, অস্থাবর মাল, অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা, ব্যাঙ্কনোট, চেক, হুণ্ডি, কোম্পানীর কাগজ, খত, কোনও কোম্পানীর ডিবেঞ্চার বা অংশ ইত্যাদি সমস্তই ক্রোক হইতে পারে। কিন্তু নিম্নলিখিত বস্তুগুলি ক্রোক বা নিলাম হইবে না:—

(১) দেনদারের ও তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তানগণের প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি, রন্ধন করিবার পাত্র ও বিছানা, এবং ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে যে অলঙ্কার কোনও স্ত্রীলোক গাত্র হইতে মোচন করিতে পারেন না এরূপ অলঙ্কার; কোনও দৈব অঙ্গুরী বা মাদুলী, তাগা; (২) দেনদার যদি কারুকর অর্থাৎ কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, সূত্রধর আদি হন তাহা হইলে তাঁহার ব্যবসায়ের যন্ত্র সকল, এবং যদি কৃষক হন তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাঁহার জীবন নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ যে যে দ্রব্য আবশ্যক হয় তাহা (লাঙ্গল, বলদ, বীজ, শস্য ও জমীর উৎপন্ন শস্যের একাংশ ইত্যাদি) ক্রোকযোগ্য

নহে; (৩) দেনদার যদি কৃষক হন তাহা হইলে তাঁহার বসতগৃহ ও সংলগ্ন জোত অন্য ডিক্রীতে ক্রোক হইবে না (কিন্তু ঐ বাসগৃহের বা জোতের খাজনার জন্য যে ডিক্রী হয় তাহাতে উহা ক্রোক নিলাম হইবে); (৪) হিসাবের বহি; (৫) পেন্সন; (৬) সরকারী কর্ম্মচারী বা কোনও রেলওয়ে কোম্পানির বা মিউনিসিপালিটীর বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম্মচারী ছুটিতে থাকা কালে বেতন অপেক্ষা কম যে ভাতা পান তাহাও ক্রোক হইতে পারে না; (৭) উক্ত (৬) দফার লিখিত কোনও কর্ম্মচারীর বেতন যদি মাসিক ২০৲ টাকার অধিক না হয়, তাহা হইলে ঐ বেতন ক্রোক হইতে পারে না। যদি মাসিক বেতন ২০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৪০৲ টাকার অনধিক হয় তাহা হইলে ঐ বেতনের মধ্যে মাসিক ২০৲ টাকা ক্রোক হইতে পারে। আর ৪০৲ টাকার অধিক বেতন হইলে অর্দ্ধেক বেতন প্রতি মাস ক্রোক হইতে পারে; (৮) প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে কর্ম্মচারীর বেতন হইতে যে টাকা মাসে মাসে জমা রাখা যায় সেই টাকা; (৯) মজুর বা গৃহস্থালীর চাকর চাকরাণীর বেতন। (৬০ ধারা)।

দেনদারের অস্থাবর মাল ক্রোক করিবার জন্য আদালতের পেয়াদা রাত্রিকালে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পর এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কাহারও বসত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। দেনদারকে দস্তকে গ্রেপ্তার করার যে নিয়ম, দেনদারের অস্থাবর মাল ক্রোক করারও সেই নিয়ম। (৬২ ধারা)

কোনও সম্পত্তি ক্রোক হইলে পর দেনদার যদি তাহা হস্তান্তর করেন তাহা হইলে ঐ হস্তান্তর ঐ ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্য হইবে। অর্থাৎ খরিদদার ঐ ডিক্রীর টাকা দিয়া ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন, নতুবা উহা ঐ ডিক্রীজারীতে নিলাম হইবে; এবং যিনি নিলাম খরিদ করিবেন তাঁহার স্বত্ব প্রবল হইবে। (৬৪ ধারা)

ক্রোক কিরূপে করিতে হয়।

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের প্রার্থনা করিলে যতজন দেনদারের বা দায়িকের মাল ক্রোক করিতে হইবে ততগুলি ক্রোকী পরওয়ানা ডিক্রীজারীর দরখাস্তের সঙ্গে লিখিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যে কয়জন দায়িক এজমাল পরিবার ভুক্ত তাহাদের জন্য একখানা পরোয়ানা দিলেই চলে।

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে ঐ সম্পত্তি ধৃত করিতে হইবে এবং ক্রোককারী কর্ম্মচারী উহা নিজের জিম্মায় রাখিবেন, এবং উহার উপযুক্ত রক্ষার জন্য দায়ী হইবেন। যদি ঐ সম্পত্তিটী শীঘ্র ক্ষয়শীল হয়, কিংবা যদি উহার মূল্য অপেক্ষা উহার রক্ষার ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন। (অ ২১, রু ৪৩)।

ক্ষেত্রস্থিত দণ্ডায়মান শস্য স্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়; সুতরাং উহা ক্রোক করিতে হইলে, ডিক্রীজারীর দরখাস্তে স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের ন্যায়, যে জমীতে শস্য দণ্ডায়মান আছে তাহার চৌহদ্দি ও বিস্তৃত বিবরণ দিতে হয়; এইরূপ ক্রোকের জন্য তিন খানি ক্রোকী পরোয়ানা (একখানি আসল, দুইখানি নকল) লিখিয়া দিতে হয়; যে জমীর উপর শস্য উৎপন্ন হইয়াছে সেই জমীর উপর কিংবা যদি ঐ শস্য কাটিয়া কোনও স্থানে গাদা করা হইয়া থাকে কিংবা গোলাজাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ গাদা বা গোলার উপর একটী নকল পরোয়ানা জারী হইবে; এবং দেনদার যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর সদর দরজার উপর আর একটী নকল পরোয়ানা লটকাইয়া দেওয়া হইবে; এবং আসল পরোয়ানায় রিপোর্ট লিখিয়া পদাতিক আদালতে ফেরত দিবে, উহা মোকদ্দমার নথিভুক্ত থাকিবে। (অ ২১, রু ৪৪)।

দণ্ডায়মান শস্য যদি অপক্ক থাকে এবং কর্ত্তন করিবার উপযুক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কোন্ সময়ে কাটিবার উপযুক্ত হইবে

তাহা ক্রোক করিবার দরখাস্তে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। শস্য ক্রোক করা হইবার পরেও দেনদার ঐ শস্য তদারক করিতে, কাটিতে, গাদা করিতে এবং গুদামজাত করিতে, এবং শস্যের পরিপুষ্টি বা রক্ষার জন্য অন্য যে কোনও কার্য্য করিতে পারিবেন; দেনদার যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে ডিক্রীদার ঐ শস্যের পরিপুষ্টি ও রক্ষার জন্য আদালতের অনুমতি লইয়া সকল কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং উহাতে যে টাকা ব্যয় হইবে তাহা ডিক্রীর অন্তর্গত করিয়া দেনদারের নিকট হইতে তিনি আদায় করিতে পারিবেন। (অ ২১, রু ৪৫)

দেনদারের কোনও পাওনা টাকা ক্রোক করিতে হইলে এই মর্ম্মে এক হুকুমনামা দেনদারের উপর জারী করা হইবে যে দেনদারের খাতক আদালতের অনুমতি বিনা দেনদারকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিতে পারিবেন না কিংবা দেনদার খাতকের নিকট হইতে কোনও টাকা আদায় করিতে পারিবেন না। আর একটী হুকুমনামা আদালতের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে, এবং আর একখানি দেনদারের খাতকের উপর জারী হইবে; এবং আসল খানিতে পদাতিক রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরৎ দিবে। সুতরাং চারিখানি হুকুমনামা (তিনখানি নকল, একখানি আসল) দরখাস্তের সহিত লিখিয়া দিতে হয়।

কোনও সেয়ার ক্রোক করিতে হইলে, সেয়ারের মালিক যাহাতে ঐ সেয়ার বিক্রয় না করেন বা উহার কোনও ডিভিডেণ্ড আদায় না করেন এই মর্ম্মে একটী আজ্ঞা জারী হইবে। ঐ আদেশের একটী নকল আদালতের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে, এবং আর একটী নকল কোম্পানীর উপর জারী হইবে; আসল খানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরত দিবে। সুতরাং সেয়ার ক্রোকের দরখাস্তে তিনখানি (দুইখানি নকল, একখানি আসল) হুকুমনামা লিখিয়া দিতে হয়।

যদি দেনদারের কোনও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হয়, এবং ঐ সম্পত্তি যদি দেনদারের দখলে না থাকে, তাহা হইলে দরখাস্তের সঙ্গে দুইখানি হুকুমনামা (একখানি আসল, একখানি নকল) লিখিয়া দিতে হয়। সম্পত্তি যে ব্যক্তির দখলে থাকে তাহার উপর নকল খানি জারী হইবে, এবং আসলখানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরত দিবে। ঐ হুকুমনামায় ইহা লেখা থাকিবে যে, যে ব্যক্তির দখলে সম্পত্তি আছে তিনি উহা দেনদারকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন না। (অ ২১, রু ৪৬)।

যদি দেনদারের বেতন ক্রোক করা হয়, তাহা হইলে আদালত দেনদারের বেতনপ্রদানকারীর উপর এই মর্ম্মে আদেশ দিবেন যে তিনি আদালতের নির্দ্ধারিত টাকা দেনদারের বেতন হইতে কিস্তী কিস্তী করিয়া মাসে মাসে কাটিয়া রাখিবেন এবং আদালতে পাঠাইয়া দিবেন (অ ২১, রু ৪৮)। বেতন ক্রোকের দরখাস্তে তিনখানি হুকুমনামা (দুইখানি নকল, একখানি আসল) লিখিয়া দিতে হয়; নকল একখানি দেনদারের উপর জারী হইবে, অপর খানি বেতনপ্রদানকারীর উপর জারী হইবে; আসলখানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরত দিবে।

কোনও অংশিত্ব কারবারের সম্পত্তি ঐ কারবারের বা অংশীর বিরুদ্ধে ডিক্রী ভিন্ন অন্য কোনও ডিক্রীতে ক্রোক হইতে পারিবে না। যদি কোনও কারবারের একজন অংশীর বিরুদ্ধে কোনও ডিক্রী হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রীজারীতে ঐ অংশীর অংশ ডিক্রীর টাকার জন্য দায় আবদ্ধ বলিয়া প্রচার করিবেন এবং তাঁহার অংশের প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য রিসিভার নিযুক্ত করিতে পারেন। (অ ২১, রু ৪৯)।

যদি কোনও কারবারের সমস্ত অংশীর বিরুদ্ধে (অর্থাৎ সমস্ত কার-

বারটীর বিরুদ্ধে) ডিক্রী হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডিক্রীজারীতে ঐ কারবারের যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারা যায়, কিংবা ঐ কারবারের যে কোনও একজন অংশীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করিতে পারা যায়। (অ ২১, রু ৫০)।

কোনও নিগোশিয়েবল দলিল ক্রোক করিতে হইলে উহা ধৃত করিতে হইবে, আদালতে আনীত হইবে, এবং অন্যরূপ আজ্ঞা না হওয়া পর্যান্ত আটক রাখা হইবে। (অ ২১, রু ৫১)।

যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা যদি কোন আদালতের কিংবা সরকারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় থাকে তাহা হইলে ঐ আদালতের কিংবা কর্ম্মচারীর নামে এই নোটিস দেওয়া হইবে যে ঐ আদালত কিংবা কর্ম্মচারী অন্য কোন আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি আপন হস্তে রাখিবেন (অ ২১, রু ৫২)। যদি দেনদারের কোন ডিক্রী ক্রোক করা হয়, তাহা হইলে দেনদারের উপর এই মর্ম্মে নোটিস দেওয়া হইবে যে, তিনি কোন প্রকারে ঐ ডিক্রী হস্তান্তর করিতে, কিংবা তাহার উপর কোন দায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। যদি কোন টাকার ডিক্রী কিংবা কোন বন্ধকমূলক ডিক্রী ক্রোক করা হয়, তাহা হইলে আদালত ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার জন্য আদেশ দিবেন। (অ ২১, রু ৫৩)

দেনদারের কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে আদালত দেনদারকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে, কিংবা উহার উপর দায় সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিয়া ক্রোকী পরোয়ানা জারী করিবেন। এই দরখাস্তের সঙ্গে ক্রোকের তলবানা এবং তিনখানি (দুইখানি নকল, একখানি আসল) ক্রোকী পরোয়ানা দাখিল করিতে হয়। একখানি নকল পরোয়ানা ঢোল সহরত দ্বারা সম্পত্তির প্রকাশ্য স্থানে জারী করা

হয়, অপর নকল খানি আদালতগৃহের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হয় ; এবং আসলখানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরত দেয়। সম্পত্তি যদি রাজস্বদায়ী ভূমি হয় তাহা হইলে আর একটা নকল পরোয়ানা জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে লটকাইয়া দিতে হইবে। (অ ২১, রু ৫৪)।

দেওয়ানী আদালত হইতে কোনও এষ্টেট বা এষ্টেটের অংশ ক্রোক হইবার হুকুম হইলে, ঐ হুকুম, যে জেলায় ঐ এষ্টেট অবস্থিত ঐ জেলায় কালেক্টরকে জানাইতে হইবে : ক্রোক উঠাইয়া লওয়ার হুকুম হইলেও ঐরূপ জানাইতে হইবে।

ক্রোক উঠাইয়া লওয়া।

(ক) কোনও ডিক্রীর সমস্ত টাকা, এবং কোনও সম্পত্তি ক্রোক করিবার কালে যে সকল খরচা হয়, সেই সমুদয় টাকা আদালতে দেওয়া গেলে ; কিংবা (খ) অন্য কোন প্রকারে ডিক্রী পরিশোধ হইয়া গেলে ; কিংবা (গ) ডিক্রী রহিত হইয়া গেলে—

ঐ ক্রোক উঠাইয়া লওয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। যদি স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ঐরূপ ভাবে উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তির নিকট ঢোল সহরৎ দ্বারা ঐ ক্রোক উঠাইয়া লওয়ার কথা ঘোষণা করা হইবে, এবং ঐ ঘোষণাপত্রের এক এক কিতা নকল ঐ সম্পত্তির প্রকাশ্য স্থানে, আদালতগৃহের প্রকাশ্যস্থানে, এবং ঐ সম্পত্তি রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে, লটকাইয়া দেওয়া হইবে। (অ ২১, রু ৫৫)।

কোন ডিক্রীজারী ক্রমে কোনও সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, ডিক্রীদারের ত্রুটি হেতু আদালত যদি ডিক্রীজারীর সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করিতে

না পারেন, তাহা হইলে আদালত ডিক্রীজারীর দরখাস্ত ডিসমিস করিবেন, কিংবা ডিক্রীজারীর কার্য্য ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিবেন। ডিক্রীজারীর দরখাস্ত ডিসমিস হইলে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া হয় (অ ২১, রু ৫৭)।

মোজাহেম বা ক্লেম।

যদি দেনদার ভিন্ন অপর কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি ক্রোকে আপত্তি করিয়া দরখাস্ত করিতে পারেন। ঐ দরখাস্তের সঙ্গে নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে এবং নোটিস জারীর তলবানা দাখিল করিতে হইবে। আদালত ঐ নোটিস প্রতিপক্ষের উপর জারী করিবেন; এবং তদন্তের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিলাম স্থগিত রাখিবেন। (অ ২১, রু ৫৮)।

তদন্তের ফলে আদালত যদি দেখেন যে, তাহা দেনদারের সম্পত্তি নহে, তাহা হইলে আদালত উহা ক্রোকমুক্ত করিয়া দিবেন (অ ২১, রু ৬০)। আর যদি আদালত দেখেন যে ঐ সম্পত্তি দেনদারেরই সম্পত্তি, তাহা হইলে আদালত ঐ ক্লেম অগ্রাহ্য করিবেন (অ ২১, রু ৬১)। ক্লেমের মোকদ্দমায় শুধু দখল দেখিয়া বিচার হয়; আর যদি দখলের ভালরূপ প্রমাণ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে স্বত্ব সম্বন্ধে আদালত প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সম্পত্তি যদি বন্ধকগ্রস্ত বা দায়াবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে আদালত বন্ধকগ্রস্ত বা দায়াবদ্ধ ভাবেই ঐ সম্পত্তির ক্রোক নিলাম করাইবেন; (অ ২১, রু ৬২)।

উপরোক্ত মতে কাহারও কোনও ক্লেম অগ্রাহ্য হইলে, ঐ অগ্রাহ্যের হুকুমের বিরুদ্ধে কোনও আপীল চলে না; কিন্তু তিনি ঐ অগ্রাহ্যের

তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য নালিস করিতে পারিবেন। (অ ২১, রু ৬৩)।

কোনও বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে এবং বন্ধকী মোকদ্দমার ডিক্রীজারীতে ক্লেম দেওয়া চলে না।

নিলাম সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

ক্রোকের পর সম্পত্তির নিলাম বিক্রয়ের হুকুম হইবে, এবং আদালতের একজন কর্ম্মচারী প্রকাশ্য নিলামে উহা বিক্রয় করাইবেন। (অ ২১. রু ৬৪, ৬৫)।

ক্রোকের পর সম্পত্তির নিলামের হুকুমের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। ঐ দরখাস্ত সত্যপাঠযুক্ত থাকিবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া দিতে হইবে :—যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার বিবরণ, সম্পত্তি রাজস্বদায়ী হইলে উহার বার্ষিক রাজস্ব, কোনও বন্ধক বা দায় থাকিলে তাহা, এবং কত টাকার জন্য নিলাম হইতেছে। এই দরখাস্তের সঙ্গে "নিলামী ইস্তাহারের বিষয় নির্দ্ধারণ করার ধার্য্য দিনের নোটিস" লিখিয়া দিতে হয়; অর্থাৎ নিলামী ইস্তাহার কোন্ তারিখে কোথায় প্রস্তুত হইবে তাহা দেনদারকে অবগত করান এই নোটিসের উদ্দেশ্য। ঐ দরখাস্তে ঐ নোটিসজারীর তলবানা দিতে হয়। এই দরখাস্ত দাখিল হওয়ার পর আদালত দেনদারের উপর উক্ত নোটিসজারী করিবেন।

নোটিসজারী হইয়া আসিলে পর নিশানদারের এফিডেভিট করাইতে হইবে, তাহার পর নিলামী ইস্তাহার জারী করাইবার জন্য ইস্তাহার লিখিয়া দিতে হয়; এবং তাহার তলবানা দাখিল করিতে হয়।

নিলামী ইস্তাহারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিত থাকিবে :—(১)

কোন্ তারিখে এবং কোন্ স্থানে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে; (২) সম্পত্তির বর্ণনা; (৩) সম্পত্তি রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে তাহার বার্ষিক রাজস্ব; (৪) সম্পত্তিতে কোনও বন্ধক বা দায় থাকিলে তাহা; (৫) কত টাকার জন্য সম্পত্তি নিলাম হইতেছে; (৬) সম্পত্তির মূল্য এবং প্রকৃতি স্থির করিবার জন্য আরও যে সকল বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। (অ ২১, রুং ৬৬)।

অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করাইতে হইলে তিনখানি ইস্তাহার (একখানি আসল, দুইখানি নকল) লিখিয়া দিতে হয়; একখানি নকল ইস্তাহার আদালতের কোন প্রকাশ্য স্থানে জারী হয়; আর একখানি নকল যেস্থানে ঐ অস্থাবর মাল থাকে ঐ স্থানে নিলামের হুকুম ঢোলসহরতে সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া জারী হয়; আসল খানিতে রিপোর্ট লিখিয়া পেয়াদা আদালতে ফেরত দেয় এবং উহা নথির সামিল হইয়া থাকে।

স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করাইতে হইলে তিনখানি ইস্তাহার (দুইখানি নকল, একখানি আসল) লিখিয়া দিতে হয়। একখানি নকল ইস্তাহার সম্পত্তির উপর ঢোলসহরত দ্বারা জারী হইবে; আর একখানি নকল আদালতের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে; এবং আসলখানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরত দিবে। সম্পত্তি কালেক্টরীর কোনও তৌজিভুক্ত হইলে জেলার কালেক্টারের কাছারীতে আর একখানি নকল ইস্তাহার লটকান হইবে। আদালত ইচ্ছা করিলে গেজেট কিংবা স্থানীয় সংবাদপত্রে ঐ ইস্তাহার মুদ্রিত করাইতে পারেন, এবং উহার খরচ নিলামের খরচার মধ্যে গণ্য হইবে। ঐ সম্পত্তি কোনও এষ্টেট বা এষ্টেটের অংশ হইলে এবং উহার রাজস্ব ৫০০৲ টাকার অধিক হইলে গেজেটে নিলামী ইস্তাহার ছাপান হইবে, এবং তাহার ছাপা খরচ দিতে হইবে।

যদি ঐ সম্পত্তি পৃথক্ পৃথক্ লাটে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক লাটের নিমিত্ত পৃথক্ ইস্তাহার দিবার প্রয়োজন হয় না। (অ ২১, রু ৬৭)।

বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে কোনও জোত নিলাম করাইতে হইলে পাঁচখানি ইস্তাহার (৪ খানি নকল, একখানি আসল) লিখিয়া দিতে হয়; একখানি নকল ইস্তাহার ঢোল সহরত দ্বারা জোতের উপর জারী হয়, আর একখানি আদালতের প্রকাশ্য স্থানে, আর একখানি থানায় এবং আর একখানি জমীদারের কাছারী গৃহে লটকাইয়া দেওয়া হয়। আসল খানিতে রিপোর্ট লিখিয়া পেয়াদা আদালতে ফেরত দেয়।

২০৲ টাকার অনধিক মূল্যের কোনও অস্থাবর মাল নিলাম করাইতে হইলে নিলামী ইস্তাহারের প্রয়োজন হয় না, এবং তজ্জন্য কোনও খরচা দাখিল করিতে হয় না। উহা পেয়াদা মফঃস্বলেই নিলাম করিতে পারে।

নিলামী ইস্তাহার জারীর অন্ততঃ ৩০ দিন পরে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবে; এবং অন্ততঃ ১৫ দিন পরে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। তাহার পূর্ব্বে বিক্রয় করাইতে হইলে দেনদারের লিখিত সম্মতি থাকা চাই। (অ ২১, রু ৬৮)।

নিলামের জন্য দিন ধার্য্য হইলেও আদালত উপযুক্ত কারণবশতঃ নিলাম মুলতবী রাখিতে পারেন, কিন্তু যদি সাত দিনের বেশী মুলতবী রাখেন তাহা হইলে পুনরায় ইস্তাহার জারী করাইতে হইবে।

সম্পত্তি বিক্রয়ের দিন বিক্রয়ের পূর্ব্বক্ষণেই যদি কেহ ডিক্রীমূলে প্রাপ্য সমস্ত টাকা এবং নিলামের খরচা পরিশোধ করিয়া নিলামকার্য্য-কারকের হাতে দেন, তাহা হইলে নিলাম তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা হইবে। (অ ২১, রু ৬৯)।

ডিক্রীদার নিলামে ডাকিতে ইচ্ছা করিলে আদালতের অনুমতির

জন্য দরখাস্ত করিবেন। [ঐ দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে দত্ত হইয়াছে]। ডিক্রীদার যদি আদালতের অনুমতি লইয়া নিলামে দেনদারের সম্পত্তি খরিদ করেন, তাহা হইলে নিলাম বিক্রয়ের টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা ওয়েবাদ দেওয়া যাইবে। বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি নিলাম হইলে ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি ব্যতীত ডাকিতে পারেন, সেস্থলে অনুমতির জন্য দরখাস্ত করিতে হয় না।

ডিক্রীদার যদি আদালতের অনুমতি না লইয়া স্বয়ং বা অপরের বেনামীতে খরিদ করেন, তাহা হইলে দেনদার দরখাস্ত করিলেই আদালত ঐ নিলাম রদ করিয়া সম্পত্তি পুনরায় নিলামে চড়াইবেন, এবং ঐ দ্বিতীয়বারে প্রথমবারের অপেক্ষা কম টাকার ডাক হইলে যত টাকা কম হয় সেই টাকা ও পুনর্ব্বিক্রয়ের খরচ (মায় দেনদারের দরখাস্তের খরচ) ডিক্রীদারের নিকট হইতে আদায় হইবে। (অ ২১, রু ৭২)।

নিলামের কার্য্যকারী কোনও কর্ম্মচারী স্বয়ং বা অপরের বেনামীতে নিলামে ডাকিতে পারিবেন না। (অ ২১, রু ৭৩)।

অস্থাবর সম্পত্তির নিলাম।

২০৲ টাকার অনধিক মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তির নিলামে কোনও নিলামী ইস্তাহার আবশ্যক হয় না, পেয়াদা মফঃস্বলেই উহা নিলাম করিতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্য নিলাম করাইতে হইলে, যদি উহা দণ্ডায়মান শস্য হয়, তাহা হইলে যে জমিতে উহা উৎপন্ন হইয়াছে সেই জমীতে গিয়া নিলাম হইবে; আর যদি উহা কাটিয়া গাদা বা গুদামজাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্থানে উহা থাকে সেই স্থানে গিয়া নিলাম হইবে। যদি নিলামের দিনে উচিত মূল্যের ডাক না হয়, তাহা হইলে ঐ

শস্যের মালিক পরবর্ত্তী দিনে বা পরবর্ত্তী হাটের দিনে পুনরায় নিলাম করাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে নিলাম ঐ দিনে মুলতবী থাকিবে, এবং পরবর্ত্তী দিন বা পরবর্ত্তী হাটের দিন নিলামের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং ঐ দিন উহা নিশ্চয়ই নিলাম হইবে। (অ ২১, রু ৭৪)।

দণ্ডায়মান শস্য সম্বন্ধে আরও নিয়ম এই যে যদি উহা এরূপ পক্ক হয় যে উহা শীঘ্রই কাটিবার উপযুক্ত হইবে, তাহা হইলে যাহাতে নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে শস্য কাটিয়া কোনও স্থানে জড় করা যাইতে পারে এরূপ দিন নিলামী ইস্তাহারে নির্দ্ধারিত হইবে, এবং শস্য ঐরূপে কাটিয়া জড় করা হইলে তবে নিলাম বিক্রয় হইবে। (অ ২১, রু ৭৫)।

অস্থাবর সম্পত্তির নিলামে যিনি সর্ব্বোচ্চ ডাক ডাকিবেন তিনি তৎক্ষণাৎ উহার সমস্ত মূল্য দিতে বাধ্য হইবেন এবং মূল্য দিলেই বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া গেল। কিন্তু যদি খরিদদার তৎক্ষণাৎ মূল্য দিতে না পারেন, তাহা হইলে সম্পত্তি পুনরায় নিলামে চড়ান হইবে, এবং প্রথম বিক্রয়ের অপেক্ষা দ্বিতীয় বিক্রয়ে কম মূল্যের ডাক হইলে, যত টাকা কম হইবে তাহা, এবং পুনর্ব্বিক্রয়ের সমস্ত খরচ তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইবে। (অ ২১, রু ৭৬, ৭৭)।

কোনও অস্থাবর সম্পত্তির নিলামী ইস্তাহারজারীতে কিংবা নিলাম-কার্য্য সম্পাদনে কোনও অনিয়ম ঘটিলে তজ্জন্য নিলাম রদ হইবে না; তবে উহার জন্য কাহারও কোনও ক্ষতি হইলে তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য নালিস করিতে পারিবেন। (অ ২১, রু ৭৮)।

স্থাবর সম্পত্তির নিলাম।

ছোট আদালত ভিন্ন আর সকল আদালতই ডিক্রীজারীতে স্থাবর সম্পত্তি নিলামের আদেশ দিতে পারেন। (অ ২১, রু ৮২)

কোনও স্থাবর সম্পত্তির নিলামের হুকুম হওয়ার পর, যদি দেনদার এই বলিয়া আদালতে দরখাস্ত করেন যে তিনি ঐ সম্পত্তি বন্ধক বা পত্তনি দিয়া বা আপোসে বিক্রয় করিয়া ডিক্রীর টাকা তুলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন তাহা হইলে আদালত সম্পত্তির নিলাম স্থগিত রাখিবেন এবং দেনদারকে এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিবেন যে তিনি ঐ ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক বা পত্তনি দিতে পারিবেন। তদনুসারে যদি দেনদার ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করেন বা বন্ধক বা পত্তনি দেন, তাহা হইলে খরিদদার বা বন্ধকগ্রহীতা বা পত্তনিদার দেনদারকে টাকা না দিয়া একেবারে আদালতে টাকা জমা দিবেন। (অ ২১, রু ৮৩)।

যদি সম্পত্তির বন্ধকমূলক ডিক্রীজারীতে নিলাম হইবার আদেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়মগুলি খাটিবে না, এবং দেনদার উহা আপোসে বিক্রয় করিতে বা বন্ধক বা পত্তনি দিতে পারিবেন না (অ ২১, রু ৮৩)। খাজনা বাকীর জন্য জোত নিলামেও উপরোক্ত নিয়ম খাটিবে না।

স্থাবর সম্পত্তির নিলাম হইলে, খরিদদার তৎক্ষণাৎ ডাকের এক চতুর্থাংশ টাকা বায়নাস্বরূপ দাখিল করিবেন; দাখিল না করিলে সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিলামে চড়ান হইবে এবং দ্বিতীয় বিক্রয়ে প্রথম বিক্রয়ের অপেক্ষা কম টাকার ডাক হইলে ঐ কমি টাকা তাঁহার নিকট হইতে আদায় হইবে। ডিক্রীদার নিজে খরিদদার হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। (অ ২১, রু ৮৪)।

ডাকের অবশিষ্ট (অর্থাৎ ¾ অংশ) টাকা খরিদদার নিলামের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে দিতে বাধ্য হইবেন। যদি তিনি ঐ টাকা ১৫ দিনের মধ্যে দিতে না পারেন, তাহা হইলে বায়নার টাকা জব্দ হইবে, সম্পত্তির পুনরায় বিক্রয়ের জন্য নূতন করিয়া নিলামী ইস্তাহার

হইবে, ঐ সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় হইবে এবং দ্বিতীয় বিক্রয়ে প্রথম বিক্রয়ের অপেক্ষা কম টাকার ডাক হইলে ঐ কমি টাকা তাঁহার নিকট হইতে আদায় হইবে। (অ ১১, রু ৮৬, ৮৭, ৭১)। যদি তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ¾ অংশ টাকা দাখিল করিতে না পারার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি যে এক চতুর্থাংশ টাকা দাখিল করিয়াছেন তাহা ফেরত পাইতে পারেন।

সেল ফী।

নিলাম হইবার পর যিনি প্রাপ্য টাকা পাইবার জন্য (যথা, ডিক্রীদার তাঁহার ডিক্রীমূলে প্রাপ্য টাকার জন্য, বা দেনদার তাঁহার পণফাজিলী টাকার জন্য) সর্ব্বপ্রথমে দরখাস্ত করিবেন, তিনি সেল ফী দিতে বাধ্য হইবেন। কিরূপ হারে সেলফী লাগে তাহা পরে "আদালতের নানাবিধ খরচা" শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। সেলফী কোর্টফী দ্বারা দাখিল করিতে হয়। যদি কোনও নিলাম রহিত হইয়া যায় তাহা হইলে খরিদদারকে তাঁহার প্রদত্ত টাকা ফেরৎ পাইবার দরখাস্তে কোন সেল ফী দিতে হইবে না; এবং যদি কেহ পূর্ব্বে সেল ফী দাখিল করিয়া থাকেন তবে তাহা তিনি ফেরত পাইবেন।

যদি ডিক্রীদার স্বয়ং খরিদদার হন, তাহা হইলে তিনি নিলামের পরেই সেলফী দাখিল করিবেন এবং সেই সময়ে ওয়োবাদের দরখাস্ত করিবেন।

নিলাম রদের দরখাস্ত।

ডিক্রীজারীতে কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে পর, সম্পত্তির মালিক কিংবা সম্পত্তিতে যাহার কোনও মালিকী দখল আছে এরূপ ব্যক্তি নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে নিম্নলিখিত

টাকাগুলি জমা দিয়া নিলাম রদ করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন—(ক) বিক্রয়ের টাকার শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে (খরিদদারকে দিবার জন্য), এবং (খ) যে টাকার জন্য সম্পত্তি নিলাম হইয়াছে তাহা, (ডিক্রী-দারকে দিবার জন্য)। উল্লিখিত ৩০ দিনের মধ্যে টাকাগুলি জমা দিতে হইবে, নচেৎ দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। (অ ২১, রু ৮৯)। এই টাকা চালান দ্বারা আদালতে দাখিল করিতে হয়।

যিনি পরবর্ত্তী রুল (রুল ৯০) অনুসারে নিলাম রদের দরখাস্ত করিবেন, তিনি সেই দরখাস্ত উঠাইয়া না লইলে রুল ৮৯ অনুসারে নিলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

ডিক্রীজারীতে কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে, ডিক্রীদার কিংবা যাহার কোনও স্বার্থহানি হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি নিলাম রদের জন্য এই বলিয়া দরখাস্ত করিতে পারেন যে নিলামী ইস্তাহারজারীতে কিংবা নিলামের কার্য্যসম্পাদনে গুরুতর অনিয়ম বা প্রতারণা ছিল, এবং তজ্জন্য তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে (অ ২১, রু ৯০)। তদনুসারে আদালত নিলাম রদ করিয়া দিলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে।

ডিক্রীজারীতে কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে পর নিলাম খরিদদার এই হেতুতে নিলাম রদের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন যে ঐ সম্পত্তিতে দেনদারের কোনও বিক্রয়যোগ্য স্বার্থ ছিল না। (অ ২১, রু ৯১)

[উপরোক্ত দরখাস্তগুলির মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে। ঐ দরখাস্তগুলি নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে করিতে হয়। তামাদি আইন, ১৬৬ দফা।]

যদি উপরোক্ত ৮৯, ৯০ বা ৯১ রুল মতে কোনও দরখাস্ত হয়, এবং আদালত উহা গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সকল পক্ষগণের উপর রীতিমত

নোটিস দিয়া আদালত নিলাম রদ করিয়া দিবেন, এবং নিলাম রদ হইলেই খরিদদার তাঁহার প্রদত্ত টাকা ফেরত পাইতে স্বত্ববান হইবেন। (অ ২১, রু ৯২, ৯৩)।

বয়নামা ও দখল।

যদি নিলাম রদের কোনও দরখাস্ত না হয়, কিংবা দরখাস্ত হইলেও আদালত তাহা অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আদালত সকল পক্ষগণের উপর নোটিস দিয়া নিলাম বাহাল অর্থাৎ চূড়ান্ত সাব্যস্ত করিবার আদেশ দিবেন (অ ২১, রু ৯২)। ঐরূপ আদেশের পর খরিদদার বয়নামা প্রাপ্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিবেন [ঐ দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে]। এই দরখাস্তে কোনও কোর্টফী লাগে না, কিন্তু যে মূল্যে সম্পত্তি খরিদ করা হইয়াছে তাহার কোবালায় যে ষ্ট্যাম্প লাগে সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজ আদালতে দাখিল করিতে হয়। ঐ দরখাস্ত অনুসারে আদালত বয়নামা দিবেন; যে তারিখে নিলাম বাহাল হয়, বয়নামায় সেই তারিখ দেওয়া থাকিবে। (অ ২১, রু ৯৪)

যদিও নিলাম বাহাল হইলে পর তবে খরিদদার বয়নামা প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু যে তারিখে সম্পত্তি প্রকৃত পক্ষে নিলাম হয়, সেই তারিখ হইতেই খরিদদার মালিক বলিয়া গণ্য হয়। (৫৫ ধারা)।

ঐরূপ বয়নামা প্রাপ্ত হইয়া খরিদদার দখল পাইবার জন্য দরখাস্ত করিবেন, এবং আদালত তাঁহাকে ঐ সম্পত্তিতে দখল দিবেন; যদি কেহ ঐ সম্পত্তি দখল করিয়া বসিয়া থাকে এবং দখল ছাড়িতে না চায়, তাহা হইলে আদালত তাহাকে দূরীভূত করিয়া খরিদদারকে দখল দিবেন। (অ ২১, রু ৯৫)

যদি ঐ সম্পত্তি প্রজাগণের দখলে থাকে তাহা হইলে বয়নামার একখানি নকল সম্পত্তির কোনও প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে, এবং

প্রজাগণকে ঢোল সহরত দ্বারা জানান হইবে যে এখন হইতে খরিদদারই দেনদারের সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। (অ ২১, রু ৯৫)

[সম্পত্তির দখল পাইবার দরখাস্ত নিলাম চূড়ান্ত হইবার তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। তামাদি আইন, ১৮০ দফা]

দখলে বাধা ও বেদখল।

কোনও স্থাবর সম্পত্তির খাসদখল পাইবার ডিক্রীদার যদি খাস দখল পাইতে বাধা প্রাপ্ত হন, কিংবা স্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইলে নিলাম খরিদদার যদি দখল পাইতে বাধাপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত করিবেন। দরখাস্তকারী এই দরখাস্তের সঙ্গে অপর পক্ষের উপর জারী করাইবার নোটিস লিখিয়া দিবেন, এবং নোটিস জারীর তলবানা দরখাস্তে মারিয়া দিবেন। আদালত তদনুসারে তদন্তের জন্য একটী দিন নির্দ্ধারিত করিবেন, এবং ঐ দিনে উপস্থিত হইবার জন্য বাধাপ্রদানকারীর উপর ঐ নোটিস জারী করিবেন। (অ ২১, রু ৯৭)।

যদি আদালত দেখেন যে বিনা কারণে বাধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রীদারকে বা খরিদদারকে দখল দিবার হুকুম দিবেন, এবং তখনও যদি তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আদালত বাধাপ্রদানকারীকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিবার আদেশ দিবেন। (অ ২১, রু ৯৮)। আর যদি আদালত দেখেন যে বাধা দিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে উপরোক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। (অ ২১, রু ৯৯)।

খাস দখলের ডিক্রীজারীতে ডিক্রীদার স্থাবর সম্পত্তি দখল লওয়ার

জন্য, কিংবা কোনও স্থাবর সম্পত্তির নিলামখরিদদার সম্পত্তির দখল লওয়ার জন্য, যদি দেনদার ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি হইতে বেদখল হন, তাহা হইলে তিনি বেদখলের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিতে পারেন; ঐ দরখাস্তের সঙ্গে অপর পক্ষের উপর জারীর জন্য নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে, এবং নোটিস জারীর তলবানা দরখাস্তে মারিয়া দিতে হইবে। আদালত তদনুসারে একটী দিন স্থির করিয়া ঐ দিনে উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিপক্ষের উপর উক্ত নোটিস জারী করাইবেন। যদি আদালত বিচার করিয়া দেখেন যে ঐ সম্পত্তি দরখাস্তকারীর নিজের সম্পত্তি, তাহা হইলে আদালত দরখাস্তকারীকে দখল সমর্পণ করিবেন। (অ ২১, রু ১০১)।

[উপরোক্ত দরখাস্তগুলির মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে।]

এই সকল মোকদ্দমায় স্বত্ব সম্বন্ধে কোনও বিচার হয় না, শুধু দখলের প্রমাণ লইয়াই আদালত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত ৯৮, ৯৯ বা ১০১ রুল অনুসারে যাঁহার বিরুদ্ধে কোনও হুকুম হইয়াছে, তিনি ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে কোনও আপীল করিতে পারেন না বটে, কিন্তু ঐ হুকুমের তারিখ হইতে ১ বৎসরের মধ্যে ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য নালিস করিতে পারেন। (অ ২১, রু ১০৩)।

বাদী বা বিবাদীর মৃত্যু।

মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে যদি বাদীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার উকীল ঐ বিষয় দরখাস্ত (বিনা কোর্টফী) দ্বারা আদালতকে জানাইবেন। তাহার পর বাদীর মৃত্যুর তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ কায়েম মোকাম হইবার জন্য দরখাস্ত

করিবেন ; এবং ঐরূপ দরখাস্ত করিলে আদালত তাঁহাদের নাম পক্ষভূক্ত করিয়া মোকদ্দমা চালাইবেন। যদি ৩ মাসের মধ্যে আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ কায়েম মোকামের দরখাস্ত না করেন, তাহা হইলে মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইবে, এবং বিবাদী দরখাস্ত করিয়া তাঁহার সমস্ত খরচা বাদীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে আদায় করিবার জন্য আদালতের আদেশ পাইবেন। (অ ২২, রু ৩)।

মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে বিবাদীর মৃত্যু হইলে বাদী মৃত বিবাদীর স্থলাভিষিক্তগণকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবেন; এই দরখাস্তে সত্যপাঠ করিতে হয়। তাহার পর ঐ স্থলাভিষিক্তগণের উপর সমনজারী করাইতে হয়। এই দরখাস্ত বিবাদীর মৃত্যুর পর তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবে। তিন মাস অতীত হইয়া গেলে বিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যায়। (অ ২২, রু ৪)।

যদি অনেকগুলি বিবাদীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বাদী মৃত বিবাদীর স্থলাভিষিক্তগণকে পক্ষভুক্ত না করিয়া কেবলমাত্র অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা চালাইতে পারেন।

যদি মোকদ্দমার শুনানি শেষ হইবার পরে এবং রায় প্রকাশের পূর্ব্বে কোনও পক্ষের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে না। সেস্থলে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তগণ কায়েমমোকাম না হইলেও আদালত রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন। কিন্তু ডিক্রীজারীর সময়ে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসকে পক্ষভূক্ত করিতে হইবে। (অ ২২, রু ৬)।

যদি মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে বাদী ইনসলভেণ্ট হইয়া যান এবং তাঁহার এষ্টেটের রিসিভার যদি মোকদ্দমা চালাইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইবে, এবং বিবাদী দরখাস্ত করিয়া বাদীর সম্পত্তি হইতে তাঁহার নিজের খরচা আদায় করিতে পারিবেন। (অ ২২, রু ৮)।

উপরোক্ত কোনও প্রকারে যদি মোকদ্দমা খারিজ হয়, তাহা হইলে আর নূতন মোকদ্দমা রুজু করা চলিবে না। তবে আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া খারিজের আজ্ঞা রহিত করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। (অ ২২, রু ৯)।

কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির প্রদত্ত ওকালতনামা রহিত হইয়া যায়; তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উকীলকে নূতন করিয়া ওকালতনামা দিবেন।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া।

কোনও মোকদ্দমা রুজু করিবার পর বাদী ইচ্ছা করিলে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন, এবং যদি আদালত দেখেন যে নূতন করিয়া মোকদ্দমা রুজু করিবার বাদীর যথেষ্ট কারণ আছে তাহা হইলে আদালত বাদীকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া নূতন মোকদ্দমা আনিবার জন্য অনুমতি দিতে পারেন।

বাদী যদি নূতন করিয়া মোকদ্দমা আনিবার অনুমতি না লইয়া কোনও মোকদ্দমা উঠাইয়া লন, তাহা হইলে তিনি আর নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

যদি অনেকগুলি বাদী থাকে, তাহা হইলে অপর সকলের সম্মতি ব্যতীত আদালত কোনও একজন বাদীকে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবেন না। (অ ২৩, রু ১)।

বাদী যদি আদালতের অনুমতি লইয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় মোকদ্দমা আনিতে পারিবেন বটে, কিন্তু যদি তখন তামাদির মিয়াদ অতীত হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি আর মোকদ্দমা আনিতে পারিবেন না। (অ ২৩, রু ২)।

মোকদ্দমা আপোস।

বাদী ও বিবাদী যে কোনও সময়ে মোকদ্দমা আপোসে মিটাইয়া লইতে পারেন। এইরূপে মিটাইয়া লইলে তাঁহারা আপোসের মর্ম্মানুযায়ী ডিক্রীর জন্য উভয়ে একযোগে একখানি দরখাস্ত করিবেন। আদালত তদনুসারে ডিক্রী দিবেন। (অ ২৩, রু ৩)। ঐ দরখাস্তে আপোসের সর্ত্তগুলি লিখিত থাকিবে। [উহার একটী মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইল।]

কোনও পক্ষ নাবালক থাকিলে আপোসের দরখাস্তের সঙ্গে ঐ নাবালকের অভিভাবক নাবালকের পক্ষে সোলে করিবার অনুমতির প্রার্থনা করিয়া আদালতে দরখাস্ত করিবেন। [এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইল।]

আদালতে টাকা প্রদান।

কোনও টাকার মোকদ্দমায় বা ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় বিবাদী যে কোনও সময়ে আদালতে বাদীর দাবীকৃত টাকা আমানত করিতে পারেন। (অ ২৪, রু ১)।

টাকা আমানত দিয়া বিবাদী আদালতের দ্বারা বাদীর উপর একটী নোটিস দিবেন; এবং নোটিস পাইয়া বাদী দরখাস্ত করিলে তাঁহাকে ঐ টাকা দেওয়া হইবে। (অ ২৪, রু ২)। নোটিস পাওয়ার পরবর্ত্তী সময়ের জন্য বাদী কোনও সুদের দাবী করিতে পারিবেন না। (অ ২৪, রু ৩)।

ঐ টাকা পাইয়া বাদী যদি বিবেচনা করেন যে তাঁহার দাবীকৃত সমস্ত টাকা পরিশোধ হইল না, তাহা হইলে তিনি বাকী টাকার জন্য

মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন; কিন্তু ঐ মোকদ্দমায় যদি আদালত নিষ্পত্তি করেন যে বিবাদী যে টাকা দিয়াছেন তাহাতে বাদীর সমস্ত দাবী শোধ হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমায় বিবাদীর খরচা দিতে বাদী বাধ্য হইবেন।

আর যদি বাদী টাকা পাইয়া বিবেচনা করেন যে তাঁহার সমস্ত দাবীকৃত টাকা শোধ হইয়া গেল, তাহা হইলে তিনি সেই কথা আদালতে জানাইবেন, এবং আদালত তদনুসারে রায়প্রকাশ করিবেন; আর ঐ মোকদ্দমার জন্য যে পক্ষ অধিক দোষী তিনি মোকদ্দমার খরচা দিবেন। (অ ২৪, রু ৪)।

কমিশন।

আদালত নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন:—(ক) কোনও ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার জন্য: (খ) সরেজমীন তদন্ত করিবার জন্য; (গ) কোনও হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য; (ঘ) কোনও সম্পত্তি বিভাগ করিবার জন্য। (৭৫ ধারা)।

(ক) সাক্ষীর জোবানবন্দী লইবার কমিশন।

যে ব্যক্তি আদালতে হাজির হইতে বাধ্য নহেন (যথা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক) কিংবা যিনি পীড়া বা অক্ষমতা হেতু আদালতে আসিতে অসমর্থ, তাঁহার জোবানবন্দী গ্রহণের জন্য আদালত কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন। (অ ২৬, রু ১)।

কমিশনের জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে হইবে, এবং দরখাস্তের পোষকতায় একটী এফিডেভিটও করিতে হয়। (অ ২৬, রু ২)।

কমিশনার সাক্ষীর জোবানবন্দী গ্রহণ করিয়া আদালতে দাখিল করিবেন এবং উহা মোকদ্দমার নথিভুক্ত হইবে। (অ ২৬, রু ৭)।

(খ) সরেজমীন তদন্তের জন্য কমিশন।

মোকদ্দমার কোনও বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসার জন্য, বা কোনও সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য, বা কোনও ওয়াশীলাতের টাকা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আদালত কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন। (অ ২৬, রু ৯)। ইস্যু ধার্য্যের পরই এই কমিশনের জন্য দরখাস্ত করিতে হয়।

কমিশনার সরেজমীন তদন্ত করিয়া যাহা যাহা প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন তাহা সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে তাঁহার রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে দাখিল করিবেন। ঐ প্রমাণ এবং রিপোর্ট মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ নথিভুক্ত হইয়া থাকিবে। আদালত ইচ্ছা করিলে রিপোর্ট সম্বন্ধে, বা কমিশনার যে প্রমাণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে বা কি প্রকারে তিনি তদন্ত করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কমিশনারকে প্রকাশ্য আদালতে প্রশ্ন করিতে পারেন। আদালত কমিশনারের কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইলে আরও তদন্ত করিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন। (অ ২৬, রু ১০)।

(গ) হিসাব পরীক্ষার জন্য কমিশন।

হিসাব নিকাশের মোকদ্দমায় আদালত প্রাথমিক ডিক্রীর পর হিসাব পরীক্ষার জন্য কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন। (অ ২৬, রু ১১)। কমিশনার তদন্ত করিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্যগুলির রিপোর্ট, এবং তাঁহার নিজের মন্তব্য লিখিয়া আদালতে দাখিল করিবেন। ঐ রিপোর্ট

এবং কমিশনারের আনুষ্ঠানিক কার্য্যগুলি মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ নথিভুক্ত হইবে। আদালত যদি কমিশনারের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আরও তদন্তের হুকুম দিতে পারেন। (অ ২৬, রু ১২)।

(ঘ) পার্টিসন করিবার জন্য কমিশন।

কোনও সম্পত্তি বিভাগের মোকদ্দমায় প্রাথমিক ডিক্রী প্রচার হইবার পর আদালত ঐ ডিক্রী অনুসারে সম্পত্তির বিভাগ করিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন। (অ ২৮, রু ১৩)।

কমিশনার উপযুক্ত তদন্ত করিয়া সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন, এবং কাহাকে কতখানি সম্পত্তি দেওয়া হইবে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ এবং চৌহদ্দী লিখিয়া একখানি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া আদালতে দাখিল করিবেন। আদালত তখন পক্ষগণের আপত্তি শুনিয়া ঐ রিপোর্ট বাহাল বা সংশোধন বা রহিত করিবেন। আদালত যদি ঐ রিপোর্ট বাহাল রাখেন বা সংশোধন করেন, তাহা হইলে তদনুসারে ডিক্রী দিবেন; আর যদি ঐ রিপোর্ট রহিত করেন, তাহা হইলে পুনরায় কমিশনার নিযুক্ত করিবেন বা অন্য কোনও আদেশ দিবেন। (অ ২৬, রু ১৪)

কমিশন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

কোনও পক্ষ কমিশনার নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করিলে এবং ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে পর ঐ পক্ষ কমিশনারের ফী এবং রাহাখরচের বা বারবরদারীর টাকা আদালতে নাজিরের নিকট দাখিল করিবেন। (অ ২৬, রু ১৫)।

কোনও কমিশনার নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন—(১) তিনি পক্ষগণের বা তাঁহাদের কোনও সাক্ষীর জোবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং আর যে ব্যক্তির জোবানবন্দী আবশ্যক বিবেচনা করিবেন

তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন; (২) তিনি কোনও প্রয়োজনীয় দলিল উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং ঐ দলিল পরীক্ষা করিতে পারিবেন; (৩) কমিশনারের নিয়োগপত্রে লিখিত কোনও বাটীতে বা জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন। (অ ২৬, রু ১৬)

কমিশনার ঠিক দেওয়ানী আদালতের বিচারকের ন্যায় গণ্য হইবেন; এবং আদালত যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিবার জন্য এবং দলিল উপস্থিত করিবার জন্য সমন জারী করিতে পারেন, এবং সাক্ষী তদনুসারে কার্য্য না করিলে তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন, কমিশনারও সেইরূপ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন। (অ ২৬, রু ১৭)

কমিশনার যখন তাঁহার কার্য্য করিবেন সেই সময়ে উভয় পক্ষ বা তাঁহাদের উকীল থাকিবেন; যদি তাঁহারা উপস্থিত না হন, তাহা হইলেও কমিশনার তাঁহার কার্য্য করিতে পারিবেন। (অ ২৬, রু ১৮)

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোনও মোকদ্দমা রুজু হইলে তাহা সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নামে রুজু করিতে হয়। (৭৯ ধারা)

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা করিতে হইলে মোকদ্দমা রুজু করিবার অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট বা জেলার কালেক্টারের নিকট একটী নোটীস পাঠাইতে হইবে; ঐ নোটীসে নালিসের কারণ, বাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান, এবং বাদী কি প্রতীকারের দাবী করিতেছেন তাহা লিখিতে হইবে। এবং পরে মোকদ্দমা রুজু করিবার সময়ে আরজীতে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে যে দুই মাস পূর্ব্বে ঐ নোটীস দেওয়া হইয়াছে। কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর

বিরুদ্ধে সরকারী কার্য্য সম্বন্ধে নালিস করিতে হইলে তাঁহাকেও ঐরূপ নোটীস দিতে হইবে, এবং আরজীতে তাহা লিখিতে হইবে। (৮০ ধারা)

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হইলে, গবর্ণমেণ্ট যাঁহাকে আরজী বা বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর ও সত্যপাঠ করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন তিনিই ঐ আরজীতে বা বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর ও সত্যপাঠ করিবেন। (অ ২৭, রু ১)

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা হইলে গবর্ণমেণ্ট-প্লীডারের উপর মোকদ্দমার সমন ও অন্যান্য পরোয়ানা জারী করিলে চলিবে। (অ ২৭, রু ৪)

কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইলে তাঁহাকে অগ্রিম দস্তকে ধৃত করা যাইবে না, বা তাঁহার সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোক করা যাইবে না; এবং আদালত যদি বিবেচনা করেন যে, তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইলে সরকারী কার্য্যের ক্ষতি হইবে, তাহা হইলে তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে না। (৮১ ধারা)

গবর্ণমেণ্টের বা সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোনও ডিক্রী হইলে কোন্ তারিখের মধ্যে ঐ ডিক্রী শোধ হইবে তাহা ডিক্রীতে লেখা থাকিবে; যদি ঐ তারিখের মধ্যে শোধ না হয়, তাহা হইলে আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ডিক্রীর অপরিশোধের রিপোর্ট পাঠাইবেন; এবং তাহার পরও তিন মাসের মধ্যে যদি ডিক্রী পরিশোধ না হয়, তাহা হইলে ডিক্রীদার উহা জারীতে দিতে পারিবেন। (৮২ ধারা)

কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

কোনও কোম্পানী কর্ত্তৃক বা কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হইলে উহার সেক্রেটারী বা ডিরেক্টর বা অন্য প্রধান কর্ম্মচারী (যিনি

মোকদ্দমার সমস্ত ঘটনা জানেন) প্লীডিংএ স্বাক্ষর ও সত্যপাঠ করিতে পারিবেন। (অ ২৯, রু ১)

কোনও কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইলে বিবাদীর নামীয় সমন-খানি কোম্পানীর সেক্রেটারী বা কোনও ডিরেক্টর বা কোনও প্রধান কর্ম্মচারীর উপর জারী করিলে চলিবে, কিংবা কোম্পানীর আফিসে বা কারবার স্থানে লটকাইয়া দিলে বা রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইয়া দিলে চলিবে। (অ ২৯, রু ২)। যে ভাবে সমনজারী হইবে, নিশানদারের এফিডেভিটে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। অর্থাৎ এফিডেভিটে উল্লেখ করিতে হইবে যে—(১) ঐ সমন কোম্পানীর রেজেষ্টারী কৃত আফিসে বা (রেজেষ্টারী কৃত আফিস না থাকিলে) কারবার স্থানে রাখিয়া আসা হইয়াছে, অথবা (২) ডিরেক্টর, সেক্রেটারী বা অন্য কোনও প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট দেওয়া হইয়াছে।

এরূপ মোকদ্দমায় আদালত কোম্পানীর সেক্রেটারী বা ডিরেক্টর বা যিনি মোকদ্দমার সমস্ত ঘটনা জানেন এরূপ কোনও প্রধান কর্ম্মচারীকে আদালতে হাজির হইতে আদেশ করিতে পারিবেন। (অ ২৯, রু ৩)

নাবালক বাদী বা বিবাদী।

কোনও মোকদ্দমায় বাদী নাবালক হইলে, তাঁহার আসন্নবন্ধু নাবালকের নামে ঐ মোকদ্দমা রুজু করিবেন। (অ ৩২, রু ১)

যদি নাবালক বাদী আসন্নবন্ধু ব্যতীত মোকদ্দমা রুজু করায়, তাহা হইলে বিবাদী মোকদ্দমা ডিসমিসের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং বিবাদীর যে খরচা হইয়াছে, আদালত সেই খরচা সমেত বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিবেন। (অ ৩২, রু ২)

কোনও মোকদ্দমায় বিবাদী যদি নাবালক হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করিতে হয়। সাধারণতঃ বাদীই আরজীর সহিত অভিভাবক নিয়োগের দরখাস্ত করিয়া থাকেন; ঐ দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিতে হইবে। [ঐ দরখাস্ত ও এফিডেভিটের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে]; এবং নাবালক ও অভিভাবকের উপর জারীর জন্য নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে এবং নোটিস জারীর তলবানা দাখিল করিতে হইবে। (অ ৩২, রু ৩)

যে ব্যক্তি আসন্নবন্ধু কিংবা অভিভাবকরূপে কার্য্য করিবেন তিনি সাবালক ও সুস্থমনা হওয়া আবশ্যক। নাবালকের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাঁহার কোন স্বার্থ আছে তিনি আসন্নবন্ধু কিংবা অভিভাবকরূপে কার্য্য করিতে পারেন না।

যদি কোনও আদালত কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বেই নাবালকের একজন অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই আসন্নবন্ধু বা অভিভাবক স্বরূপ কার্য্য করিবেন; তবে আদালত উপযুক্ত কারণ দেখিলে মোকদ্দমার জন্য অন্য ব্যক্তিকে আসন্নবন্ধু বা অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি নাবালক বিবাদীর অভিভাবকরূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাকে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করা যাইবে না।

বাদী যাঁহাকে বিবাদীর অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করেন, তিনি যদি অভিভাবকরূপে কার্য্য করিতে অসম্মত হন, এবং নাবালকের অভিভাবকরূপে কার্য্য করিবার মত আর কোনও উপযুক্ত লোক না থাকে, তাহা হইলে আদালতের জনৈক কর্ম্মচারীকে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করা যাইবে। (অ ৩২, রু ৪)

কোনও আসন্নবন্ধু বা অভিভাবক আদালতের অনুমতি ব্যতীত

নাবালকের পক্ষে কোনও সোলেনামা করিতে বা ডিক্রীমূলে কোনও টাকা বা সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোনও টাকা বা অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইলে তিনি আদালতে উপযুক্ত জামিন দিতে বাধ্য হইবেন। (অ ৩২, রু ৬)

নাবালক বাদীর আসন্নবন্ধু যদি চলিয়া যাইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি আর একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া যাইবেন, এবং এ পর্য্যন্ত মোকদ্দমার যে খরচ হইয়াছে তাহার জন্য জামিন দিয়া যাইবেন। (অ ৩২, রু ৮)

নিম্নলিখিত কারণে আসন্নবন্ধু দূরীভূত হইবেন :—(১) যদি নাবালক বাদীর স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁহার কোনও স্বার্থ থাকে; (২) যদি কোনও বিবাদীর সহিত তাঁহার স্বার্থবিশিষ্ট সম্বন্ধ থাকে; (৩) যদি তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন; (৪) যদি তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; (৫) অন্য কোনও যথেষ্ট কারণে (অ ৩২, রু ৯)। এইরূপে আসন্নবন্ধু দূরীভূত হইলে কিংবা তাঁহার মৃত্যু হইলে নূতন একজন আসন্ন-বন্ধু নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে। (অ ৩২, রু ১০)

কোনও নাবালক বিবাদীর অভিভাবক যদি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, কিংবা কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিবেন বা দূরীভূত করিতে পারেন। এইরূপে তিনি চলিয়া গেলে বা দূরীভূত হইলে, কিংবা তাঁহার মৃত্যু হইলে আদালত নূতন একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন। (অ ৩২, রু ১১)

নাবালক বাদী সাবালক হইবার পর ইচ্ছা করিলে মোকদ্দমা চালাইতেও পারেন, না চালাইতেও পারেন। যদি তিনি মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি আসন্নবন্ধুকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং মোকদ্দমা চালাইবার জন্য একখানি দরখাস্ত করিবেন; ঐ দরখাস্তের

সঙ্গে আসন্নবন্ধুর উপর জারী করাইবার জন্য একখানি নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে, এবং তলবানা দিতে হইবে। আদালত ঐ দরখাস্ত পাইয়া আসন্নবন্ধুর উপর নোটিস জারী করিয়া বাদীকে স্বয়ং মোকদ্দমা চালাইতে আদেশ দিবেন।

আর যদি বাদী সাবালক হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে না চাহেন, তাহা হইলে তিনি মোকদ্দমা ডিসমিস করাইবার জন্য দরখাস্ত করিবেন, এবং অপর পক্ষের সমস্ত খরচা দিতে বাধ্য হইবেন। (অ ৩২, রু ১২)

নাবালক বাদী সাবালক হইয়া এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিতে পারেন যে, তাঁহার আসন্নবন্ধু তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন তাহা অন্যায্য ও অসঙ্গত, সুতরাং উহা ডিসমিস করা হউক। এই দরখাস্তের সঙ্গে সকল পক্ষের উপর জারীর জন্য নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে, এবং তাহার তলবানা দিতে হইবে। আদালত এই দরখাস্ত পাইয়া সকল ব্যক্তির উপর নোটিস জারী করিবেন, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে বাস্তবিকই মোকদ্দমা অন্যায্য ও অসঙ্গত, তাহা হইলে সকল পক্ষের খরচা দিবার জন্য আদালত আসন্নবন্ধুর উপর আদেশ দিবেন। (অ ৩২, রু ১৪)

বাদী বা বিবাদী উন্মাদগ্রস্ত হইলে উপরোক্ত সমস্ত নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে। (অ ৩২, রু ১৫)

পাঁপরের নালিস

যে ব্যক্তির মোকদ্দমার কোর্টফী দিবার সঙ্গতি নাই, কিংবা যদি ঐ মোকদ্দমায় কোনও কোর্টফী না লাগে তাহা হইলে যে ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্য সম্পত্তির মুল্য ১০০৲ টাকারও কম, সেই ব্যক্তিকে পাঁপর বলা হয়, (অ ৩৩, রু ১)। কিন্তু যদি তিনি ফাঁকি দিয়া পাঁপরে

মোকদ্দমা চালাইবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে দুই মাসের মধ্যে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পাঁপর বলিয়া গণ্য হইবেন না। (অ ৩৩, রু ৫)

পাঁপরে নালিস করিতে হইলে আদালতে দরখাস্ত করিতে হয়; ঐ দরখাস্তে প্রথমে আরজীখানি সমস্ত লিখিতে হইবে, এবং তাহার নীচে পাঁপরে নালিস করিবার জন্য অনুমতির প্রার্থনা থাকিবে। তাঁহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ও আনুমানিক মূল্য তপশীলে লিখিত হইবে; এবং ঐ দরখাস্তে তাঁহার সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর থাকিবে। (অ ৩৩, রু ২)

দরখাস্তকারী স্বয়ং ঐ দরখাস্তখানি আদালতে দাখিল করিবেন (অ ৩৩, রু ৩)। আদালত যদি ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার কোনও কারণ না দেখেন তাহা হইলে অপর পক্ষকে এবং গবর্ণমেণ্ট প্লীডারকে অন্ততঃ ১০ দিনের নোটিস দিয়া একটী দিন স্থির করিবেন (অ ৩৩, রু ৬)। ঐ দিনে পাঁপরে নালিস করা সম্বন্ধে দরখাস্তকারীর এবং অপর পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে; এবং প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া আদালত পাঁপরের দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন কিংবা অগ্রাহ্য করিবেন। (অ ৩৩, রু ৭)

যদি আদালত দরখাস্ত মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে ঐ দরখাস্তটী মোকদ্দমার আরজী স্বরূপ গৃহীত হইবে, এবং উহাতে নম্বর দিয়া মোকদ্দমা রেজেষ্টারী ভুক্ত করা হইবে; এবং বাদী বিনা কোর্টফীতে মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাকে পরোয়ানা জারীর খরচা দিতে হইবে। (অ ৩৩, রু ৮)

বাদী যদি মোকদ্দমায় ডিক্রী প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে কোর্টফীর টাকা কোন্ পক্ষ দিবেন তাহা ডিক্রীতে আদেশ করা থাকিবে, এবং সেই পক্ষের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্ট মোকদ্দমার কোর্টফীর টাকা

আদায় করিয়া লইবেন; তাহার পর বাদী ডিক্রীমূলে তাঁহার প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। (অ ৩৩, রু ১০)

যদি বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হয় তাহা হইলে বাদী কোর্টফীর টাকা দিতে আদালত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইবেন। (অ ৩৩, রু ১১)

যদি আদালত উপরোক্ত ৭ রুল অনুসারে বাদীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ একই বিষয়ে পুনরায় পাপরে নালিস করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি সাধারণ ভাবে কোর্টফী দিয়া নালিস করিতে পারিবেন; এরূপ নালিস করিতে হইলে, তাঁহার পূর্ব্ব দরখাস্তে অপর পক্ষের এবং গবর্ণমেণ্টের যে খরচা হইয়াছে তাহা তিনি সর্ব্বপ্রথমে দিতে বাধ্য হইবেন। (অ ৩৩, রু ১৫)

বন্ধকী মোকদ্দমা।

কোনও বন্ধকী মোকদ্দমায়, বন্ধকী সম্পত্তিতে যে সকল ব্যক্তির কোনও রূপ স্বার্থ আছে তাঁহাদের সকলকেই পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। তবে কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতাকে পক্ষ না করিয়া পরবর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকমূলে নালিস করিতে পারেন। (অ ৩৪, রু ১)

প্রত্যেক বন্ধকী মোকদ্দমায় দুইবার ডিক্রী হয়—প্রাথমিক ডিক্রী ও চূড়ান্ত ডিক্রী।

প্রাথমিক ডিক্রীতে বন্ধকদাতাকে বন্ধকমূলে সমস্ত টাকা (সুদ, আসল ও খরচা) শোধ করিয়া দিবার জন্য ছয়মাস পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয়। যদি বন্ধকদাতা ঐ সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করিতে পারেন তাহা হইলে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী মোকদ্দমায় চূড়ান্ত ডিক্রী পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন। ঐ দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিতে হয়, এবং

দরখাস্তের সঙ্গে বন্ধকদাতার উপর জারী করাইবার নোটিস লিখিয়া দিতে হয়, এবং নোটিস জারীর তলবানাও দিতে হয়। ঐ নোটিস জারী হইয়া আসিলে, আদালত চূড়ান্ত ডিক্রী প্রচার করেন।

ফোরক্লোজ করিবার নালিশ।

ফোরক্লোজের মোকদ্দমার প্রাথমিক ডিক্রীতে এই আদেশ থাকিবে. যে (১) বন্ধকমূলে বন্ধকগ্রহীতার সুদে আসলে যত টাকা পাওনা হইয়াছে তাহার হিসাব লওয়া হইবে; (২) ছয় মাসের মধ্যে বিবাদী যদি আদালতে ঐ টাকা আমানত করেন তাহা হইলে বাদী বিবাদীকে বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদায়মুক্তভাবে প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং (৩) যদি ছয়মাসের মধ্যে বিবাদী ঐ টাকা দিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি আর কখনও ঐ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিবেন না। (অ ৩৪, রু ২)।

যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাদী আদালতে উপরোক্ত টাকা জমা দেন, তাহা হইলে আদালত এই মর্ম্মে এক চূড়ান্ত ডিক্রী দিবেন, যে বাদী বিবাদীকে বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকমুক্তভাবে প্রত্যর্পণ করিবেন।

আর যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বিবাদী ঐ টাকা আদালতে দিতে না পারেন, তাহা হইলে আদালত এই মর্ম্মে চূড়ান্ত ডিক্রী দিবেন যে বিবাদী আর কখনও ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিবেন না। (অ ৩৪, রু ৩)

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নালিস।

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নালিসে আদালত এই মর্ম্মে প্রাথমিক ডিক্রী দিবেন যে—(১) বিবাদীর নিকট বাদীর সুদ এবং আসল যত টাকা পাওনা হইয়াছে, তাহার একটী হিসাব লওয়া হইবে; (২) ছয়মাসের মধ্যে

বিবাদী যদি আদালতে ঐ টাকা জমা দিতে পারেন, তাহা হইলে বাদী বিবাদীকে বন্ধকী সম্পত্তি দায়মুক্তভাবে প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং (৩) যদি ছয়মাসের মধ্যে বিবাদী টাকা দিতে না পারেন, তাহা হইলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে বাদীর সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট কিছু থাকিলে তাহা বিবাদী ফেরৎ পাইবেন। (অ ৩৪, রু ৪)

যদি এই ছয়মাসের মধ্যে বিবাদী পূর্ব্বোক্ত টাকা আদালতে জমা দিতে পারেন, তাহা হইলে আদালত এই মর্ম্মে চূড়ান্ত ডিক্রী দিবেন যে বাদী বিবাদীকে বন্ধকী সম্পত্তি দায়মুক্তভাবে প্রত্যর্পণ করিবেন।

যদি ছয়মাসের মধ্যে বিবাদী উপরোক্ত টাকা দিতে না পারেন, তাহা হইলে আদালত এই মর্ম্মে চূড়ান্ত ডিক্রী দিবেন, যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইবে, এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে প্রথমে আদালতের নীলামের খরচা বাদ দিয়া বাদীর প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধ করা হইবে, তাহার পর অবশিষ্ট কিছু থাকিলে তাহা বিবাদী ফেরৎ পাইতে পারেন। (অ ৩৪, রু ৫)

বন্ধক মূলক ডিক্রী জারী করিতে হইলে বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিতে হয় না।

যদি বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে বাদীর সমস্ত প্রাপ্য পরিশোধ না হয় তাহা হইলে বাকী প্রাপ্য টাকার জন্য বাদী এক দরখাস্ত করিবেন; এই দরখাস্তে তিনি লিখিবেন যে অমুক বন্ধকী মোকদ্দমায় এত টাকার ডিক্রী হইয়াছিল, এবং বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া এত টাকা আদায় হইয়াছে, এবং এত টাকা বাকী আছে; ঐ বাকী টাকার ডিক্রী পাইবার জন্য ঐ দরখাস্তে প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহা হইলে দেনদারের

অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায়ের নিমিত্ত আদালত ডিক্রী দিবেন। (অ ৩৪, রু ৬)

বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের নালিস।

বন্ধকী সম্পত্তির উদ্ধারের নালিসে আদালত এই মর্ম্মে প্রাথমিক ডিক্রী দিবেন, যে (১) বন্ধকমূলে বিবাদীর যাহা সুদে আসলে প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার হিসাব লওয়া হইবে; (২) বাদী যদি ছয় মাসের মধ্যে ঐ টাকা আদালতে জমা দিতে পারেন, তাহা হইলে বিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি দায়মুক্তভাবে বাদীকে প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং (৩) যদি বাদী ছয় মাসের মধ্যে ঐ টাকা দিতে না পারেন, তাহা হইলে বাদীর বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের স্বত্ব লোপ হইবে; অথবা ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। (অ ৩৪, রু ৭)

যদি বাদী ছয় মাসের মধ্যে ঐ টাকা আদালতে জমা দেন, তাহা হইলে আদালত এই মর্ম্মে চূড়ান্ত ডিক্রী দিবেন যে বিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি দায়মুক্তভাবে বাদীকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

যদি বাদী ছয় মাসের মধ্যে ঐ টাকা দিতে না পারেন, তাহা হইলে আদালত এই মর্ম্মে চূড়ান্ত ডিক্রী দিবেন যে বাদী ঐ বন্ধকী সম্পত্তি আর কখনও উদ্ধার করিতে পারিবেন না; এইরূপ আদেশ হইলে বিবাদীর সমস্ত টাকা পরিশোধ হইল বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি বাদী ছয়মাসের মধ্যে টাকা দিতে না পারেন তাহা হইলে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রীতে বাদীর বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের স্বত্বলোপের আদেশ না দিয়া এই বলিয়া আদেশ দিতে পারেন যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে, এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে আদালতের খরচা প্রথমে বাদ দিয়া বিবাদীর প্রাপ্য পরিশোধ করা হইবে, অবশিষ্ট কিছু টাকা থাকিলে তাহা বাদী ফেরত পাইবেন।

বাদী যদি ছয় মাসের মধ্যে টাকা দিতে না পারেন, তাহা হইলে আদালত ইচ্ছা করিলে সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন। (অ ৩৪, রু ৮)

অগ্রিম দস্তক।

নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় বিবাদীকে বিচারের পূর্ব্বে ধৃত করা যাইবে না:—(১) স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের মোকদ্দমা; (২) স্থাবর সম্পত্তি বিভাগের মোকদ্দমা; (৩) বন্ধকসংক্রান্ত মোকদ্দমা; (৪) স্থাবর সম্পত্তিতে কোনও স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার মোকদ্দমা। এতদ্ভিন্ন আর সকল মোকদ্দমাতেই অগ্রিম দস্তকের জন্য দরখাস্ত করিতে পারা যায়।

কোনও মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা কালে—(ক) যদি বিবাদী বাদীর মোকদ্দমায় বিলম্ব করাইয়া দিবার নিমিত্ত, বা কোনও পরোয়ানা এড়াইবার নিমিত্ত, কিংবা ভবিষ্যতে যদি কোনও ডিক্রী হয় তাহা হইলে যাহাতে বাদী ঐ ডিক্রী জারী করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে, আদালতের এলাকা হইতে পলায়ন করে কিংবা পলায়ন করিবার উদ্যোগ করে কিংবা কোনও সম্পত্তি বিক্রয় করে বা আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তরিত করে; কিংবা (খ) যদি বিবাদী ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করে এবং সেজন্য বাদী ভবিষ্যতে ডিক্রী পাইলে তাহার জারীতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকে,—

তাহা হইলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিবাদীকে ধৃত করিবার জন্য বাদী আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন। ঐ দরখাস্তের পোষকতায় একখানি এফিডেভিট করিতে হইবে, এবং ওয়ারেণ্টের তলবানা দাখিল করিতে হইবে।

আদালত তদনুসারে বিবাদীকে ধৃত করাইয়া আনিবেন এবং সে কেন তাহার হাজিরের জন্য জামিন দিবে না তাহার কারণ দেখাইবার জন্য তাহাকে আদেশ করিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি দস্তক জারী করিবে তাহার হস্তে যদি বিবাদী বাদীর দাবীকৃত টাকা দিয়া দেন, তাহা হইলে বিবাদীকে ধৃত করিয়া আনা হইবে না। (অ ৩৮, রু ১)

বিবাদী যদি ধৃত হইয়া আসিয়া আদালতে পূর্ব্ব লিখিত কারণ দেখাইতে না পারেন তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে বাদীর ডিক্রীকৃত দাবীর টাকা জমা দিতে কিংবা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে হাজির হইবার জন্য জামিন দিতে আদেশ করিবেন। (অ ৩৮, রু ২)

বিবাদী যদি উপরোক্ত টাকা জমা দিতে কিংবা জামিন দিতে না পারেন তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিবার আদেশ দিতে পারেন। তবে দাবী ৫০. টাকার অনধিক হইলে বিবাদী ছয় সপ্তাহের অধিক কারাবদ্ধ হইবেন না, এবং অন্য স্থলে ছয় মাসের অধিক কারাবদ্ধ হইবেন না। (অ ৩৮, রু ৪)

বিবাদী যদি ভিন্ন আদালতের এলাকায় বাস করেন তাহা হইলে সেই কথা অগ্রিম দস্তকের দরখাস্তে লিখিয়া দিতে হয়। তদনুসারে যে জজ আদালতের এলাকায় বিবাদী বাস করেন সেই জজ আদালতে ওয়ারেণ্ট-খানি প্রেরিত হয়; জজ আদালত ঐ ওয়ারেণ্টবলে নিজে বা অধীনস্থ কোনও আদালত দ্বারা বিবাদীকে ধৃত করিবেন, এবং ধৃত করিয়া মূল আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। বিবাদী যদি উপযুক্ত জামিন দেন কিংবা কেন ধৃত হইবেন না তাহার যথেষ্ট কারণ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ধৃত করা হইবে না। (১৩৬ ধারা)

অগ্রিম ক্রোক।

কোনও মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা কালে যদি বিবাদী, ভবিষ্যতে কোনও ডিক্রী হইলে, তাহার জারী এড়াইবার নিমিত্ত, তাঁহার কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে কিংবা আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বাদী বিবাদীর ঐ সম্পত্তি মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই ক্রোক করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

যে সকল সম্পত্তি ক্রোক করা হইবে তাহার তালিকা ও আনুমানিক মূল্য দরখাস্তে লিখিত হইবে, এবং ঐ দরখাস্তের পোষকতায় একখানি এফিডেভিট করিতে হইবে। দরখাস্তের সঙ্গে ক্রোকী পরওয়ানার তলবানাও দিতে হইবে।

ঐ দরখাস্ত পাইয়া আদালত বিবাদীকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জামিন দিবার জন্য, কিংবা কেন তিনি জামিন দিবেন না তাহার কারণ দেখাইবার জন্য আদেশ দিবেন। (অ৽৩৮, রু ৫)

বিবাদী যদি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জামিন দিতে, কিংবা কারণ দেখাইতে না পারেন তাহা হইলে আদালত তাঁহার উপরোক্ত সম্পত্তি-গুলির ক্রোকের আদেশ দিবেন।

কোন ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে যে ভাবে ক্রোক হয়, এই ক্রোকও সেইরূপ ভাবে করিতে হইবে। এবং ক্রোকী সম্পত্তিতে কেহ ক্লেম বা আপত্তি দিলে সেইরূপ ভাবেই তদন্ত হইবে। (অ ৩৮, রু ৭, ৮)

সম্পত্তি ক্রোকের পর বিবাদী জামিন দিলে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাদীর মোকদ্দমা যদি পরে ডিসমিস হইয়া যায়, তাহা হইলেও ক্রোক উঠাইয়া লওয়া হইবে। (অ ৩৮, রু ৯)

কোন সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোক করিবার পর বাদী যদি মোকদ্দমায় ডিক্রী প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ডিক্রীজারীতে ঐ সম্পত্তি ক্রোকের জন্য আর দরখাস্ত করিতে হইবে না। (অ ৩৮, রু ১১)

কোন কৃষিজাত ফসল অগ্রিম ক্রোক করিতে পারা যায় না।

স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি আইন মতে অগ্রিম ক্রোক করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু আদালত প্রায় অস্থাবর সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোক করিতে হুকুম দেন না।

ছোট আদালতের ডিক্রীজারীতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা যায় না সেই জন্য ছোট আদালতের মোকদ্দমায় অগ্রিম ক্রোক হইতে পারে না।

সম্পত্তি যদি ভিন্ন আদালতের এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে কোন্ আদালতের এলাকায় উহা অবস্থিত তাহা অগ্রিম ক্রোকের দরখাস্তে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। তদনুসারে ক্রোকী পরোয়ানা যে জজ আদালতের এলাকায় সম্পত্তি অবস্থিত হয় সেই জজ আদালতে প্রেরিত হইবে। জজ আদালত নিজে অথবা অধীনস্থ কোনও আদালত দ্বারা ঐ পরোয়ানা জারী করাইয়া সম্পত্তি ক্রোক করিবেন, এবং ক্রোক করা হইলে মূল আদালতকে তাহা জানাইবেন। (১৩৬ ধারা)

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।

যদি কোনও পক্ষ মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে মোকদ্দমার বিরোধীয় কোন সম্পত্তি নষ্ট করিতে বা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হন, কিংবা যদি বিবাদী তাঁহার মহাজনগণকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্পত্তি স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে যাহাতে ঐ সম্পত্তি কোন প্রকারে নষ্ট বা হস্তান্তরিত বা স্থানান্তরিত

না হইতে পারে, তন্নিমিত্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য অপর পক্ষ দরখাস্ত করিতে পারেন। ঐ দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিতে হয়। দরখাস্তের সঙ্গে অপরপক্ষের উপর জারী করাইবার নোটিস লিখিয়া দিতে হয়, এবং নোটিস জারীর তলবানাও দিতে হয়। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে নোটিস জারী করাইতে হইলে বিলম্ব হইবে [illegible] তাহা হইলে নোটিস জারী করাইবেন না।

আদালত ঐ দরখাস্ত অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি নষ্ট বা হস্তান্তরিত বা স্থানান্তরিত করিতে নিষেধ করিয়া এক নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন (অ ৩৯, রু ১)।

কোন নিষেধাজ্ঞার দাবীতেও বাদী মোকদ্দমার আরম্ভের পর কিংবা অন্য কোন সময়ে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং আদালত তদনুসারে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন। যদি বিবাদী এই নিষেধাজ্ঞার অমান্য করেন, তাহা হইলে আদালত তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশ দিতে কিংবা তাঁহাকে ছয় মাস পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিতে পারেন। এই রুল অনুসারে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে তাহা এক বৎসরের অধিক প্রবল থাকিবে না। এক বৎসরের পরেও যদি বিবাদী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিতে থাকেন তাহা হইলে, তাঁহার ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে; এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে বাদীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। (অ ৩৯, রু ২)।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য।—কোনও মোকদ্দমায় আইন [illegible] রুজু করিবার পর কিংবা বিবাদীর সম্পত্তি [illegible] ক্রোক হইবার পর, কিংবা বিবাদীর উপর কোনও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইবার পর যদি বিবাদী আদালতে দরখাস্ত করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন যে ঐ

দস্তক বা ক্রোক বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচার করাইবার জন্য বাদীর কোনও যথেষ্ট কারণ ছিল না, তাহা হইলে আদালত বিবাদীকে ক্ষতি-পূরণ দিবার জন্য বাদীর উপর এক সহস্র টাকা দিবার আদেশ করিতে পারেন (৯৫ ধারা)

রিসিভার নিয়োগ

আদালত প্রয়োজন বিবেচনা করিলে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর পূর্ব্বে বা পরে কোন সম্পত্তির জন্য রিসিভার নিযুক্ত করিতে পারেন। ইতি-পূর্ব্বে যদি সম্পত্তি অন্য কাহারও দখলে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দূরীভূত করিয়া আদালত রিসিভারের হস্তে সম্পত্তি সমর্পণ করিবেন, এবং ঐ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য রিসিভারকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিবেন। (অ ৪০, রু ১)।

আদালত রিসিভারের পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। (অ ৪০, রু ২)।

রিসিভার ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে জামিন দিতে বাধ্য হইবেন, নির্দ্ধারিত সময়ে হিসাব দাখিল করিবেন, হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে যাহা পাওনা হইবে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং তাঁহার দোষ কিংবা অমনোযোগিতায় সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইলে তজ্জন্য দায়ী হইবেন। (অ ৪০, রু ৩)।

রিসিভার যদি নির্দ্ধারিত সময়ে হিসাব দাখিল করিতে না পারেন, কিংবা হিসাবে যাহা তাঁহার নিকট হইতে পাওনা হয়, তাহা দিতে না পারেন, কিংবা সম্পত্তির কোন ক্ষতি করেন, তাহা হইলে আদালত রিসিভারের সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারেন। (অ ৪০, রু ৪)।

রাজস্বদায়ী সম্পত্তি সম্বন্ধে আদালত কালেক্টরকে রিসিভার নিযুক্ত করিতে পারেন। (অ ৪০, রু ৫)।

অন্যান্য মোকদ্দমা।

কোনও সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণ করিবার জন্য স্থানীয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়া এডভোকেট জেনারেলের (কলিকাতায়) বা কালেক্টারের (মফঃস্বলে) অনুমতি লইয়া ঐ অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণ করিবার জন্য নালিশ করিতে পারেন। এডভোকেট জেনারেল বা কালেক্টর স্বয়ং ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতেও পারেন। (৯১ ধারা)

কোন ট্রাষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে কেহ কোনও বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিলে কিংবা কোনও ট্রাষ্ট সম্পত্তির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক হইলে, ঐ ট্রাষ্ট সম্পত্তিতে স্বার্থ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়া এডভোকেট জেনারেল বা কালেক্টারের সম্মতি লইয়া নিম্নলিখিত ডিক্রী পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন :—(১) কোনও ট্রাষ্টিকে দূরীভূত করিবার জন্য; (২) কোনও নূতন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিবার জন্য; (৩) ট্রাষ্টীর হস্তে সম্পত্তি সমর্পণ করিবার জন্য; (৪) হিসাব ও তদন্তের জন্য; (৫) ট্রাষ্ট সম্পত্তির কোন্ অংশ কি কার্য্যে ব্যয় করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য; (৬) কোনও ট্রাষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা বন্ধক বা ইজারা পত্তনি দিতে কাহাকেও ক্ষমতা দিবার জন্য; (৭) কোনও বন্দোবস্ত করিবার জন্য; (৮) অন্য কোনও প্রতীকার আবশ্যক হইলে তাহার জন্য। (৯২ ধারা)।

আপীল।

সাধারণ কথা।

কোনও আদালতের যে কোনও ডিক্রী হইতে আপীল হইতে পারিবে কোনও একতরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধেও আপীল চলিবে; কিন্তু পক্ষগণ মোকদ্দমা আপোসে মিটাইয়া লইলে তদনুসারে আদালত যে ডিক্রী দেন তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। (৯৬ ধারা)।

কোনও মোকদ্দমায় প্রাথমিক ও চূড়ান্ত এই দুই প্রকার ডিক্রী হইলে যদি কেহ প্রাথমিক ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল না করেন, তাহা হইলে পরে চূড়ান্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিবার সময় প্রাথমিক ডিক্রীর সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করিতে পারিবেন না। (৯৭ ধারা)।

কোনও দ্বিতীয় আপীল কেবলমাত্র নিম্নলিখিত হেতুবাদে করিতে পারা যায়ঃ—(১) যদি নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ হইয়া থাকে; (২) যদি নিম্ন আপীল আদালত আইনঘটিত কোন প্রশ্ন নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন; (৩) যদি মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীতে কোনও গুরুতর ভুল হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আর কোনও হেতুতে দ্বিতীয় আপীল চলিবে না।

নিম্ন আপীল আদালত যদি আপীলে একতরফা ডিক্রী দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপীল চলিবে। (১০০, ১০১ ধারা)

কোনও ছোট আদালতের মোকদ্দমার দাবীর মূল্য যদি ৫০০৲ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে তাহাতে দ্বিতীয় আপীল চলে না। (১০২ ধারা)

[কোনও জজকোর্টে আপীল করিতে হইলে ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে করিতে হয়; হাইকোর্টে করিতে হইলে ৯০ দিনের মধ্যে। তামাদি আইন ১৫২, ১৫৩ দফা।]

আপীল দাখিল।

আপীল করিতে হইলে আপীলের মেমোরেণ্ডাম দাখিল করিতে হইবে। ঐ মেমোরেণ্ডামে ভিন্ন ভিন্ন প্যারাগ্রাফে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে হেতুবাদগুলি লিখিত হইবে। (অ ৪১, রু ১)।

আপীলের মেমোরেণ্ডামে সত্যপাঠের প্রয়োজন হয় না; উহাতে আপীলাণ্টের দস্তখত না থাকিলেও চলে। উকীল উহাতে সাটিফাই করিয়া দস্তখত করিবেন [ইহার একটা মুসাবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইল]। আপীলের মেমোরেণ্ডামের সঙ্গে নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রীর নকল দাখিল করিতে হইবে; সেই সঙ্গে রেসপণ্ডেণ্টের উপর নোটিসের ছাপান ফরম পূরণ করিয়া দিতে হইবে, এবং নোটিস জারীর তলবানা দাখিল করিতে হইবে।

আপীলের মেমোরেণ্ডাম পূর্ব্বোক্তরূপে লিখিত না হইলে আদালত তাহা সংশোধনের জন্য ফেরত দিতে পারেন, কিংবা অগ্রাহ্য করিতে পারেন (অ ৪১, রু ৩)।

মেমোরেণ্ডামে যে সকল হেতুবাদ লিখিত থাকে শুনানির সময়ে আদালত আপীলাণ্টের নিকট হইতে তদতিরিক্ত কোন হেতুবাদ শ্রবণ করিবেন না; কিন্তু আদালত স্বয়ং তদতিরিক্ত কোন হেতুবাদে আপীলের নিষ্পত্তি করিতে পারেন। (অ ৪১, রু ২)।

ডিক্রীজারী স্থগিত।

কোনও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিলে আপীলাণ্ট ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার জন্য আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন, কিংবা আপীল করিবার পূর্ব্বেই তিনি ডিক্রীজারী স্থগিত করিবার জন্য নিম্ন আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন। দরখাস্ত না করিলে ডিক্রীজারী

স্থগিত রাখা হইবে না। আদালত দরখাস্ত পাইয়া যদি বিবেচনা করেন যে ডিক্রীজারী স্থগিত না রাখিলে আপীলাণ্টের গুরুতর ক্ষতি হইবে, এবং আপীলাণ্ট যদি উপযুক্ত জামিন দেন, তাহা হইলে আদালত ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া ডিক্রীজারী স্থগিতের আদেশ দিবেন। (অ ৪১, রু ৫)

যদি ডিক্রীজারী স্থগিত না হয়, এবং আপীল হওয়া সত্বেও নিম্ন আদালত ডিক্রীজারীর আদেশ দেন, তাহা হইলে ডিক্রীদারের নিকট হইতে নিম্ন আদালত জামিন লইতে পারেন; এবং যদি ডিক্রীজারীতে কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের হুকুম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত ইচ্ছা করিলে বিক্রয় স্থগিত রাখিতে পারেন। (অ ৪১, রু ৬)

আপীল গ্রাহ্য হইবার পর কার্য্য।

আপীল দাখিল হইলে পর আপীলের শুনানীর জন্য একটা দিন ধার্য্য হইবে; এবং রেসপণ্ডেণ্টের উপর নোটিস জারী হইবে। কোনও মোকদ্দমায় বিবাদীর উপর সমন যে ভাবে জারী হয়, রেসপণ্ডেণ্টের উপর নোটিস ঠিক সেই ভাবে জারী হইবে; এবং নোটিস জারী হইয়া আসিলে নিশানদারের এফিডেভিট করাইতে হইবে। (বিবাদীর উপর সমনজারী সম্বন্ধে এবং নিশানদারের এফিডেভিট সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায় যে যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে এখানেও সেই নিয়মগুলি প্রয়োজ্য হইবে।) আপীল আদালত নিম্ন আদালতেও আপীলের নোটিস পাঠাইবেন এবং মোকদ্দমার কাগজ পত্র তলব করিবেন। (অ ৪১, রু ১২. ১৩, ১৪)।

শুনানি।

শুনানির দিন আপীলাণ্ট যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে আদালত আপীল ডিসমিস করিয়া দিবেন। যদি আপীলাণ্ট উপস্থিত থাকেন এবং

রেসপণ্ডেণ্ট অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে আপীল একতরফা নিষ্পত্তি হইবে। (অ ৪১, রু ১৭)।

যদি রেসপণ্ডেণ্ট উপস্থিত না হন, এবং আদালত দেখেন যে আপীলাণ্ট নোটিসজারীর খরচ আদালতে জমা দিতে ত্রুটি করার হেতু রেসপণ্ডেণ্টের উপর নোটিস জারী হয় নাই, তাহা হইলে আপীল ডিসমিস হইবে। (অ ৪০, রু ১৮)।

যদি উপরোক্ত ১৭ রুল অনুসারে আপীল ডিসমিস হয়, তাহা হইলে আপীলাণ্ট ছানির জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন; এবং আদালত যদি দেখেন যে আপীলাণ্টের অনুপস্থিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে আপীলের পুনর্ব্বিচারের আদেশ দিবেন। যদি ১৮ রুল অনুসারে আপীল ডিসমিস হয়, তাহা হইলেও আপীলাণ্ট ছানির দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং আদালত যদি দেখেন যে আপীলাণ্ট যথেষ্ট কারণহেতু নোটিস জারীর খরচা দিতে পারেন নাই তাহা হইলে আদালত আপীলের পুনর্ব্বিচারের আদেশ দিবেন। (অ ৪১, রু ১৯)।

যদি উপরোক্ত ১৭ রুল অনুসারে কোনও আপীল একতরফা ডিক্রী হয় তাহা হইলে রেসপণ্ডেণ্ট ছানির জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন; এবং তিনি দরখাস্তে তাঁহার অনুপস্থিতির যথেষ্ট কারণ দেখাইতে পারিলে আদালত আপীলের পুনর্ব্বিচারের আদেশ দিবেন। (অ ৪১, রু ২১)

ক্রস আপীল।

এদিকে আপীলাণ্ট যেমন ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করেন, সেইরূপ অপরদিকে রেসপণ্ডেণ্ট যদি ডিক্রীর কোনও অংশের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি করেন, তাহা হইলে তিনি পৃথকরূপে আপীল না করিয়া ক্রস আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন; যে তারিখে তিনি আপীলাণ্টের আপীলের নোটিস পান, সেই তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁহাকে ঐ

ক্রস আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে। ঐ ক্রস্ আপত্তি ঠিক আপীলের মেমোরেণ্ডামের ন্যায় লিখিতে হইবে, এবং উহার একটা নকল আপীলাণ্টের উপর জারী করাইতে হইবে।

রেসপণ্ডেণ্টের ক্রস আপীল করার পর যদি আপীলাণ্ট তাঁহার মূল আপীলটি উঠাইয়া লন কিংবা যদি মূল আপীল খারিজ হইয়া যায়, তাহা হইলেও আপীলাণ্টের উপর নোটিস দিয়া রেসপণ্ডেণ্টের ক্রস আপীলটার শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে। (অ ৪১. রু ২২)

রিমাণ্ড।

নিম্ন আদালত যদি কোন প্রথম স্তরীয় হেতুতে (যথা তামাদি) মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া থাকেন, এবং ঐ ডিসমিসের আদেশ যদি আপীলে রহিত হইয়া যায় তাহা হইলে আপীল আদালত মোকদ্দমার অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য মোকদ্দমাটী নিম্ন আদালতে প্রেরণ করিবেন, আর যদি আপীল আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র হইতে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে পারেন তাহা হইলে নিষ্পত্তি করিবেন। (অ ৪১, রু ২৩, ২৪)

অতিরিক্ত প্রমাণ।

আপীলের পক্ষগণ সাধারণতঃ কোনও অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন না, কিন্তু যে প্রমাণ নিম্ন আদালতে তাঁহারা উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু নিম্ন আদালত গ্রহণ করেন নাই এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে আপীল আদালত অনুমতি দিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, কোনও যথেষ্ট কারণ থাকিলে কিংবা আপীলের ভালরূপ নিষ্পত্তি করিবার জন্য আবশ্যক হইলে আপীল আদালত স্বয়ং অতিরিক্ত প্রমাণ চাহিতে পারেন বা অতিরিক্ত কোনও সাক্ষীর জোবানবন্দী লইতে পারেন। (অ ৪১, রু ২৭)।

রায় ও ডিক্রী।

শুনানির পর আপীল আদালত রায় প্রকাশ করিবেন। ঐ রায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—(১) কোন্ কোন্ বিষয়ের নির্ণয় করিতে হইবে ; (২) নিষ্পত্তি ; (৩) নিষ্পত্তির হেতু সমূহ ; (৪) নিম্ন আদালতের ডিক্রী রহিত হইলে, আপীলাণ্ট কি প্রতীকার পাইবেন। উহাতে বিচারকের স্বাক্ষর ও তারিখ থাকিবে। অ ৪১, রু ৩০, ৩১)

রায় অনুসারে ডিক্রী প্রস্তুত হইবে ; ডিক্রীতে রায়ের তারিখ থাকিবে এবং আপীলের নম্বর, পক্ষগণের নাম ও পরিচয়, ও কোন্ পক্ষ কি প্রতীকার পাইবেন তাহা লিখিত হইবে। ডিক্রীতে আপীলের খরচা লিখিত থাকিবে, এবং আপীলের মোকদ্দমা ও খরচা কোন্ পক্ষ কোন্ সম্পত্তি হইতে কি অনুপাতে দিবেন তাহাও লেখা হইবে। উহাতে বিচারক স্বাক্ষর করিবেন ও তারিখ দিবেন। (অ ৪১, রু ৩৫)

দ্বিতীয় আপীল ও হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল।

কোনও দ্বিতীয় আপীলে বা কোনও হুকুমের বিরুদ্ধে আপীলেও উপরোক্ত আপীলের সমস্ত নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে। (অ ৪২ ও ৪৩)

প্রিভি কৌন্সিলে আপীল।

যদি কোনও মোকদ্দমার দাবীর মূল্য দশ হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ হয়, তাহা হইলে হাইকোর্টের ডিক্রীর বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সলে আপীল চলিতে পারে। যদি হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি রহিত না করিয়া বাহাল রাখেন, তাহা হইলে আপীলে আইনের কোনও গুরুতর প্রশ্ন না থাকিলে প্রিভি কৌন্সিলে আপীল চলিবে না। (১০৯, ১১০ ধারা)

প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করিতে হইলে হাইকোর্টে একটা দরখাস্ত করিতে হইবে; এবং দরখাস্তে আপীলের সমস্ত হেতুবাদগুলি লিখিত হইবে এবং আপীলটী প্রিভি কৌন্সিলে যাইবার উপযুক্ত এই মর্ম্মে হাই-কোর্টের সার্টিফিকেটর জন্য প্রার্থনা থাকিবে। এই দরখাস্ত পাইয়া হাইকোর্ট অপর পক্ষের উপর নোটিস জারী করাইবেন। (অ ৪৫, রু ২, ৩)

হাইকোর্ট যদি সার্টিফিকেট দেন, তাহা হইলে আপীলাণ্ট ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে, কিংবা সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে রেসপণ্ডেণ্টের খরচের জন্য জামিন দিতে এবং মোকদ্দমার সমস্ত নথির অনুবাদ, নকল ও সূচীপত্র করিবার খরচা দিতে বাধ্য হইবেন। যদি তিনি সমস্ত নথিটা ভারতবর্ষেই মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহারও খরচ ঐ সময়ের মধ্যে দিতে বাধ্য হইবেন। (অ ৪৫, রু ৭)।

যদি আপীলাণ্ট নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত জামিন দিতে ও খরচা দাখিল করিতে পারেন, তাহা হইলে হাইকোর্ট ঐ আপীল গ্রহণ করিবেন, রেসপণ্ডেণ্টের উপর নোটিস দিবেন, এবং নথির একটী প্রতিলিপি প্রিভি কৌন্সিলে পাঠাইয়া দিবেন। (অ ৪৫, রু ৮)।

প্রিভি কৌন্সিল হইতে আপীলের নিষ্পত্তি হইয়া আসিলে, প্রিভি-কৌন্সিলের হুকুম জারী করাইবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করিতে হইবে। হাইকোর্ট ঐ দরখাস্ত অনুসারে প্রিভি কৌন্সিলের হুকুম প্রথম আদালতে পাঠাইয়া দিবেন, এবং ডিক্রীজারীর যেরূপ নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুসারে প্রথম আদালত প্রিভি কৌন্সিলের হুকুম জারী করিবেন। (অ ৪৫, রু ১৫)।

রিভিউ

যদি কোনও মোকদ্দমায় ডিক্রী বা হুকুম হইবার পর বিবাদী সেই মোকদ্দমায় কোনও অতিরিক্ত প্রমাণ বাহির করিতে পারেন কিংবা মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে কোনও ভ্রম বাহির করেন, এবং ঐ নূতন প্রমাণ বা ভ্রম বাহির হওয়ার হেতুতে কিংবা অন্য কোনও কারণে ডিক্রী বা হুকুম সংশোধন করাইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি আপীল না করিয়া রিভিউর জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। তিনি যদি আপীল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর রিভিউর জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না। যে আদালত ডিক্রী বা হুকুম প্রচার করিয়াছেন সেই আদালতেই দরখাস্ত করিতে হয়, আপীল আদালতে করিতে হয় না (অ ৪৭, রু ১)। কিন্তু দরখাস্তটী ঠিক আপীলের মেমোরেণ্ডামের মত লিখিতে হয় (অ ৪৭, রু ২); এবং আপীলের ন্যায় তাহার নীচে উকীল এই বলিয়া সার্টিফাই করিয়া দিবেন যে রিভিউর হেতুবাদগুলি উত্তম ও যথেষ্ট বটে। রিভিউর দরখাস্তের সঙ্গে অপর পক্ষের উপর জারী করাইবার নোটিস লিখিয়া দিতে হয়; এবং নোটিস জারীর তলবানা দরখাস্তে মারিয়া দিতে হয়।

[ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে রিভিউর দরখাস্ত করিতে হয়। তামাদি আইন, ১৭৩ দফা]।

আদালত যদি রিভিউর যথেষ্ট কারণ না দেখেন তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত ডিসমিস করিবেন; আর যদি দেখেন যে রিভিউ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে তাহা হইলে অপর পক্ষের উপর নোটিস জারী করাইয়া এবং তাঁহার আপত্তি শুনিয়া রিভিউ করিবেন। (অ ৪৭, রু ৪)

আদালত যদি রিভিউর দরখাস্ত ডিসমিস করেন, তাহা হইলে ঐ ডিসমিসের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না (তবে ডিক্রীর বিরুদ্ধে অবশ্য আপীল চলিবে)। কিন্তু যদি আদালত রিভিউর দরখাস্ত মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে ঐ মঞ্জুরের আদেশের বিরুদ্ধে অপর পক্ষ কর্ত্তৃক আপীল চলিবে (অ ৪৭, রু ৭)।

সালিসী।

এই বিষয়টী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে সালিসীতে সমর্পণ ; (২) সালিসীতে সমর্পণের চুক্তি আদালতে দাখিল ; (৩) আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে সালিসী।

মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে সালিসী।

কোনও মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে পক্ষগণ যদি তাঁহাদের বিবাদীয় বিষয়টী সালিসীতে সমর্পণ করিয়া নিষ্পত্তি করাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা আদালতে দরখাস্ত করিবেন (২য় তফশীল, রু ১)।

পক্ষগণ যাঁহাদিগকে সালিস মান্য করিবেন তাঁহাদিগকে আদালত সালিস নিযুক্ত করিবেন, এবং একটী সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, সেই সময়ের মধ্যে সালিসগণ ঐ বিবাদীয় বিষয়টী নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন (রু ২, ৩)

পক্ষগণ যদি কোনও ব্যক্তিকে সালিস মান্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে আদালত সালিস নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (রু ৫)।

সালিসগণ যে সকল ব্যক্তির জোবানবন্দী গ্রহণ করিতে চাহিবেন, আদালত সেই সকল ব্যক্তির উপর পরোয়ানা জারী করিবেন। যদি

কোনও ব্যক্তি পরোয়ানা অমান্য করে, তাহা হইলে আদালতে উপস্থিত হইবার পরোয়ানা অমান্য করিলে তাহার যে শাস্তি হইত এস্থলেও সেই শাস্তি হইবে। (রু ৭)

যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সালিসগণ বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করিতে না পারেন তাহা হইলে আদালত সময় বাড়াইয়া দিবেন, কিংবা সালিসী রহিত করিয়া নিজে মোকদ্দমার বিচার করিবেন। (রু ৮)

সালিসগণ মীমাংসা শেষ করিয়া মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, এবং আদালতে দাখিল করিবেন; সেই সঙ্গে সাক্ষীর জোবানবন্দী এবং অন্যান্য দলিলাদি যাহা তাঁহারা প্রমাণে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও দাখিল করিবেন, এবং পক্ষগণকে ঐ দাখিলের নোটিস দিবেন। (রু ১০)

আদালত যদি দেখেন যে সালিসগণ কোনও অতিরিক্ত বিষয়ের মীমাংসা দিয়াছেন, বা মীমাংসাপত্রে কোনও ভুল আছে, তাহা হইলে আদালত উহা সংশোধন করিয়া লইতে পারেন। (রু ১২)

সালিসগণকে যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে দেওয়া হইয়াছে যদি তাঁহারা তন্মধ্যে কোনও এক বিষয় মীমাংসা না করিয়া থাকেন, কিংবা সালিসগণ যে মীমাংসা দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়, কিংবা বে-আইনী হয়, তাহা হইলে উহার পুনরায় ভালরূপ মীমাংসা করিবার জন্য সালিসগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে; যদি তাঁহারা উহা সংশোধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ সালিসী অসিদ্ধ হইবে। (রু ১৪, ১৫)

যদি কোনও সালিস কোনও পক্ষের সহিত যোগসাজসে কিংবা তাহার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক মামাংসা করিয়া থাকেন তাহা হইলে অপর পক্ষ ঐ মীমাংসা রহিত করিবার জন্য দরখাস্ত করিলে উহা রহিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত মত কোনও মীমাংসা রহিত হইলে কিংবা অসিদ্ধ হইলে আদালত স্বয়ং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন। (রু ১৫)

যদি আদালত সালিসের মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার বা রহিত করিবার কোনও কারণ না দেখেন, তাহা হইলে ঐ মীমাংসা অনুসারে রায় ও ডিক্রী দিবেন। ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোনও আপীল চলিবে না। (রু ১৬)

সালিসে সমর্পণে চুক্তি আদালতে দাখিল।

যদি দুই পক্ষ এই মর্ম্মে চুক্তি করেন যে তাঁহাদের মধ্যে কোনও বিষয়ে কোনও বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা উহা সালিসে সমর্পণ করিবেন, তাহা হইলে ঐ পক্ষগণ বা কোনও এক পক্ষ ঐ চুক্তি আদালতে দাখিল করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। আদালত তদনুসারে সকল পক্ষকে নোটিস দিয়া ঐ চুক্তি দাখিল করিবার আদেশ দিবেন, এবং উহা দাখিল হইয়া থাকিবে। ঐ চুক্তির কোনও পক্ষ যদি অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে বিবাদী তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন; তদনুসারে আদালত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া উহা সালিসীতে সমর্পণ করিবেন এবং সালিসের মীমাংসা অনুসারে রায় ও ডিক্রী দিবেন। (রু ১৭-১৯)

আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে সালিসী।

যদি কোনও বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া উহা সালিসে সমর্পণ করা হইয়া থাকে, এবং সালিস উহার কোনও মীমাংসা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে পক্ষগণের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি ঐ মীমাংসা আদালতে দাখিল করিবার জন্ত দরখাস্ত করিতে পারেন। আদালত ঐ দরখাস্তটীতে নম্বর দিয়া মোকদ্দমা স্বরূপ রেজিষ্টারী করিবেন, এবং সকল পক্ষের উপর নোটিস দিবেন। তাহার পর আদালত যদি ঐ মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার বা রহিত করিবার কোনও কারণ না দেখেন তাহা হইলে

উহা দাখিলের আদেশ দিবেন, এবং তদনুসারে রায় ও ডিক্রী দিবেন। ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোনও আপীল চলিবে না। (রু ২০, ২১)

অন্যান্য বিধান।

মিথ্যা মোকদ্দমার জন্য ক্ষতিপূরণ।

যদি কোনও মোকদ্দমায় বিবাদী এই বলিয়া আপত্তি করেন যে বাদী তাঁহার বিরুদ্ধে যে দাবী করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাঁহাকে হায়রাণ করিবার জন্যই উপস্থিত করা হইয়াছে, এবং আদালত যদি বিবেচনা করেন যে এ কথা বাস্তবিকই সত্য তাহা হইলে ঐ দাবী ডিসমিস করিবেন এবং বিবাদীকে ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য বাদীর প্রতি আদেশ করিতে পারেন। সেইরূপ বিবাদীও যদি বাদীর বিরুদ্ধে বর্ণনা পত্রে কোনও মিথ্যা দাবী করেন, তাহা হইলে বিবাদীর প্রতিও আদালত ঐরূপ আদেশ করিতে পারেন।

ঐ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে; তবে আদালতের যত টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তাহার অতিরিক্ত টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবার আদেশ করিতে পারেন না।

কোনও পক্ষের প্রতি উপরোক্তরূপ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ হইলেও ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমাও আনিতে পারা যাইবে। (৩৫ ক ধারা)

পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোক।

কোনও পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোক আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য নহেন, এবং তাঁহাকে কেহ আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিতে পারেন না।

দাম্পত্য স্বত্ব সাব্যস্তের নালিস ভিন্ন অন্য কোনও দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোনও দেওয়ানী আদালতের পরোয়ানায় পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোককে ধৃত করা যায় না। (১৩২ ধারা)

প্রত্যর্পণের জন্য দরখাস্ত।

যদি কোনও ডিক্রী আপীলে পরিবর্ত্তিত বা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ডিক্রীজারীতে দেনদারের কোনও সম্পত্তি ইতিপূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া গিয়া থাকিলে তিনি ঐ সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন; এবং তদনুসারে আদালত প্রত্যর্পণের আদেশ করিবেন এবং ইচ্ছা করিলে খরচা ফেরৎ দিবার এবং সুদ ওয়াশীলাত প্রভৃতি দিবারও আদেশ করিতে পারেন। প্রত্যর্পণের জন্য শুধু দরখাস্ত করিলেই চলে, কোনও মোকদ্দমা করিবার প্রয়োজন হয় না। (১৪৪ ধারা)

জামিন।

যদি কোনও ব্যক্তি কোনও ডিক্রীর আদেশমত কোনও কার্য্য করিবার জন্য জামিন হইয়া থাকেন, কিংবা ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি ধৃত করা হইলে তাহার প্রত্যর্পণের জন্য জামিন হইয়া থাকেন, কিংবা কোনও ডিক্রী বা হুকুম মূলে কোনও টাকা দিবার জামিন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ ডিক্রী বা হুকুম ঐ জামিনের বিরুদ্ধে জারী হইতে পারিবে। (১৪৫ ধারা)

সময় বৃদ্ধি।

যদি আদালত কোনও পক্ষকে কোনও কার্য্য করিবার জন্য কিছু সময় দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদালত ইচ্ছা করিলে ঐ পক্ষকে ঐ কার্য্য করিবার জন্য আরও কিছু বেশী সময় দিতে পারেন। (১৪৮ ধারা)

কোর্টফী।

যদি কেহ কোনও আরজী বা অন্য দলিলে কোর্টফী না দিয়া থাকেন, বা কতক কোর্টফী দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদালত ঐ কোর্টফী বা অবশিষ্ট কোর্টফী পরে দিবার জন্য অনুমতি দিতে পারেন; এবং পরে ঐ কোর্টফী দিলেই উহা যেন ঐ দলিল দাখিলের সময়েই প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (১৪৯ ধারা)

ভ্রম সংশোধন।

কোনও রায়, ডিক্রী বা হুকুমে কোনও সামান্য অঙ্কগত বা লিপিগত ভুল থাকিলে আদালত তাহা স্ব-ইচ্ছায় বা কোনও পক্ষের দরখাস্ত ক্রমে সংশোধন করিয়া লইতে পারেন। (১৫২ ধারা)

বিবিধ

সর্ব্বপ্রকার আদালত বেলা ১১টার সময় বসিবে এবং ৫টার সময় বন্ধ হইবে। পক্ষগণের সম্মতি না থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ না থাকিলে কোনও দেওয়ানী মোকদ্দমা রবিবারে অথবা গেজেট লিখিত ছুটির দিনে বিচার করা হইবে না।

আরজী ও বর্ণনা পত্র বেলা ১১টা হইতে ৫টার মধ্যে যে কোনও সময়ে দাখিল করিতে পারা যায়।

প্রত্যেক দরখাস্ত আদালত বসিবামাত্রই দাখিল করিতে হইবে। দরখাস্ত দাখিল হইবামাত্রই, আদালত হুকুম দিয়া থাকেন, কিন্তু নথি দেখিবার প্রয়োজন থাকিলে পরদিন নথি দেখিয়া হুকুম হইবে।

আরজী, বর্ণনাপত্র ও দরখাস্তগুলি পক্ষগণ বাঙ্গালায় অথবা ইচ্ছা করিলে ইংরাজীতেও লিখিতে পারেন। পক্ষগণ হাতে লিখিতে পারেন অথবা টাইপ করিয়া দিতে পারেন। হাতে লিখিলে খুব স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে।

আরজী, বর্ণনাপত্র ও দরখাস্তগুলি কেবল মাত্র কার্টিজ কাগজে লিখিত হইবে, এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা হইবে। পার্শ্বে সিকি ভাগ মার্জ্জিন রাখিতে হইবে, এবং মাথায় ও নীচে এক ইঞ্চি করিয়া স্থান বাদ রাখিতে হইবে।

কোনও আরজীই একদিবসের অধিক বে-রেজেষ্ট্রী অবস্থায় থাকিবেনা; এ বিষয়ে কোনও গোলযোগ হইলে আদালতের দৃষ্টিগোচর করান হইবে।

আদালতের পরোয়ানাদি।

আদালতে যে সমস্ত সমন নোটিস আদি পরোয়ানা দাখিল করিতে হইবে তাহার ছাপান ফরমগুলি উকীল সেরেস্তা হইতে পূরণ করিয়া দিতে হয়; কেবলমাত্র হাজির হইবার তারিখ এবং পরোয়ানা বাহির হইবার তারিখ এই দুইটী ফাঁক থাকিবে, তাহা আদালতের কর্ম্মচারীগণ পূরণ করিয়া দিবেন। সমস্ত পরোয়ানার নিম্নভাগে বামদিকে উকিলের বা পক্ষের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। তাঁহারাই ঐ পরোয়ানায় লিখিত বিবরণ সমূহের শুদ্ধতা বিষয়ে দায়ী।

সমস্ত পরোয়ানা বড় বড় অক্ষরে শুদ্ধভাবে লিখিয়া দিতে হইবে। হাকিম ইচ্ছা করিলে কোনও পরোয়ানা আদালত হইতে লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন।

৫০০০৲ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমা।

৫০০০৲ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমায়, বিভিন্ন স্বত্ববিশিষ্ট যতগুলি পক্ষ থাকিবে, প্রত্যেক জবাব ও দরখাস্তের সহিত তাহার ততগুলি নকল দাখিল করিতে হইবে। আরও, যতগুলি পক্ষ থাকিবে, দলিল দাখিলের সময়ে দলিলের ফিরিস্তিরও ততগুলি নকল দাখিল করিতে হইবে। যে প্রকারের দলিল দাখিল হইল তাহার বিবরণ ঐ ফিরিস্তিতে থাকিবে।

এই নকলগুলি আদালতের পেস্কারের নিকট দাখিল হইলে তাহা আদালতের দস্তখত ও মোহরযুক্ত হইয়া উপরোক্ত পক্ষগণকে বা তাঁহাদের উকীলগণকে দেওয়া হইবে।

চালান।

চালান দ্বারা কোনও টাকা দাখিল করিতে হইলে চালানের ফরম লইয়া পূরণ করিতে হয়। চালানের তিনটী ভাগ থাকে; তন্মধ্যে টাকা

দাখিলকারী প্রথম ভাগটী পূরণ করিয়া দিবেন। পূরণ করিয়া চালানটা আদালতের সেরেস্তাদারের নিকটে লইয়া যাইতে হয়। সেরেস্তাদার ঐ চালান পরীক্ষা করিয়া পাশ করিয়া দিলে ঐ চালান আদালতের একাউ-ণ্টেণ্টের নিকট লইয়া যাইতে হয়। একাউণ্টেণ্ট ঐ চালানের দ্বিতীয় ভাগ পূরণ করিয়া পাশ করিয়া দিবেন। তখন ঐ চালান ট্রেজারীর একাউণ্টেণ্টের নিকট লইয়া যাইতে হয়। ট্রেজারীর একাউণ্টেণ্ট চালানের তৃতীয় ভাগ পূরণ করিয়া পাশ করিয়া দিবেন। তখন ঐ চালানে ট্রেজারারের স্বাক্ষর করাইয়া উহা ট্রেজারীর পোদ্দারের নিকট লইয়া গিয়া টাকা দাখিল করিতে হয়। ঐ চালানের এক ভাগ টাকা-দাখিলকারীকে ফেরৎ দেওয়া হইবে, এক ভাগ ট্রেজারীতে থাকিবে, এবং আর একভাগ আদালতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

চালানে কোনও কোর্টফী আবশ্যক হয় না।

পেমেণ্ট অর্ডার।

আদালতে চালান মূলে কোনও টাকা দাখিল হইলে পর, ঐ টাকা পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তি উহা তুলিয়া লইবার জন্য পেমেণ্ট অর্ডারের ফরম লইয়া তাহা পূরণ করিয়া দিবেন। পেমেণ্ট অর্ডারেও তিনটী ভাগ থাকে; তন্মধ্যে টাকা প্রার্থী ব্যক্তি শুধু প্রথম ভাগ পূরণ করিয়া দিবেন। পূরণ করিয়া ঐ পেমেণ্ট অর্ডার আদালতের সেরেস্তাদারের নিকট লইয়া যাইতে হয়। সেরেস্তাদার উহা পাশ করিয়া দিলে উহা আদালতের একাউণ্টেণ্টের নিকট লইয়া যাইতে হয়। একাউণ্টেণ্ট উহার দ্বিতীয় ভাগ পূরণ করিয়া পাশ করিয়া দিবেন। তখন উহা ট্রেজারীর একাউ-ণ্টেণ্টের নিকট লইয়া যাইতে হয়। তিনি উহার তৃতীয় ভাগ পূরণ করিয়া পাশ করিয়া দিবেন। তাহার পর উহাতে ট্রেজারারের স্বাক্ষর করাইয়া উহা ট্রেজারীর পোদ্দারের নিকট লইয়া যাইতে হয়। পোদ্দারের

নিকট টাকা পাইয়া পেমেণ্ট অর্ডারের তৃতীয় ভাগে রসিদ লিখিয়া দিতে হয়; ২০৲ টাকার অধিক হইলে /০ আনার ডাক টিকিট লাগাইয়া রসিদ দিতে হইবে। ট্রেজারীর একাউণ্টেণ্ট পেমেণ্ট অর্ডার পাশ করিয়া দিলে তাহার পর দশ দিনের মধ্যে ঐ টাকা লইতে হয়; নচেৎ পুনরায় আদালতে দরখাস্ত করিয়া সময় বাড়াইয়া লইতে হয়। প্রতি বৎসরের শেষ দিনের (অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ্চের) পর ঐ বৎসরের আর কোনও পেমেণ্ট অর্ডারের টাকা লওয়া যায় না।

২৫৲ টাকার অনধিক টাকা হইলে তাহার পেমেণ্ট অর্ডারের দরখাস্তে কোনও কোর্টফী লাগিবে না, কিন্তু যদি টাকা দাখিলের তিন মাস পরে পেমেণ্ট অর্ডারের জন্য দরখাস্ত হয়, তাহা হইলে ২৫৲ টাকার কম হইলেও তাহার দরখাস্তে /০ আনার কোর্টফী লাগিবে।

২৫৲ টাকার অধিক এবং ৫০৲ টাকার অনধিক টাকা হইলে পেমেণ্ট অর্ডারের দরখাস্তে /০ কোর্টফী লাগে। ৫০৲ টাকার অধিক টাকায় (যত টাকা হউক না কেন) ‖০ কোর্টফী লাগে।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন।

[প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে লিখিত ভূম্যধিকারী, প্রজা, ভূমি, খাজনা, প্রজাবিভাগ, প্রজার স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও কথা লেখা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। কেবলমাত্র খাজনা আইন অনুসারে দরখাস্ত, মোকদ্দমা, ডিক্রীজারী, নিলাম প্রভৃতি আদালত সংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধে যে বিশেষ বিধানগুলি ঐ আইনে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই নিম্নে বিশদরূপে লিখিত হইল।]

আদালতে খাজনা আমানত।

(ক) ভূম্যধিকারী যদি প্রজার নিকট হইতে টাকা লইতে বা তজ্জন্য দাখিলা দিতে অস্বীকার করেন; বা (খ) ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে খাজনার টাকা লইতে বা দাখিলা দিতে অস্বীকার করায় প্রজার যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ভূম্যধিকারী খাজনার টাকা লইতে ও দাখিলা দিতে অস্বীকার করিবেন; বা (গ) যেস্থলে একাধিক ভূম্যধিকারীকে যৌথরূপে খাজনা দিতে হয় কিন্তু প্রজা তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে তাঁহাদের দস্তখতি দাখিলা পাইতে না পারেন এবং তাঁহাদের এজমালী তহশীলদারও না থাকেন; বা (ঘ) যে স্থলে কে খাজনা পাইতে স্বত্ববান তদ্বিষয়ে প্রজার মনে সন্দেহ থাকে;—সে স্থলে প্রজা আদালতে খাজনা আমানত করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ঐ আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

ঐ দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন:—(১) যে কারণবশতঃ প্রজা আদালতে খাজনা আমানত করিতে চাহিতেছে (২) ঐ আমানতি টাকা কাহার নামে জমা হইবে; (৩) যদি অনেকগুলি

সরিক থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের নাম; (৪) কে প্রকৃত অধিকারী এ বিষয়ে প্রজার মনে সন্দেহ হইলে, সর্ব্বশেষে কোন্ ব্যক্তিকে প্রজা খাজনা দিয়াছে তাহার নাম এবং অপর যে যে ব্যক্তি দাবী করিতেছেন তাঁহাদের নাম। ঐ দরখাস্তে সত্যপাঠ করিতে হইবে, এবং আইনমত কোর্টফী দিতে হইবে। (৬১ ধারা)। এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

দরখাস্তে নিম্নলিখিত হারে কোর্টফী দিতে হইবে:—

খাজনা ৫৲ টাকার অনধিক হইলে	... ...	୵৹
খাজনা " " অধিক কিন্তু ১০৲ টাকার অনধিক হইলে		৶৹
খাজনা ১০৲ " অধিক কিন্তু ২৫৲ টাকার অনধিক হইলে		।৹

তাহার উর্দ্ধে প্রতি ১০৲ টাকায় ৶৹ ও ২৫৲ টাকায় ।৹ হারে কোর্টফী দিতে হয়; কিন্তু খাজনা যত টাকাই হউক, ঐ ফী ৫৲ টাকার অধিক হইবে না।

প্রজা ইচ্ছা করিলে দরখাস্তে কোর্টফী না দিয়া, খাজনা চালান দ্বারা আদালতে আমানত করিবার সময়ে চালানে কোর্টফী দিতে পারেন।

ঐ দরখাস্ত দেখিয়া আদালত যদি উহা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে আদালত প্রজার নিকট হইতে খাজনা গ্রহণ করিয়া তাহাকে একটী রসিদ দিবেন। ঐ রসিদ পাইলে প্রজা সমস্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন। (৬২ ধারা)

আদালতে খাজনা আমানত হইলে আদালত গৃহের একটী প্রকাশ্য স্থানে আমানতের নোটিস লটকাইয়া দেওয়া হয়। উহার পর ১৫ দিনের মধ্যে যদি কেহ ঐ টাকা লইতে না আসেন তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীর উপর নোটিস জারী করিবেন। (৬৩ ধারা)। এই সকল নোটিস জারীর জন্য প্রজাকে কোনও খরচা দিতে হইবে না।

নোটিস আদালতে লটকাইবার পর বা ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার পর যদি ঐ খাজনা পাইবার অধিকারী ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে ঐ টাকা দিতে পারেন; অথবা কে প্রকৃত অধিকারী এ বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে যতদিন পর্য্যন্ত মীমাংসা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আদালত ঐ টাকা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন।

প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে যদি আদালত টাকা দেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকৃত অধিকারী নালিস করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনও নালিস চলিবে না।

আমানতের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে কেহ টাকা না লইলে প্রজা দরখাস্ত করিলেই এবং ৬২ ধারার লিখিত রসিদখানি ফেরৎ দিলে ঐ টাকা তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। (৬৪ ধারা)।

ফসল ক্রোক।

এক বৎসরের অধিক কালের বাকী খাজনা আদায়ের জন্য কোনও রাইয়তের বা কোর্ফা রাইয়তের ভূম্যধিকারী যদি জামিন না লইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ কৃষকের জোতে যে শস্য থাকে তাহা বা ঐ জোতে উৎপন্ন শস্য যাহা কৃষক কাটিয়া ঐ জোতে বা তাঁহার বাটীতে খামারে রাখিয়াছেন তাহা ক্রোক করিবার জন্য ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন। (১২১ ধারা)

ঐ দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হইবে:—(ক) যে জমীর খাজনা বাকী পড়িয়াছে তাহার বর্ণনা ও চৌহদ্দী; (খ) প্রজার নাম; (গ) যে সময়ের খাজনা দাবী করা হইতেছে; (ঘ) বাকী খাজনার পরিমাণ মায়

সুদ ; যদি গত বৎসর অপেক্ষা অধিক খাজনা দাবী করা হয় তবে যে চুক্তি বা মোকদ্দমার বলে অধিক খাজনা দাবী করা যাইতেছে তাহাও লিখিতে হইবে ; (ঙ) যে শস্য ক্রোক করিতে হইবে তাহার অবস্থা ও আনুমানিক মূল্য ; (চ) কোন্ স্থানে শস্য রহিয়াছে ; (ছ) যদি দণ্ডায়মান শস্য হয়, তবে সম্ভবতঃ কোন্ সময়ে উহা কাটা বা জড় করা হইবে। ঐ দরখাস্তটী আরজীর ন্যায় স্বাক্ষরিত ও সত্যপাঠযুক্ত হইবে। (১২২ ধারা)

এই দরখাস্তের মুসবিদা পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ॥০ আনার কোর্টফী লাগিবে। এই সঙ্গে ফসল ক্রোকের তলবানা দাখিল করিতে হইবে, তাহা "নানাবিধ খরচা" শীর্ষক অধ্যায়ে পরে লিখিত হইয়াছে।

আদালত ঐ দরখাস্ত পাইয়া দরখাস্তকারীর সাক্ষ্য লইতে পারেন, এবং অবিলম্বেই ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন বা অগ্রাহ্য করিবেন বা দরখাস্তকারীকে আরও প্রমাণ দিতে বলিতে পারেন। যদি আদালত অবিলম্বেই কোনও নিষ্পত্তি করিতে না পারেন তাহা হইলে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ শস্য যাহাতে স্থানান্তরিত না হয় সেই মর্ম্মে আদালত আজ্ঞা দিতে পারেন। (১২৩ ধারা)

উপরোক্ত দরখাস্ত আদালত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে, ঐ শস্য আটক করিবার জন্য আদালত একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইবেন, এবং ঐ কর্ম্মচারী গিয়া শস্য নিজের জিম্মায় লইবেন, বা নিজ পক্ষের লোকের জিম্মায় দিবেন, এবং শস্য আটকের নোটিস ঢোল সহরত দ্বারা প্রচার করিবেন। যে শস্য স্বভাবতঃ গোলাজাত করা যায় না, তাহা কাটিবার বা জড় করিবার উপযুক্ত হইবার অন্ততঃ ২০ দিন পূর্ব্বে আটক করিতে হইবে। (১২৪ ধারা)

উক্ত কর্ম্মচারী শস্য আটক করিবার সময়ে যে যে কারণে আটক করা হইতেছে তাহার বিবরণ এবং আটকের খরচা সহ বাকী খাজনার

লিখিত দাবী দেনদারের উপর জারী করিবেন। দেনদার ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তি ঐ শস্যের মালিক হইলে, ঐ কর্ম্মচারী সেই মালিকের উপরও ঐ বিবরণ ও দাবী জারী করিবেন। (১২৫ ধারা)

ফসল ক্রোক করা হইলেও দেনদার উহা কাটিতে এবং জড় করিতে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সকল কার্য্য করিতে পারিবেন। যদি দেনদার ঐ শস্য পক্ক হইলে উহা না কাটেন, তাহা হইলে উপরোক্ত কর্ম্মচারী উহা কাটিয়া জড় করিবেন। (১২৬ ধারা)

শস্য ক্রোক করিবার সময়ে যদি দেনদার উক্ত কর্ম্মচারীকে বাকী খাজনা মায় আটকের খরচা পরিশোধ করিয়া দেন, তাহা হইলে আর শস্য আটক করা হইবে না। কিন্তু যদি তাহা দেনদার না দেন তাহা হইলে শস্য ক্রোক করিয়া ক্রোককারী কর্ম্মচারী নিলামী ইস্তাহার প্রচার করিবেন। ঐ ইস্তাহারে শস্যের বিবরণ, দাবীর পরিমাণ এবং কোন তারিখে কোন্ সময়ে নিলাম হইবে তাহা লিখিত থাকিবে, এবং যে গ্রামে ঐ শস্য অবস্থিত সেই গ্রামের কোনও প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে। ক্রোকের তারিখের পর তিন দিন হইতে সাত দিনের মধ্যে নিলাম হইবে; কিন্তু যদি শস্য কাটিয়া জড় করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাটিবার এবং জড় করিবার পর কোনও এক দিনে উহা নিলাম হইবে। (১২৭ ধারা)

যে স্থানে শস্য আছে সেইখানেই নিলাম হইবে, অথবা নিকটস্থ হাটে বা বাজারে অধিক মূল্য উঠিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেইখানে নিলাম হইবে। (১২৮ ধারা)

শস্যের কতক অংশ বিক্রয় করিয়া দাবী ও খরচা উঠিয়া গেলে বাকী অংশ তৎক্ষণাৎ ক্রোকমুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। (১৩০ ধারা)

নিলামের ধার্য্য দিনে যদি উচিত মূল্যের ডাক না হয়, তাহা হইলে ঐ

শস্যের মালিকের দরখাস্ত অনুসারে নিলাম সেদিন স্থগিত রাখিয়া পরবর্ত্তী দিনে বা পরবর্ত্তী হাটের দিনে উহা পুনরায় নিলাম হইবে, এবং সেদিন যে দর উঠিবে, সেই দরেই বিক্রয় করা হইবে। (১৩১ ধারা)

নিলামে যিনি ডাকিবেন তিনি তৎক্ষণাৎ মূল্য দিবেন, না দিলে ঐ শস্য পুনরায় নিলামে চড়ান হইবে। (১৩২ ধারা)

খরিদদার পূরা মূল্য দিলেই খরিদের একখানি সার্টিফিকেট পাইবেন। (১৩৩ ধারা)

বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রথমে নিলামের খরচা এবং ক্রোকের খরচা আদায় হইবে; তাহার পর বাকী খাজনা মায় সুদ পরিশোধ করা হইবে। ইহার পরও কিছু অবশিষ্ট থাকিলে শস্যের মালিককে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। (১৩৪ ধারা)

নিলামকারী কর্ম্মচারী বা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ নিলামে ডাকিতে পারিবেন না। (১৩৫ ধারা)

নিলামের পূর্ব্বে দেনদার বা শস্যের মালিক যদি দাবীর পরিমাণ এবং ক্রোকের খরচা আদালতে জমা দেন, বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এক রসিদ দেওয়া হইবে এবং ক্রোক উঠাইয়া লওয়া হইবে। ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে টাকা দিলে তিনি অবিলম্বে উহা আদালতে জমা দিবেন। ঐ টাকা দিবার তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে উহা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইবে। (১৩৬ ধারা)

কোনও রাইয়তের শস্য বাকী খাজনার জন্য ক্রোক করা হইলে কোনও কোর্ফা রাইয়ত যদি ঐ বাকী খাজনার টাকা পরিশোধ করিয়া দেন, তাহা হইলে ঐ রাইয়তকে খাজনা দিবার সময়ে কোর্ফা রাইয়ত ঐ টাকা খাজনার টাকা হইতে বাদ দিতে পারিবেন। (১৩৭ ধারা)

আদালত শস্য ক্রোকের হুকুম দিলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে না;

কিন্তু শস্য ক্রোক করা হইলে শস্যের মালিক ক্ষতিপূরণের জন্য নালিস করিতে পারেন। (১৪০ ধারা)

মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের লিখিত কার্য্য-প্রণালী সমূহ সাধারণতঃ প্রয়োজ্য হইবে (১৪৩ ধারা)। তবে খাজনা আইনের মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি অতিরিক্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

কোন্ আদালতে নালিস হইবে।

জমীদার ও প্রজার মধ্যে নালিসী জমী সংক্রান্ত সকল মোকদ্দমা এবং দরখাস্ত- যে আদালতে নালিসী জমীর দখলের জন্য মোকদ্দমা চলিতে পারে, সেই আদালতে করিতে হইবে। (১৪৪ ধারা)

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

যে আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে বা দায়ের আছে বা দরখাস্ত করা হইয়াছে সেই আদালতের এলাকাধীনে জমীদার বাস করিলেও, ঐ জমীদারের লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নায়েব বা গোমস্তা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী" বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ ঐ নায়েব বা গোমস্তা জমিদারের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতে এবং মোকদ্দমা সংক্রান্ত সকল কার্য্য করিতে পারিবেন; এবং জমীদারের বিরুদ্ধে প্রজা মোকদ্দমা অনিলে সমন নোটিস আদি পরোয়ানা ঐ নায়েব বা গোমস্তার উপর জারী করিলেই চলিবে। (১৪৫ ধারা)

দ্বিতীয় মোকদ্দমা।

যদি কোনও জমীদার কোনও প্রজার বিরুদ্ধে জমীর খাজনা আদায়ের জন্য নালিস রুজু করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ রুজুর তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উক্ত জমীদার উক্ত প্রজার বিরুদ্ধে ঐ জমীর খাজনা বাবত পুনরায় নালিস রুজু করিতে পারিবেন না। তবে তিনি পূর্ব্ব মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আদালতের অনুমতিক্রমে পূর্ব্ব মোকদ্দমা রুজুর তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মোকদ্দমা আনিতে পারিবেন। (১৪৭ ধারা)

মোকদ্দমা আপোস।

মোকদ্দমা আপোস সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩ অর্ডার ৩ রুলে যে নিয়ম আছে, (পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য) তাহা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের মোকদ্দমায় প্রযোজ্য হইবে না। এ স্থলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি খাটিবে :—

(১) জমীদার ও প্রজার মধ্যে কোনও মোকদ্দমা সোলে হইয়া গেলে আদালত তদনুসারে ডিক্রী দিবেন; কিন্তু যদি ঐ সোলেনামার সর্ত্তগুলি খাজনা আইন অনুসারে বলবৎ করণের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে আদালত সোলেনামা অনুসারে ডিক্রী দিবেন না; (২) যদি ঐ সোলেনামায় খাজনা সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা থাকে, তাহা হইলে আদালত নালিসী বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরে খাজনা কি হারে দেয় ছিল তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিবেন; যদি আদালত দেখেন যে ঐ সোলেনামায় খাজনা আইনের ২৯ ধারার বিরুদ্ধমতে খাজনা বৃদ্ধির সর্ত্ত হইয়াছে তাহা হইলে আদালত ঐ সোলেনামা অনুসারে ডিক্রী দিবেন না; (৩) যদি আদালত সোলেনামার সর্ত্ত দ্বারা কোনও তৃতীয়

ব্যক্তির স্বত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা দেখেন, তাহা হইলে আদালত তদনুসারে ডিক্রী দিবেন না। (১৪৭ ক ধারা)

দলিল দর্শন, ইণ্টারগেটরী প্রভৃতি।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে দলিল দর্শন, ইণ্টারগেটরী ও কালেক্টর দ্বারা ডিক্রীজারী সম্বন্ধে যে নিয়মগুলি আছে, তাহা খাজনা আইনের মোকদ্দমায় প্রযোজ্য হইবে না। (১৪৮ ধারা)

আরজী।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ৭, রুল ১।২ ৩।৫।৬ অনুসারে আরজীতে যে সকল বিবরণ লিখিবার নিয়ম আছে, খাজনার মোকদ্দমার আরজীতেও সেই সকল বিবরণ লিখিত হইবে, এতদ্ভিন্ন প্রজার দখলী জমীর অবস্থিতি, বিবরণ, পরিমাণ ও চৌহদ্দি দিতে হইবে; যদি বাদী পরিমাণ ও চৌহদ্দি লিখিতে না পারেন, তাহা হইলে জমী যাহাতে সহজে সনাক্ত করিতে পারা যায় এরূপভাবে বর্ণনা করিতে হইবে।

আরজীর শেষে এবং সত্যপাঠের পূর্ব্বে তপশীল করিয়া তাহাতে দাবীর বিবরণ ও জমীর বর্ণনা ও চৌহদ্দি দিতে হইবে।

যদি ঐ জমীর রেকর্ড অব রাইটস প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নক্সার কত দাগের জমী ও রেকর্ড অব রাইটসে খাজনার পরিমাণ কত আছে তাহা আরজীতে লিখিতে হইবে; তবে যদি বাদী উপযুক্ত কারণবশতঃ উহা দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে উহা না দিলেও চলিবে।

যদি রেকর্ড অব রাইটস শেষ প্রকাশিত হইবার পর জমীর পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রেকর্ড অব রাইটসে

খাজনার পরিমাণ কত লিখিত ছিল, এবং বর্ত্তমানে কি হিসাবে খাজনা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহাও আরজীতে লিখিতে হইবে। (১৪৮ ধারা)

সমন।

বাকী খাজনার মোকদ্দমায় বিবাদীর নামে যে সমন বাহির হইবে, তাহা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন; ইসুধার্য্যের নিমিত্ত সমন নহে। (১৪৮ ধারা)।

জবাব।

বাকী খাজনার মোকদ্দমায় লিখিত বর্ণনাপত্র দাখিল করা চলিবে না, মৌখিকভাবে জবাব দিবার নিয়ম। বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে তন্নিমিত্ত আদালতের অনুমতির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। (১৪৮ ধারা। দাবী ৫০৲ টাকার কম হইলে ঐ দরখাস্তে ৶০ কোর্টফী, এবং দাবী তদূর্দ্ধ হইলে ৸০ আনা কোর্টফী লাগিবে।

প্রজা যদি এই বলিয়া জবাব দেয় যে তাহার নিকট হইতে খাজনা বাকী আছে বটে কিন্তু ঐ খাজনা বাদী পাইবেন না, উহা অপর তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য, তাহা হইলে প্রজা ঐ টাকা আদালতে আমানত না করা পর্য্যন্ত আদালত তাহার ঐ আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না। প্রজা যদি ঐ টাকা আদালতে জমা দেয়, তাহা হইলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর আদালত নোটিস জারী করাইবেন; ঐ নোটিস পাওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে যদি সেই তৃতীয় ব্যক্তি ঐ টাকার জন্য বাদীর বিরুদ্ধে নালিস না করেন, তাহা হইলে উহা বাদীকে দেওয়া হইবে। (১৪৯ ধারা)

প্রজা যদি এই বলিয়া জবাব দেয় যে বাদী তাহার নিকট হইতে টাকা পাইবেন বটে, কিন্তু বাদী যাহা দাবী করিয়াছেন তাহা প্রকৃত

প্রাপ্যের অধিক, তাহা হইলে প্রজা তাহার স্বীকৃত টাকা আদালতে জমা না দিলে আদালত ঐ আপত্তি শুনিবেন না। (১৫০ ধারা)

উপরোক্ত দুই স্থলেই আদালত ইচ্ছা করিলে সমস্ত টাকার পরিবর্ত্তে কতকাংশ টাকা গ্রহণ করিয়া প্রজার আপত্তি শ্রবণ করিতে পারেন। (১৫১ ধারা)

উপরোক্ত ধারাগুলি অনুসারে প্রজা টাকা জমা দিলেই আদালত তাহাকে রসিদ দিবেন। (১৫২ ধারা)

একজন সরিক কর্ত্তৃক মোকদ্দমা।

যদি কোনও সরিক জমীদার অপর সরিকগণকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ মহল বা জোতের বাকী খাজনার জন্য নালিস করেন, কিন্তু সমস্ত মহাল বা জোতের জন্য কত খাজনা প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য আছে বা অন্য সরিকগণকে প্রজা খাজনা দিয়াছেন কিনা তাহা স্থির করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি শুধু তাঁহার নিজ অংশের প্রাপ্য খাজনার জন্য ডিক্রী পাইতে পারেন, এবং এই ডিক্রীটি সর্ব্ববিষয়ে সমস্ত জমীদার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সম্পূর্ণ খাজনার ডিক্রীর ন্যায় বলবৎকরণযোগ্য হইবে। (১৪৮ ক ধারা)

আপীল।

খাজনার মোকদ্দমার ডিক্রী বা হুকুমের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত স্থলে কোনও আপীল চলিবে না:—(ক) যদি ঐ ডিক্রী বা হুকুম ডিষ্ট্রীক্ট জজ বা এডিসনাল জজ বা সবজজ কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, এবং দাবী ১০০৲ টাকার অনধিক হয়; কিংবা (খ) যদি ঐ ডিক্রী বা হুকুম কোনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, এবং দাবীর পরিমাণ ৫০৲ টাকার অনধিক হয়।

কিন্তু এই উভয়স্থলেও, যদি ঐ ডিক্রী বা হুকুম দ্বারা জমীতে কোনও স্বত্ব সম্বন্ধে বা পক্ষগণের কোনও স্বার্থ সম্বন্ধে বা খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপীল চলিবে। (১৫৩ ধারা)

ছানির দরখাস্ত।

খাজনার মোকদ্দমায় বিবাদীর উপর সমনজারীর তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে, বিবাদীর অনুপস্থিতি হেতুতে একতরফা ডিক্রী হইতে পারিবে না।

খাজনার মোকদ্দমায় একতরফা ডিক্রী হইলে তাহা রদ করিবার জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ৯ রুল ১৩ অনুসারে দরখাস্ত করিতে পারা যায়। ঐ দরখাস্তে একতরফা ডিক্রী দ্বারা দরখাস্তকারীর কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে; এবং দরখাস্তকারী খাজনা বাবত কোনও টাকা তাঁহার নিকট হইতে জমীদারের প্রাপ্য থাকা স্বীকার করিলে ঐ স্বীকৃত টাকা বা আদালতের আদিষ্ট টাকা দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবার সময়ে বা পূর্ব্বে আদালতে জমা দিতে হইবে। আদালত দরখাস্তকারীর ক্ষতির সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ঐ টাকা আমানতের দায় হইতে অব্যাহতি দিতেও পারেন। (১৫৩ ক ধারা)

বাকী খাজনার মোকদ্দমায় কোনও রায়ের পুনর্ব্বিচারের (রিভিউর) দরখাস্তেও দরখাস্তকারীকে ঐরূপ ক্ষতির কথা প্রকাশ করিতে হইবে, এবং আদালতে টাকা জমা দিতে হইবে। (১৫৩ ক ধারা)

উচ্ছেদের মোকর্দ্দমা।

যদি জমীদার নিম্নলিখিত কোনও কারণে প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য নালিস করিতে ইচ্ছা করেন:—(ক) প্রজা ঐ জমী এরূপভাবে

অপব্যবহার করিয়াছেন যে তজ্জন্য উহা কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইয়াছে; বা (খ) প্রজা কোনও চুক্তিভঙ্গ করা হেতু চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে উচ্ছেদযোগ্য হইয়াছে; তাহা হইলে জমীদার নালিস করিবার পূর্ব্বে প্রজার উপর নোটিস দিবেন। ঐ নোটিসে প্রজা যেরূপভাবে অপব্যবহার করিয়াছে বা চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে তাহা লিখিত থাকিবে, এবং জমীদার ঐ অপব্যবহারের প্রতীকার করিতে বা চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে প্রজাকে বলিবেন। প্রজা ঐ নোটিস পাইয়া তদনুসারে কার্য্য না করিলে. জমীদার উচ্ছেদের নালিস রুজু করিতে পারিবেন।

এইরূপ নালিসে আদালত যে ডিক্রী দিবেন. তাহাতে একেবারে উচ্ছেদের আদেশ থাকিবে না; ডিক্রীতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ অপব্যবহারের প্রতীকার করিতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রজার উপর আদেশ থাকিবে; এবং যদি প্রজা ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপব্যবহারের প্রতীকার করেন, বা ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, তাহা হইলে ঐ ডিক্রী জারী করা হইবে না। (১৫৫ ধারা)

কোনও রাইয়তকে তাহার জোত হইতে উচ্ছেদ করার পর, ঐ রাইয়ত উচ্ছেদের পূর্ব্বে ঐ জমীতে যে সকল শস্য বপন করিয়াছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য জমীদার তাহাকে ঐ জমীতে থাকিতে দিতে পারেন, অথবা তাহাকে ঐ শস্যের ন্যায্য মূল্য দিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারেন। যদি জমীদার তাহাকে থাকিতে দেন তাহা হইলে সে যত দিন থাকিবে. ততদিন তিনি তাহার নিকট হইতে খাজনা লইতে পারিবেন। যদি এরূপ হয় যে রাইয়ত উচ্ছেদের পূর্ব্বে কোনও শস্য বপন করে নাই বটে, কিন্তু বপনোপযোগী করিবার জন্য জমীর উপর অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়াছে, তাহা হইলে জমীদার তাহাকে উচ্ছেদ করিবার সময়ে তাহাকে পরিশ্রমের মূল্য ও ব্যয় দিতে বাধ্য হইবেন। (১৫৬ ধারা)

কোনও অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার নালিসে, বাদী উচ্ছেদের পরিবর্ত্তে এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন যে বিবাদী ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনার জন্য দায়ী বলিয়া আদালত কর্তৃক প্রচার করা হউক এবং আদালত ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিয়া দেন ; আদালত তদনুসারে ডিক্রী দিতে পারেন। (১৫৭ ধারা)

খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী।

কোনও কৃষি বৎসরের প্রথম ৮ মাসের মধ্যে (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে) খাজনা বৃদ্ধির জন্য মোকদ্দমা করিলে, তাহাতে যে ডিক্রী হইবে, তদনুসারে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসর হইতেই বর্দ্ধিত খাজনা আদায় করা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও বৎসরের শেষ চারি মাসের মধ্যে (পৌষ—চৈত্র) খাজনা বৃদ্ধির নালিস করিলে তাহার ডিক্রীতে পর বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসর হইতে বর্দ্ধিত খাজনা আদায় হইবে। আদালত ইচ্ছা করিলে খাজনা বৃদ্ধির সময় আরও পিছাইয়া দিতে পারেন। (১৫৪ ধারা)

ডিক্রীজারী।

বাকী খাজনার নালিসে ডিক্রী দিবার সময়ে আদালত ডিক্রীদারের মৌখিক আবেদন অনুসারে ঐ ডিক্রী জারীর নিমিত্ত আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু উচ্ছেদের মোকদ্দমায় ঐরূপ আদেশ দিবেন না।

যদি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ডিক্রীদারের নিকট হইতে বাকী খাজনার ডিক্রীটী খরিদ করেন, তাহা হইলে বাকী করের জমীতে ডিক্রীদারের সমুদয় স্বত্ব ঐ তৃতীয় ব্যক্তিতে যতক্ষণ না বর্ত্তে, ততক্ষণ ঐ ব্যক্তি উক্ত ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না। (১৪৮ ধারা)

বাকী খাজনার ডিক্রীজারীর দরখাস্তে ডিক্রীদার নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিতে পারেন :—(১) দেনদারের অস্থাবর মাল ক্রোক; বা (২)

দেনদারকে দস্তকে ধৃত করণ; বা (৩) বাকী করের জমী নিলাম বিক্রয়; বা (৪) দেনদারের অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়।

খাজনা বাকীর জন্য নিলাম।

একজন সরিক কর্ত্তৃক দরখাস্ত।

যদি কোনও সরিক জমিদার অপর সরিকগণকে বিবাদীভুক্ত করিয়া খাজনা বাকীর জন্য নালিস করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হন, এবং ঐ ডিক্রীজারীতে বাকী করের সম্পত্তি নিলাম করাইবার জন্য দরখাস্ত করেন, তাহা হইলে আদালত নিলামের হুকুম দিবার পূর্ব্বে অন্যান্য সরিকগণকে ডিক্রিজারীর দরখাস্তের নোটিস দিবেন। (১৫৮ খ ধারা)

নিলামের কার্য্যপ্রণালী।

বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে বাকীকরের সম্পত্তি নিলাম করাইবার জন্য ডিক্রীদার যদি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডার ১১ রুল অনুসারে দরখাস্ত করেন, তাহা হইলে ঐ দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হইবে:—(১) উক্ত সম্পত্তি কোন্ পরগণা, এষ্টেট ও গ্রামে অবস্থিত; (২) উহার বার্ষিক খাজনা কত; (৩) ডিক্রী বাবত কত টাকা পাওনা আছে। (১৬২ ধারা)

এই দরখাস্তে, দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের অর্ডার ২১ রুল ৬৬ অনুসারে দেনদারের উপর নোটিস জারীর জন্য তলবানা দিতে হয়, এবং নোটিস লিখিয়া দিতে হয়। নিলামী ইস্তাহার কোন্ তারিখে কোথায় প্রস্তুত হইবে তাহা দেনদারকে জানান এই নোটিসের উদ্দেশ্য। আদালত এই দরখাস্ত পাইবার পর দেনদারের উপর ঐ নোটিস জারী করাইবেন।

নোটিস জারী হইয়া আসিলে পর নিশানদারের এফিডেভিট করাইতে হয়, এবং তাহার পর ক্রোকী পরোয়ানা ও নিলামী ইস্তাহার এক সঙ্গে জারী করাইতে হয়, ও উভয়ের তলবানা একত্রে দাখিল করিতে হইবে।

তিন খানি (দুইখানি নকল, একখানি আসল) ক্রোকী পরোয়ানা ও পাঁচ খানি (৪ খানি নকল, এক খানি আসল) নিলামী ইস্তাহার লিখিয়া দিতে হইবে। একখানি নকল ক্রোকী পরোয়ানা সম্পত্তির উপর, এবং আর একখানি আদালতের প্রকাশ্য স্থানে জারী হয়; এবং আসলখানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরত দেয়, এবং উহা নথির সামিল থাকে। নিলামী ইস্তাহারগুলির মধ্যে একখানি ঢোল সহরত দ্বারা বাকীকরের সম্পত্তির উপর, একখানি আদালতের প্রকাশ্য স্থানে, একখানি থানায়, এবং একখানি জমীদারের কাছারীতে জারী হয়; আসলখানিতে পেয়াদা রিপোর্ট লিখিয়া আদালতে ফেরত দেয় এবং উহা নথিভুক্ত থাকে।

নিলামী ইস্তাহার স্থানীয় সংবাদপত্রেও ছাপা হয় এবং তজ্জন্যও খরচা আদালতে দাখিল করিতে হয়।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ২১, রুল ৬৬ অনুসারে নিলামী ইস্তাহারে যে সকল বিষয় লিখিতে হয়, উপরোক্ত ইস্তাহারেও সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে; তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও লিখিতে হইবে:—

(ক) মধ্যস্বত্ব বা মোকররী জোত হইলে, ইহা লিখিতে হইবে যে উহা রেজেষ্টারীকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায়সংযুক্তভাবে নিলাম বিক্রয় হইবে, এবং দায়সংযুক্তভাবে নিলামে চড়াইলে উহার যে ডাক হইবে তদ্দারা যদি ডিক্রীর টাকা মায় খরচ পরিশোধ না হয়, তাহা হইলে নিলাম স্থগিত রাখিয়া, পরে পুনরায় নোটিস দিয়া ঐ সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহ বিক্রয় করা হইবে।

(খ) জোতস্বত্ব বিশিষ্ট জমা হইলে, এইরূপ লিখিতে হইবে যে উহা সর্ব্বপ্রকার দায়রহিত করিবার ক্ষমতাসহ বিক্রয় করা হইবে।

বাকীকরের সম্পত্তিতে নিলামী ইস্তাহার জারী হইবার তারিখ হইতে ৩০ দিনের পূর্ব্বে দেনদারের লিখিত সম্মতি ব্যতীত নিলাম বিক্রয় হইতে পারিবেনা। (১৬৩ ধারা)

ক্লেম।

বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে বাকী করের সম্পত্তি ক্রোক হইলে, তাহার উপর কেহ কোনও মোজাহেম বা ক্লেম দিতে পারিবেন না। (১৭০ ধারা)

নিলাম।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডার ৮৩ রুলে এই নিয়ম আছে যে কোনও স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইবার হুকুম হওয়ার পর, যদি দেনদার এই বলিয়া আদালতে দরখাস্ত করেন যে তিনি ঐ সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বা পত্তনি দিয়া বা আপোসে বিক্রয় করিয়া ডিক্রীর টাকা তুলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাহা হইলে আদালত সম্পত্তির নিলাম স্থগিত রাখিবেন। কিন্তু ঐ নিয়মটি খাজনা বাকীর জন্য নিলামে প্রযোজ্য হইবে না; অর্থাৎ দেনদার প্রজা ঐ মর্ম্মে দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, এবং আদালত নিলাম স্থগিত রাখিবেন না। (১৪৮ ধারা)

কোনও মধ্যস্বত্ব বা মোকররী জোত রেজেষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায় সংযুক্ত ভাবে নিলামে চড়ান হইবে। ঐ নিলামে যে ডাক হইবে, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা মায় খরচা পরিশোধ হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ দায় সংযুক্ত ভাবেই উহা বিক্রয় হইবে; এবং খরিদ্দার ঐ রেজেষ্টারীকৃত এবং বিজ্ঞাপিত দায়গুলি রহিত করিতে পারিবেন না। (১৬৪ ধারা)

যদি ঐ নিলামের ডাকে ডিক্রীর টাকা মায় খরচা পরিশোধ না হয়, তাহা হইলে ঐ বিক্রয় স্থগিত থাকিবে; এবং তাহার পর ১৫ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে পুনরায় একটি দিন ধার্য্য করিয়া সেই দিনে সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহ নিলাম করাইবার জন্য নূতন নিলামী ইস্তাহার জারী হইবে। এই ইস্তাহারও পূর্ব্বের ন্যায় জারী করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ সম্পত্তি সমস্ত দায় রহিতের ক্ষমতাসহ নিলাম হইবে, এবং খরিদদার সমস্ত দায় রহিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। (১৬৫ ধারা)

কোন জোতস্বত্ব বিশিষ্ট জমা একেবারেই সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহ নিলাম বিক্রয় হইবে, এবং খরিদদার সমস্ত দায় রহিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। (১৬৬ ধারা)

ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে নিলামে ডাকিতে পারিবেন, এবং তজ্জন্য তাহাকে আদালতের অনুমতি লইতে হইবে না। কিন্তু দেনদার কিছুতেই নিলামে ডাকিতে পারিবেন না। যদি দেনদার স্বয়ং বা অপরের বেনামীতে নিলামে খরিদ করেন, তাহা হইলে ডিক্রীদার বা অপর কোনও স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি দরখাস্ত করিলেই নিলাম রহিত হইবে, পুনরায় ঐ সম্পত্তি নিলামে চড়ান হইবে; যদি দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা কম ডাক হয় তাহা হইলে সেই কমের টাকা এবং দ্বিতীয় বিক্রয়ের খরচা দেনদারের নিকট হইতে আদায় করা হইবে। (১৭৩ ধারা)

নিলামের পূর্ব্বে ডিক্রীর টাকা মায় খরচা ও নিলামের আদেশ করাইবার খরচা সমুদয় আদালতে আমানত করিলে, কিংবা আদালতের বাহিরে ডিক্রী পরিশোধ হইয়াছে এই মর্ম্মে ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে সম্পত্তি ক্রোকমুক্ত করা হইবে।

দেনদার, অথবা ঐ সম্পত্তিতে যাহার এরূপ স্বার্থ আছে যাহা সম্পত্তি নিলাম হইলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সেরূপ ব্যক্তি নিলাম বন্ধ করিবার

জন্য নিলামের পূর্ব্বে আদালতে টাকা আমানত করিতে পারেন। (১৭০ ধারা)

ঐরূপ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি আদালতে টাকা আমানত করিয়া নিলাম বন্ধ করিলে, ঐ টাকার জন্য ঐ মধ্যস্বত্ব বা জোত তাঁহার নিকট বন্ধক গ্রস্ত থাকা গণ্য হইবে, এবং তিনি বার্ষিক শতকরা ১২৲ হিসাবে সুদ পাইবেন। যতদিন সুদ ও আসল পরিশোধ না হয়, ততদিন তিনি ঐ সম্পত্তি দখল করিয়া থাকিতে পারিবেন এবং দখল করিয়াও টাকার জন্য নালিস করিতে পারিবেন (১৭১ ধারা)। যদি কোনও অধীনস্থ প্রজা ঐ টাকা আমানত করেন তাহা হইলে তিনি খাজনা দিবার সময়ে ঐ টাকা বাদ দিতে পারিবেন। (১৭২ ধারা)

পণের টাকা বিভাগ।

নিলামের পর বিক্রয়লব্ধ টাকা নিম্নলিখিত প্রকারে বিভাগ হইবে :—(১) নিলাম করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইয়াছে তাহা তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রথমে দেওয়া হইবে ; (২) তাহার পর, ডিক্রীমূলে প্রাপ্য টাকা ডিক্রী-দারকে দেওয়া হইবে ; (৩) তাহার পর, নালিস রুজুর তারিখ হইতে নিলাম বাহাল হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীদারের প্রাপ্য খাজনার টাকা ডিক্রী-দারকে দেওয়া হইবে ; (৪) ইহার পরেও কিছু টাকা থাকিলে, তাহা নিলাম বাহালের দুইমাস পরে দেনদারের দরখাস্ত ক্রমে তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইবে।

যেস্থলে একজন সরিক জমীদার অপর সরিক জমীদারগণকে বিবাদী ভুক্ত করিয়া নালিস করিয়া ডিক্রী পাইয়াছেন, এবং সেই ডিক্রীতে মধ্যস্বত্ব বা জোত বিক্রয় হইয়াছে, সে স্থলে পণের টাকা নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ হইবে :—(১) উপরের ন্যায় ; (২) ডিক্রীদারকে ডিক্রীমূলে প্রাপ্য

এবং অপর সরিক জমীদারগণকে তাঁহাদের অংশমত খাজনার টাকা দেওয়া হইবে; (৩) নালিসের তারিখ হইতে নিলাম বাহাল হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীদারের এবং অপর সরিকগণের সকলের প্রাপ্য খাজনার টাকা অংশ মত দেওয়া যাইবে; (৪) উপরের ন্যায়। (১৬৯ ধারা)

নিলামরদের দরখাস্ত।

বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে বাকী করের সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইলে পর, নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে দেনদার ডিক্রীদারকে দিবার জন্য ডিক্রীর সমস্ত টাকা এবং খরিদদারকে দিবার জন্য পণের টাকার শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে টাকা আদালতে আমানত করিয়া নিলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারেন। যদি ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে ঐ টাকা আমানত করা হয়, তাহা হইলে আদালত নিলাম রদের আদেশ দিবেন এবং খরিদদার পণের টাকা ফেরত পাইবার হুকুম পাইবেন।

দেনদার ইচ্ছা করিলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অ ২১ রু ৯০ অনুসারে (নিলাম কার্য্যে বা নিলামী ইস্তাহার প্রকাশে গুরুতর বেদাঁড়া হেতুতে এবং তজ্জন্য তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হওয়ার কারণে) নিলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি ৯০ রুল অনুসারে দরখাস্ত করেন তাহা হইলে তিনি খাজনা আইনের এই ধারা অনুসারে টাকা আমানত করিয়া নিলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, আর যদি তিনি এই ধারা অনুসারে দরখাস্ত করেন, তাহা হইলে তিনি রুল ৯০ অনুসারে দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অ ২১ রু ৯১ বাকী খাজনার নিলামে প্রযোজ্য হইবে না; অর্থাৎ দেনদারের কোনও বিক্রয়যোগ্য স্বার্থ ছিল না

এই হেতুতে নিলাম খরিদদার নিলাম রদের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না। (১৭৪ ধারা)

তামাদির নিয়ম।

(খাজনা আইন, ৩য় তপশীল)

নালিস।

কোনও মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়তের সহিত যদি এরূপ চুক্তি থাকে যে, তাঁহারা কোনও নির্দ্দিষ্ট অন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ করা হইবে, এবং তাঁহারা যদি ঐ অন্যায় কার্য্য করেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্য করিবার পর এক বৎসরের মধ্যে উচ্ছেদের নালিস করিতে হইবে। (১ দফা)

কোনও দখলীস্বত্ববিহীন রাইয়তকে রেজেষ্টারী পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে বলিয়া যদি উচ্ছেদ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ মিয়াদ অতীত হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে উচ্ছেদের নালিস করিতে হইবে। (১ দফা)

বাকী খাজনার জন্য নালিস করিতে হইলে যে বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছে সেই বৎসরের পর তিন বৎসরের মধ্যে নালিস করিতে হইবে। কিন্তু যদি প্রজা কর্ত্তৃক ৬১ ধারা অনুসারে আদালতে খাজনা আমানত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমানতের নোটিসজারীর তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে নালিস করিতে হইবে। (২ দফা)

কোনও রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত যদি বে-দখল হন, তাহা হইলে তিনি ঐ জোত পুনর্দখলের জন্য বেদখলের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে নালিস করিবেন। (৩ দফা)

কোনও ডিক্রী বা হুকুমের বিরুদ্ধে জেলার জজ বা স্পেশাল জজ আদালতে আপীল—ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে ৩০ দিন। (৪ দফা)

কালেক্টারের হুকুম হইতে কমিশনারের নিকট আপীল—হুকুমের তারিখ হইতে ৩০ দিন। (৫ দফা)

দরখাস্ত।

৫০০৲ টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী বা হুকুম জারীর দরখাস্ত—ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে ৩ বৎসর; আপীল হইয়া থাকিলে আপীলের চূড়ান্ত ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে তিন বৎসর; রিভিউ হইয়া থাকিলে, রিভিউর তারিখ হইতে তিন বৎসর। (৬ দফা)

তামাদি আইন।

তামাদির মিয়াদ অতীত হইবার পর কোনও মোকদ্দমা, আপীল কিংবা দরখাস্ত রুজু হইলে আদালত তাহা ডিসমিস করিয়া দিবেন। (৩ ধারা)

তামাদির শেষ দিনে যদি আদালত বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আদালত খুলিবার দিনে মোকদ্দমা আপীল বা দরখাস্ত করিলে, তাহা গ্রাহ্য হইবে। (৪ ধারা)

যথেষ্ট কারণ দেখাইতে পারিলে কোন আপীল বা ছানির (রিভিউ) দরখাস্ত তামাদির মিয়াদের পর আদালত ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারেন। (৫ ধারা)

যে সময়ে কোন ব্যক্তির কোন নালিস করিবার বা ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিবার স্বত্বের উদ্ভব হয়, সে সময় যদি ঐ ব্যক্তি নাবালক থাকেন, তাহা হইলে তিনি সাবালক হইবার পর ঐ মোকদ্দমা বা দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে নালিস বা দরখাস্ত করিতে পারেন (৬ ধারা)। যথা, কোন ব্যক্তি নাবালক থাকা কালে এক ডিক্রী পাইলেন; এস্থলে তিনি সাবালক হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিতে পারেন।

কিন্তু উপরোক্ত নিয়মটী কোন হকসফার নালিসে প্রয়োজ্য হইবে না। এবং কোন নাবালক সাবালক হইয়া তিন বৎসরের বেশী অতিরিক্ত সময় পাইবেন না। (৮ ধারা)

একবার তামাদির মিয়াদ আরম্ভ হইলে উহা পরে কোন ব্যক্তির নাবালকত্ব হেতু স্থগিত থাকিবে না (৯ ধারা)। যথা কোন ব্যক্তি একটী ডিক্রী পাইয়া পরলোক গমন করিলেন; তাঁহার পুত্র যদি নাবালক

থাকে তাহা হইলে যে সে সাবালক হইয়া তাহার পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারী করিতে পারিবে, এরূপ নহে; এস্থলে তাহার পিতা যে তারিখে ডিক্রী পাইয়াছেন, সেই তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যেই ঐ নাবালক পুত্র ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিতে বাধ্য হইবে।

কোন ট্রাষ্টির নিকট হইতে ট্রাষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবার নালিস, কিংবা ঐ সম্পত্তির হিসাবের জন্য নালিস কোন কালেই তামাদি-বারিত হয় না। (১০ ধারা)

সময় গণনা এবং সময় বাদ।

কোন মোকদ্দমা আপীল বা কোন দরখাস্ত সম্বন্ধে তামাদির মিয়াদ গণনা করিতে হইলে, যে তারিখে স্বত্ব উদ্ভূত হয়, সেই দিনটী গণনায় বাদ দেওয়া হয়। যথা, ১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে আনন্দ একটী সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলেন; এ স্থলে ১লা জানুয়ারী হইতে তাঁহার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার নালিসের স্বত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং ঐ তারিখটী বাদ দেওয়া হইবে, এবং ২রা জানুয়ারী হইতে দিন গণনা আরম্ভ হইবে। ঐ ২রা জানুয়ারী হইতে ১২ বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত তামাদির মিয়াদ থাকিবে।

কোন আপীল বা ছানির (রিভিউ) দরখাস্তে তামাদির মিয়াদ গণনা করিতে হইলে, যে তারিখে আদালত রায় দিয়াছেন, সেই তারিখ এবং ডিক্রী (বা হুকুম) ও রায়ের নকল লইতে যে সময় লাগে তাহা বাদ দেওয়া হয়। কোন সালিস মীমাংসা রহিত করিবার দরখাস্তের মিয়াদগণনায়, যে তারিখে সালিস মীমাংসা দিয়াছেন সেই তারিখ বাদ দেওয়া হয়। (১২ ধারা)

যে আদালতে মোকদ্দমা বা কোনও দরখাস্ত করিতে হইবে, যদি কোনও ব্যক্তি সে আদালতে না করিয়া সরলবিশ্বাসে ভুল করিয়া অন্য

কোনও আদালতে মোকদ্দমা বা দরখাস্ত করেন, এবং ঐ আদালত ঐ মোকদ্দমা বা দরখাস্ত ফেরত দেন, তাহা হইলে যতদিন ধরিয়া ঐ মোকদ্দমা বা দরখাস্ত ঐ ভুল আদালতে চলিতেছিল, সেই দিনগুলি ঐ মোকদ্দমা বা দরখাস্তের তামাদির মিয়াদগণনা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে। (১৪ ধারা)

যদি কোন মোকদ্দমা বা ডিক্রীজারীর দরখাস্ত কোনও নিষেধাজ্ঞা বা হুকুম দ্বারা স্থগিত থাকে, তাহা হইলে যতদিন স্থগিত থাকে, সেই দিন গুলি মিয়াদগণনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। (১৫ ধারা)

যে ব্যক্তির কোনও নালিস করিবার বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব উদ্ভব হয়, তিনি যদি অপর পক্ষের প্রতারণা হেতু ঐ স্বত্বের কথা যথাসময়ে জানিতে না পারেন, তাহা হইলে যে তারিখে তিনি উহা প্রথম জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে তামাদির মিয়াদ গণনা হয়। যথা, ডিক্রীদার তাঁহার ডিক্রীজারীতে দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক নিলাম করাইলেন, কিন্তু পেয়াদার সহিত যোগসাজস করিয়া ক্রোকী পরওয়ানা বা নিলামী ইস্তাহার জারী করাইলেন না। সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল এবং (এরূপ স্থলে সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে) ডিক্রীদার অপর ব্যক্তির বেনামীতে অতি সামান্য মূল্যে সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইলেন। পরে যখন পেয়াদা গিয়া খরিদদারকে দখল দিতে গেল, সেই সময়ে দেনদার প্রথম জানিতে পারিলেন যে তাঁহার সম্পত্তি নিলাম হইয়াছে। দেনদার তখন নিলাম রদের দরখাস্ত করিলেন; নিলাম রদের দরখাস্ত সাধারণতঃ নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে করিতে হয়; কিন্তু এ স্থলে দেনদার যে তারিখে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। (১৮ ধারা)।

তামাদির মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেই যদি দায়িক বা তাঁহার

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দায়িত্ব স্বীকার পূর্ব্বক লিখিয়া দিয়া ঐ লিখনে দস্তখত করিয়া দেন তাহা হইলে সেই তারিখ হইতে নূতন তামাদির মিয়াদ চলিতে থাকিবে। (১৯ ধারা)

যদি কোনও খাতক তাঁহার দেনা টাকার কিছু সুদ বা আসল তামাদির মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বে মহাজনকে দেন তাহা হইলে সেই সুদ দিবার তারিখ হইতে নূতন তামাদির মিয়াদ মহাজন পাইবেন। ১৯০০ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে যদি কেহ হ্যাণ্ডনোট দিয়া টাকা কর্জ্জ করেন তাহা হইলে ১৯০৩ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে ঐ টাকার বাবত নালিস না করিলে তাহা তামাদিবারিত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু খাতক যদি ঐ ১৯০৩ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ মনে কর ১৯০২ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে কিছু টাকা সুদ বা আসল বাবদ দেন, তাহা হইলে ঐ তারিখ হইতে আবার নূতন তামাদির মিয়াদ চলিতে থাকিবে; অর্থাৎ ১৯০২ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখ হইতে আবার তিন বৎসর সময় অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত বক্রী টাকার জন্য নালিস করিবার সময় মহাজন পাইবেন। কিন্তু যদি আবার খাতক ঐ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ মনে কর ১৯০৪ সালের ৬ই জুন তারিখে সুদ বাবদ কিছু টাকা দেন, তাহা হইলে ১৯০৪ সালের ৬ই জুন হইতে আবার তিন বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭ সালের ৬ই জুন পর্য্যন্ত তামাদির মিয়াদ মহাজন পাইবেন। এইরূপ বরাবর চলিতে থাকিবে। (২০ ধারা)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যদি খাতক আসল টাকার মধ্যে কিছু টাকা ওয়াশীল দেন তবে সেই টাকার বিষয় তিনি নিজ হস্তে লিখিয়া দিবেন। সুদের টাকার ওয়াশীল খাতক নিজে লিখিয়া না দিলেও চলে; মহাজন যদি নিজে লিখিয়া লন তাহা হইলেও ক্ষতি হয় না; কিন্তু আসল টাকা ওয়াশীল দিলে তাহা খাতক নিজ হাতে লিখিলে তবে কার্য্যকর হইবে। (২০ ধারা)

যদি কোনও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পর কোনও নূতন ব্যক্তিকে

পক্ষভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে যে তারিখে ঐ ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করা হয়, সেই তারিখ হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে মোকদ্দমা রুজু করা হইল বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ সে সময়ে যদি তামাদির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে তখন পক্ষভুক্ত করা নিষ্ফল। কিন্তু কোনও পক্ষের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার স্থলাভিষিক্তকে পক্ষভুক্ত করা হইলে, কিংবা মোকদ্দমা চলিতে থাকা কালে কোনও পক্ষ তাঁহার স্বার্থ হস্তান্তর করায় খরিদদারকে পক্ষভুক্ত করা হইলে উপরোক্ত নিয়ম খাটিবে না। (২২ ধারা)

ঈজমেণ্ট স্বত্বের উদ্ভব।

কোনও ব্যক্তি যদি ২০ বৎসর ধরিয়া বিনা বাধায় এবং কাহারও অনুমতি বা সম্মতি না লইয়া তাঁহার বাটীতে আলোক এবং বাতাস ভোগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই আলোক বা বাতাস কেহ বন্ধ করিতে পারেন না। আমার বাটীর পূর্ব্ব দেওয়ালে কোনও জানালা যদি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে এবং আমার বাটীর ঠিক পূর্ব্ব দিকে যদি অপরের খালি জমি থাকে, তবে ঐ খালি জমির মালিক ঐ ২০ বৎসরের পর ঐ জানালার গায়ে ভিত তুলিয়া উহা বন্ধ করিতে পারেন না। আমার জানালা দিয়া যথেষ্ট আলোক এবং বাতাস আসিবার পথ রাখিয়া অর্থাৎ আমার বাটীর পূর্ব্ব দিকে সম্ভবমত জমি খালি রাখিয়া তিনি ভিত তুলিতে পারেন।

ঐরূপ যদি কোনও পথ, বা জলাশয় কেহ ২০ বৎসর ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার মালিক তাহা বন্ধ করিতে পারেন না।

উপরোক্ত আলোক বা বাতাস বা পথ বা জলাশয় কেহ বন্ধ করিলে বন্ধ করিবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে নালিস করিতে হইবে। (২৬ ধারা)

তামাদির মিয়াদ।

নিম্নে কতকগুলি সাধারণ নালিস, আপীল ও দরখাস্তের কথা, এবং কোন্ তারিখ হইতে কত দিনের মধ্যে ঐ নালিস, আপীল বা দরখাস্ত করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইল :—

নালিসের মিয়াদ।

১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারা মতে কোনও স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের নালিস—বেদখলের তারিখ হইতে—৬ মাসের মধ্যে করিতে হইবে। (৩ দফা)

কোনও চাকর, মজুর, বা কারিকর কর্তৃক তাহাদের বেতন, মজুরী প্রভৃতির জন্য নালিস, যে তারিখে বেতনাদি পাইবার স্বত্ব জন্মে সেই তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। (৭ দফা)

হোটেল রক্ষক কর্তৃক আহারের মূল্যের জন্য নালিস—যে দিন আহার দেওয়া হয় সেই দিন হইতে—এক বৎসরের মধ্যে। (৮ দফা)

হক্‌সফার জন্য নালিস—ক্রেতা যে তারিখে দখল লন, সেই তারিখ হইতে, কিংবা যেস্থলে সম্পত্তি দখল লওয়া যায় না সেস্থলে কোবালা রেজিষ্টারীর তারিখ হইতে—এক বৎসরে মধ্যে। (১০ দফা)

ক্রোকী সম্পত্তিতে কেহ ক্লেম দিলে, ঐ ক্লেমের মোকদ্দমায় আদালত যে হুকুম দেন, তাহা রহিত করিবার নালিস—হুকুমের তারিখ হইতে—এক বৎসরের মধ্যে। (১১ দফা)

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অর্ডার ২১, রুল ১০৩ অনুসারে নালিস—হুকুমের তারিখ হইতে—এক বৎসরের মধ্যে। (১১ ক দফা)

রাজস্ব বাকীর জন্য মহাল নিলাম বা খাজনা বাকীর জন্য পত্তনিতালুক নিলাম বা ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি নিলাম হইলে, ঐ নিলাম-রদের নালিস—নিলাম-বাহালের তারিখ হইতে—এক বৎসর। (১২ দফা)

গবর্ণমেণ্ট কোনও ভূমি গ্রহণ করিলে তাহার কমপেনসেসনের টাকার জন্য নালিস—গবর্ণমেণ্ট যে তারিখে টাকা নিরূপণ করেন সেই তারিখ হইতে—এক বৎসর। (১৭ দফা)

মিথ্যা কারারুদ্ধ হইলে ক্ষতিপূরণের নালিস—কারামুক্তির তারিখ হইতে—এক বৎসর। (১৯ দফা)

কোনও শারীরিক ক্ষতি (যথা প্রহার) করিলে ক্ষতিপূরণের নালিস—ক্ষতির তারিখ হইতে—এক বৎসর। (২২ দফা)

মিথ্যা ফৌজদারী অভিযোগের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস—বাদীকে যে তারিখে ছাড়িয়া দেওয়া হয় সেই তারিখ হইতে—এক বৎসর। (২৩ দফা)

অপবাদের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস—অপবাদ প্রচারের তারিখ হইতে—এক বৎসর। (২৪, ২৫ দফা)

বাদীর চাকরকে কেহ ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেলে ক্ষতিপূরণের নালিস—ক্ষতির তারিখ হইতে—এক বৎসর। (২৬ দফা)

কোনও পরোয়ানায় অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়রূপে ধৃত করিলে তজ্জন্য নালিস—ধৃতকরণের তারিখ হইতে—এক বৎসর। (২৯ দফা)

মাল হারাইয়া বা নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য বাহকের (যথা রেলওয়ে বা ষ্টীমার কোম্পানি) বিরুদ্ধে নালিস—ক্ষতি বা হারাইবার তারিখ হইতে—এক বৎসর। (৩০ দফা)

মাল ডিলিভারী দিতে বিলম্ব করিলে বা ডিলিভারী না দিলে বাহকের বিরুদ্ধে নালিস—যে তারিখে মালের ডিলিভারী দেওয়া উচিৎ ছিল সেই তারিখ হইতে—এক বৎসর। (৩১ দফা)

কোনও রাস্তা বা জলাশয় বন্ধ করার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস—বন্ধ করার তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৩৭ দফা)

কোনও জলাশয়ের মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া দেওয়ায় ক্ষতিপূরণের

নালিস—অন্য দিকে ফিরাইয়া দিবার তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৩৮ দফা)

স্থাবর সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস—অনধিকার প্রবেশের তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৩৯ দফা)

কপিরাইট বা ঐরূপ কোনও স্বত্বহানির জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস—স্বত্বহানির তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৪০ দফা)

বে-আইনী নিষেধাজ্ঞার (ইন্‌জাংসন) জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস—ইনজাংসন উঠাইয়া লওয়ার তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৪২ দফা)

কোনও ব্যক্তি নাবালক থাকাকালে অভিভাবক তাহার কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে হস্তান্তর রদের নালিস—ঐ ব্যক্তি সাবালক হইবার পর—তিন বৎসর। (৪৪ দফা)

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারা অনুসারে কোনও হুকুম হইলে স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের নালিস—হুকুমের তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৪৭ দফা)

গাড়ী বা নৌকা ভাড়ার টাকার জন্য নালিস—যে তারিখে ভাড়া দেওয়া হয় সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৫০ দফা)

মাল খরিদের জন্য অগ্রিম টাকা দাদন দিলে তাহা ফেরতের জন্য নালিস—যে দিন মাল দিবার চুক্তি থাকে সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৫১ দফা)

বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের জন্য নালিস—যদি মূল্য দিবার সময় নির্দ্ধারিত না থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা যে তারিখে মাল পাইয়াছেন সেই তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে; আর যদি মূল্য দিবার সময় নির্দ্ধারিত থাকে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে তিন বৎসর। (৫২, ৫৩ দফা)

কোনও কার্য্য করার জন্য মজুরী পাইবার নালিস—(মজুরী দিবার সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে) কার্য্য সম্পাদনের তারিখ হইতে—তিন

বৎসর (৫৬ দফা)। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী কর্ত্তৃক নালিস ইহার অন্তর্গত।

কর্জ্জা টাকার জন্য নালিস—কর্জ্জের তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৫৭ দফা)। জিনিষ বন্ধকমূলে টাকার জন্য নালিস ইহার অন্তর্গত।

হ্যাণ্ডনোটের টাকার জন্য নালিস—হ্যাণ্ডনোটের তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৫৯, ৭৩ দফা)

গচ্ছিত টাকার জন্য নালিস—চাহিবার তারিখ হইতে—তিন বৎসর (৬০ দফা)। ব্যাঙ্কে জমা টাকার জন্য নালিস ইহার অন্তর্গত।

বাদী বিবাদীর জন্য কোনও টাকা দিলে ঐ টাকা পরে বিবাদীর নিকট হইতে আদায়ের জন্য বাদী কর্ত্তৃক নালিস—টাকা দেওয়ার তারিখ হইতে—তিন বৎসর (৬১ দফা)। যথা, কনট্রিবিউশনের জন্য নালিস।

বাদী যে টাকা পাইতে অধিকারী তাহা বিবাদী লইলে বিবাদীর নিকট হইতে ঐ টাকা পাইবার জন্য বাদী কর্ত্তৃক নালিস—বিবাদী যে তারিখে টাকা লইয়াছেন সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৬২ দফা)

হাওলাত দেওয়ার টাকার উপর প্রাপ্য সুদের জন্য নালিস—যে তারিখে সুদ বাকী পড়ে সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৬৩ দফা)

খতমূলে টাকার জন্য নালিস—ওয়াদার তারিখ হইতে—তিন বৎসর (৬৬ দফা); ওয়াদা না থাকিলে, খতের তারিখ হইতে তিন বৎসর। (৬৭ দফা)

কোনও কিস্তিবন্দী হ্যাণ্ডনোট বা কিস্তীবন্দী খতমূলে পাওনা টাকার নালিস—যে যে তারিখে কিস্তীর টাকা পাওনা হয় সেই সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর (৭৪ দফা)। যদি ঐ হ্যাণ্ডনোটে বা খতে এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে এক কিস্তী খেলাপ হইলে সমস্ত বক্রী টাকা পাওনা হইবে, সে স্থলে যে তারিখে কিস্তী খেলাপ হয় সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর (৭৫ দফা)

জামিনদার কর্ত্তৃক প্রধান খাতকের বিরুদ্ধে নালিস—জামিনদার মহাজনকে যে তারিখে টাকা পরিশোধ করেন, সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৮১ দফা)

উকীল কর্ত্তৃক মোকদ্দমার ফী ও খরচের জন্য নালিস—ঐ মোকদ্দমা শেষ হইবার তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৮৪ দফা)

কর্ম্মচারী হিসাবপত্র না দিলে তাহার বিরুদ্ধে হিসাবের জন্য এবং হিসাবমূলে যাহা পাওনা হয় তাহা আদায়ের জন্য নালিস—হিসাব চাহিবার তারিখ হইতে কিংবা প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ লোপের তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৮৯ দফা)।

কোনও দলিল রদ করিবার জন্য নালিস—বাদী যে তারিখে জানিতে পারেন যে ঐ দলিল অসিদ্ধ সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৯১ দফা)

কোনও দলিল জাল ইহা সাব্যস্ত করিবার জন্য নালিস—যে তারিখে বাদী দলিল সম্পাদনের কথা কিংবা রেজেষ্টারী হওয়ার কথা জানিতে পারেন, কিংবা যে তারিখে উহা বাদীর বিরুদ্ধে প্রবল করিবার চেষ্টা হয় সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৯২, ৯৩ দফা)

বাদী ক্ষিপ্ত অবস্থায় কোনও সম্পত্তি বিক্রয় করিলে তাহা ফেরত পাইবার নালিস—যখন বাদী প্রকৃতিস্থ হইয়া বিক্রয়ের বিষয় অবগত হন সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৯৪ দফা)

কোনও প্রবঞ্চনামূলক ডিক্রী রদ করিবার নালিস—যে তারিখে বাদী প্রবঞ্চনার কথা জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (৯৫ দফা)

কনট্রিবিউসন বাবদ নালিস—যে তারিখে বাদী তাঁহার নিজের দেয় অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা দেন সেই তারিখ হইতে—৩ বৎসর। (৯৯ দফা)

মাজ্জল দেনমোহরের জন্য নালিস—স্বামীর জীবিতাবস্থায় যদি স্ত্রী ঐ টাকা চাহিয়া থাকেন তাহা হইলে চাহিবার তারিখ হইতে তিন বৎসর;

নচেৎ স্বামীর বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বা বিবাহভঙ্গের পর তিন বৎসর। (১০৩ দফা)

মওয়াজ্জল দেনমোহরের জন্য নালিস—স্বামীর বা স্ত্রীর মৃত্যু বা বিবাহভঙ্গের পর—তিন বৎসর। (১০৪ দফা)

অংশিত্ব কারবার শেষ হইলে কারবারের হিসাব ও লভ্যের অংশ পাইবার নালিস—কারবার শেষ হইবার তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (১০৬ দফা)

ওয়াশীলাতের জন্য নালিস—যে তারিখে বিবাদী উপস্বত্ব গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (১০৯)

বাকী খাজনার জন্য নালিস—খাজনা যে তারিখে দেয় হয় সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (১১০ দফা)

কোনও চুক্তির বিশেষ সম্পাদনের জন্য নালিস—কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর; নির্দ্দিষ্ট তারিখ না থাকিলে বিবাদীর চুক্তি সম্পাদন করিতে অস্বীকার করার কথা বাদী যে তারিখে জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (১১৩ দফা)

চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস—চুক্তি ভঙ্গের তারিখ হইতে তিন বৎসর। (১১৫ দফা)

রেজেষ্টারী দলিলমূলে (খত, হ্যাণ্ডনোট ইত্যাদি) প্রাপ্য টাকার জন্য নালিস—দলিল রেজিষ্টারী না হইলে যে তারিখ হইতে মিয়াদ চলিত সেই তারিখ হইতে—ছয় বৎসর। (১১৬ দফা)

কোনও দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ সাব্যস্ত করাইবার জন্য নালিস—বাদী যে তারিখে ঐ দত্তকগ্রহণের কথা জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে—ছয় বৎসর। (১১৮ দফা)

কোনও দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ সাব্যস্ত করাইবার নালিস—যে তারিখে

দত্তকপুত্রের স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় সেই তারিখ হইতে—ছয় বৎসর। (১১৯ দফা)

অন্যান্য নালিস—নালিসের স্বত্ব উদ্ভবের তারিখ হইতে—৬ বৎসর (১২০ দফা)। ডিক্লারেসন জন্য নালিস, বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য নালিস, ইনজাংসনের নিমিত্ত নালিস প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

কোনও উইলমূলে কোনও সম্পত্তি পাইবার জন্য নালিস, বা কোনও মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরূপে কোনও সম্পত্তি পাইবার জন্য নালিস—যে তারিখে ঐ সম্পত্তি পাইবার স্বত্ব জন্মিয়াছে সেই তারিখ হইতে—১২ বৎসর। (১২৩ দফা)

কোনও স্ত্রীলোক কোনও জীবনস্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, ঐ হস্তান্তর শুধু ঐ স্ত্রীলোকের জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ থাকিবে, ইহা সাব্যস্তের জন্য ভাবী উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক নালিস—ঐ হস্তান্তরের তারিখ হইতে—১২ বৎসর। (১২৫ দফা)

এজমালী পারিবারিক সম্পত্তির অংশ হইতে কোনও ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলে, যে তারিখে ঐ ব্যক্তি জানিতে পারেন যে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার অংশ পাইবার জন্য নালিস করিবেন। (১২৭ দফা)

ভরণপোষণের বাকী টাকার জন্য কোনও হিন্দু কর্ত্তৃক নালিস—যে তারিখে ভরণপোষণের টাকা প্রাপ্য হয় সেই তারিখ হইতে—১২ বৎসর। (১২৮ দফা)

সাধারণ বন্ধকমূলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া টাকা পাইবার নালিস—যে তারিখে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে সেই তারিখ হইতে—১২ বৎসর। (১৩২ দফা)

বন্ধকী সম্পত্তির দখলের জন্য বন্ধক-গ্রহীতা কর্ত্তৃক নালিস—বন্ধক-দাতার দখলের স্বত্ব শেষ হইবার তারিখ হইতে—১২ বৎসর। (১৩৫ দফা)

বিক্রেতা কোনও সম্পত্তি বিক্রয় করিবার সময়ে যদি বিক্রীত সম্পত্তি তাঁহার দখলে না থাকে, তাহা হইলে যে তারিখে তিনি দখল পাইতে অধিকারী হন সেই তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে খরিদদার ঐ সম্পত্তি দখলের জন্য নালিস করিবেন (১৩৬ দফা)। সেইরূপ কোনও ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার সময়ে যদি দেনদারের দখলে সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে দেনদার যে তারিখে সম্পত্তি পাইতে অধিকারী হন, সেই তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে নিলামখরিদদার ঐ সম্পত্তির দখলের জন্য নালিস করিবেন। (১৩৭ দফা)

আর ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার সময়ে যদি দেনদারের দখলেই সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে নীলাম বাহালের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে নিলাম খরিদ্দার ঐ সম্পত্তি দখলের জন্য নালিস করিবেন। (১৩৮ দফা)

প্রজার নিকট হইতে দখলের জন্য ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক নালিস—প্রজাস্বত্ব শেষ হইবার তারিখ হইতে—১২ বৎসর। (১৩৯ দফা)

কোনও স্ত্রীলোক জীবনস্বত্ত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত হস্তান্তর করিলে ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর ১২ বৎসরের মধ্যে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী ঐ হস্তান্তর রহিত করিবার জন্য এবং ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার জন্য নালিস করিবেন। (১৪১ দফা)

কোনও ব্যক্তি কোনও স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে, বেদখলের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে নালিস করিবেন। (১৪২, ১৪৪ দফা)

কোনও অস্থাবর বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য নালিস—বন্ধকের তারিখ হইতে—৩০ বৎসর। (১৪৫ দফা)

ইংলিশ মরগেজ মূলে বন্ধকগ্রহীতা কর্ত্তৃক নালিস—বন্ধকমূলে কর্জ্জা টাকা যে তারিখে দেয় হয় সেই তারিখ হইতে—৬০ বৎসর। (১৪৭ দফা)

বন্ধকদাতা কর্ত্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য নালিস—যে তারিখে

ঐ সম্পত্তি উদ্ধারের স্বত্ব জন্মিয়াছে, সেই তারিখ হইতে—৬০ বৎসর। (১৪৮ দফা)

গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কোনও নালিস—সাধারণ পক্ষে তামাদির মিয়াদ যে তারিখ হইতে আরম্ভ হয় সেই তারিখ হইতে—৬০ বৎসর। (১৪৯ দফা)।

আপীলের মিয়াদ।

ফাঁসীর হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল—হুকুমের তারিখ হইতে—৭ দিন। ১৫০ দফা)

হাইকোর্টের মূল ডিক্রী বা হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল—ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে—২০ দিন। (১৫১ দফা)

জজ আদালতে আপীল—হুকুম বা ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩০ দিন। ১৫২ দফা)

ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের বা হুকুমের বিরুদ্ধে জজ বা মাজিষ্ট্রেটের আদালতে আপীল—দণ্ড বা হুকুমের তারিখ হইতে—৩০ দিন ১৫৪ দফা)। হাইকোর্টে আপীল হইলে—৬০ দিন। (১৫৫ দফা)

হাইকোর্টে দেওয়ানী আপীল—ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে—৯০ দিন। (১৫৬ দফা)

ফৌজদারী আদালতের মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপীল—মুক্তির হুকুমের তারিখ হইতে—৬ মাস। (১৫৭ দফা)

দরখাস্তের মিয়াদ।

সালিসী রোয়দাদ রহিতের দরখাস্ত—আদালতে রোয়দাদ দাখিলের তারিখ হইতে—১০ দিন। (১৫৮ দফা)

মফঃস্বল ছোট আদালতের রায়ের রিভিউর জন্য দরখাস্ত—ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে—১৫ দিন। (১৬১ দফা)

হাইকোর্টের রায়ের রিভিউর জন্য দরখাস্ত—ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে—২০ দিন। (১৬২ দফা)

বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা খারিজ হইলে খারিজের হুকুম রহিত করিবার জন্য দরখাস্ত—খারিজের তারিখ হইতে—৩০ দিন। (১৬৩ দফা)

একতরফা ডিক্রী রহিতের জন্য দরখাস্ত—ডিক্রীর তারিখ হইতে—৩০ দিন; আর যদি বিবাদীর উপর সমন জারী না হইয়া থাকে তাহা হইলে যে তারিখে বিবাদী ডিক্রীর কথা জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে—৩০ দিন। (১৬৪ দফা)

নিলাম খরিদদার বা খাসদখলের ডিক্রীদার সম্পত্তির দখল লওয়ায় কোনও ব্যক্তি সম্পত্তি হইতে বে-দখল হইলে সেই সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দরখাস্ত—বেদখলের তারিখ হইতে—৩০ দিন। (১৬৫ দফা)

নিলাম রদের দরখাস্ত—নিলামের তারিখ হইতে—৩০ দিন। (১৬৬ দফা)

নিলাম খরিদদার বা খাসদখলের ডিক্রীদার সম্পত্তিতে দখল লইতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলে দখলের জন্য দরখাস্ত—বাধার তারিখ হইতে—৩০ দিন। (১৬৭ দফা)

কোনও আপীল একতরফা নিষ্পত্তি হইলে তাহার পুনরায় শুনানির জন্য দরখাস্ত—আপীল আদালতের ডিক্রীর তারিখ হইতে—৩০ দিন; যদি আপীলের নোটিস রেস্পণ্ডেণ্টর উপর জারী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে তারিখে রেস্পণ্ডেণ্ট আপীল আদালতের ডিক্রীর কথা জানিতে পারেন সেই তারিখ হইতে—৩০ দিন। (১৬৯ দফা)

পাঁপরে আপীল করিবার দরখাস্ত—ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩০ দিন (১৭০ দফা)।

হাইকোর্ট ও মফঃস্বল ছোট আদালত ভিন্ন অন্য আদালতের রায়ের রিভিউর জন্য দরখাস্ত—ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে—৯০ দিন (১৭৩ দফা)

দেনদার আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে টাকা দিলে তাহা আদালতে সার্টিফাই করাইবার জন্য ডিক্রীদারের উপর নোটিস জারীর দরখাস্ত—টাকা দিবার তারিখ হইতে—৯০ দিন। (১৭৪ দফা)

কোন ডিক্রীর টাকা কিস্তীবন্দীরূপে দিবার জন্য দরখাস্ত—ডিক্রীর তারিখ হইতে—ছয় মাস। (১৭৫ দফা)

কোনও মৃত বাদী বা বিবাদী বা আপীলাণ্ট বা রেস্পণ্ডেণ্টের স্থলাভিষিক্তকে কায়েম মোকাম করিবার দরখাস্ত—মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ হইতে—৯০ দিন। (১৭৬, ১৭৭ দফা)

কোনও সালিসী রোয়দাদ আদালতে দাখিল করিবার জন্য দরখাস্ত—রোয়দাদের তারিখ হইতে—ছয় মাস। (১৭৮ দফা)

প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করিবার অনুমতির জন্য দরখাস্ত—হাই-কোর্টের ডিক্রী বা হুকুমের তারিখ হইতে—৯০ দিন। (১৭৯ দফা)

নিলাম খরিদদার কর্ত্তৃক খরিদা সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য দরখাস্ত—নিলাম বাহাল হইবার তারিখ হইতে—৩ বৎসর। (১৮০ দফা)

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও দরখাস্ত—দরখাস্ত করিবার স্বত্ব জন্মিবার তারিখ হইতে—তিন বৎসর। (১৮১ দফা)

ডিক্রীজারীর দরখাস্ত—(১) ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩ বৎসর; (২) ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইয়া থাকিলে, আপীল আদালতের ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩ বৎসর; (৩) রিভিউ হইয়া থাকিলে রিভিউ নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ৩ বৎসর; (৪) ডিক্রী সংশোধন হইলে, সংশোধনের তারিখ হইতে ৩ বৎসর; (৫) পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর জন্য বা ডিক্রীজারীর সহায়তার কার্য্যের জন্য কোনও দরখাস্ত হইয়া থাকিলে, সেই দরখাস্তের

তারিখ হইতে ৩ বৎসর; (৬) ডিক্রীজারী হইবার কারণ দর্শাইবার নোটিস জারী হইয়া থাকিলে, নোটিস জারীর তারিখ হইতে ৩ বৎসর; (৭) ডিক্রীতে কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে টাকা দিবার হুকুম থাকিলে সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর (১৮২ দফা)। উপরোক্ত সকল স্থলেই যদি ডিক্রীর একটা জাবেদা নকল রেজিষ্টারী করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ৩ বৎসর স্থলে ৬ বৎসর সময় পাওয়া যায়। (১৮২ দফা)

হাইকোর্টের মূলবিভাগের কোনও ডিক্রী বা হুকুম জারীর জন্য দরখাস্ত বা প্রিভিকৌন্সিলের হুকুম জারীর জন্য দরখাস্ত—যে তারিখে ডিক্রী বা হুকুম জারী করিবার স্বত্ব জন্মায় সেই তারিখ হইতে—১২ বৎসর। (১৮৩ দফা)

কোর্টফী আইন।

(১৯২২ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন দ্বারা সংশোধিত)

যে সকল দলিলে কোর্টফী দেওয়া আবশ্যক, তাহাতে উপযুক্ত কোর্টফী না দিলে আদালতে গৃহীত হয় না। (৪, ৬ ধারা)।

কোর্টফী নির্ণয়ের নিয়ম।

(১) সাধারণ টাকার মোকদ্দমায় (ক্ষতিপূরণ, ভরণপোষণের পাওনা বাকী, ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত) যে টাকা দাবী করা যায় তাহার উপর কোর্টফী লাগিবে।

(২) ভরণপোষণ পাইবার কিংবা বাৎসরিক বৃত্তি (মাসহারা) পাইবার নালিসে, যে টাকা বার্ষিক প্রাপ্য বলিয়া দাবী করা যায় তাহার দশগুণ টাকার উপর কোর্টফী লাগিবে।

(৩) অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার মোকদ্দমায় আরজী দাখিলের সময় উহার যে বাজার দর তাহার উপর কোর্টফী দিতে হইবে।

(৪) (ক) যে সকল অস্থাবর সম্পত্তির কোনও বাজার দর নিরূপিত করিবার উপায় নাই, তাহা (যথা, কোনও দলিল) পাইবার নালিসে ;

(খ) কোনও এজমালী সম্পত্তিতে স্বত্ব বলবৎ করিবার জন্য নালিসে ;

(গ) কোনও প্রকার ডিক্লারেসন বাবদ নালিসে (যদি ঐ নালিসে অন্য আনুষঙ্গিক প্রার্থনাও থাকে) ;

(ঘ) নিষেধাজ্ঞা পাইবার নালিসে ;

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তি হইতে কোনও প্রকার উপস্বত্ব পাইবার নালিসে ;

(চ) হিসাব নিকাশের নালিসে : এই সমস্ত নালিসে বাদী তাঁহার দাবীর যে মূল্য ধার্য্য করেন তাহার উপর কোর্টফী লাগিবে।

(৫) স্থাবর সম্পত্তিতে দখলের জন্য নালিসে সম্পত্তির মূল্য অনুসারে কোর্টফী দিতে হইবে। অবস্থা বিশেষে ভূসম্পত্তির মূল্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধার্য্য হয়। রাজস্বদায়ী মহালের মূল্য রাজস্বের দশগুণ ধরা হয়; উক্ত মহাল চিরস্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত হইয়া না থাকিলে রাজস্বের পাঁচগুণ; রাজস্ব দিতে না হইলে, বার্ষিক আয়ের ১৫ গুণ মূল্য ধরা হয়; বাগান বা গৃহাদিতে বাজার দরের উপর কোর্টফী দিতে হয়।

(৬) হক্‌সফার নালিসে সম্পত্তির বাজার দরের উপর কোর্টফী লাগে।

(৮) স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক রদ করিবার নালিসে, সম্পত্তির মূল্য এবং ডিক্রীকৃত দাবী এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম হয় তাহার উপর কোর্টফী লাগে।

(৯) বন্ধকমূলে নালিসে, (বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য, বা ফোরক্লোজ করিবার জন্য, বা কটকোবালার বিক্রয় চূড়ান্ত করিবার জন্য), বন্ধকী দলিলে লিখিত আসল টাকার উপর কোর্টফী লাগে।

(১০) (ক) বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করাইবার নালিসে, পণের টাকার উপর কোর্টফী; (খ) বন্ধকী দলিল সম্পাদন করাইবার নালিসে বন্ধকের টাকার উপর কোর্টফী; (গ) পাট্টা সম্পাদন করাইবার নালিসে, পাট্টার লিখিত পণ ও প্রথম বৎসরের দেয় খাজনার উপর কোর্টফী লাগে; সালিসী রোয়দাদ মূল্যে সম্পত্তি পাইবার নালিসে সম্পত্তির মূল্যের উপর কোর্টফী লাগে।

(১১) প্রজার নিকট হইতে কবুলিয়ত পাইবার নালিসে, জোতস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার খাজনা বৃদ্ধির নালিসে, জমীদারের নিকট হইতে পাট্টা আদায় করিবার জন্য প্রজাকর্ত্তৃক নালিসে, উচ্ছেদের নোটিসের বিরুদ্ধে

নালিসে, প্রজাকে উচ্ছেদ করিলে জমী পুর্নদখল পাইবার জন্য প্রজা কর্ত্তৃক নালিসে, এবং খাজনা হ্রাস করিবার জন্য নালিসে—নালিসের পূর্ব্ব বৎসরের দেয় খাজনার উপর কোর্টফী লাগে। (৭ ধারা)

ভূমিগ্রহণ বাবদে ক্ষতিপূরণ দিবার যে আদেশ হয় তাহার বিরুদ্ধে আপীলে, যত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে এবং আপীলাণ্ট যে টাকার দাবী করেন, এই দুই টাকার বিয়োগফলের উপর কোর্টফী দিতে হয়। (৮ ধারা)

অন্যান্য বিধান।

আদালত যদি বিবেচনা করেন যে কোনও জমী, বাটী বা বাগানের মূল্য ধার্য্য করিতে বাদীর ভুল হইয়াছে, তাহা হইলে প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য আদালত কমিশনার নিয়োগ করিতে পারেন। (৯ ধারা)

কমিশনারের রিপোর্টে যদি প্রকাশ পায় যে বাদী সম্পত্তির মূল্য অধিক ধার্য্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য বেশী কোর্টফী দিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত কোর্টফীর টাকা বাদীকে ফেরৎ দেওয়া হইবে; আর যদি কোর্টফী দেওয়া কম হইয়া থাকে তাহা হইলে বাকী কোর্টফী দিবার জন্য আদালত বাদীকে সময় দিবেন, সেই সময় মধ্যে বাদী কোর্টফী দিতে না পারিলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে। (১০ ধারা)

কোন ওয়াশীলাতের মোকদ্দমায় বা হিসাবের মোকদ্দমায় যদি দাবীর টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত টাকার জন্য কোর্টফী না দিলে ডিক্রী জারী হইবে না। (১১ ধারা)

কোনও আপীল কিংবা আরজী নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে অগ্রাহ্য হইলে, যদি আপীল আদালত তাহা গ্রহণ করিবার আদেশ দেন, কিংবা যদি আপীল আদালত কোনও মোকদ্দমা ৪১ অর্ডারের ২৩ রুলে লিখিত কোনও কারণ বশতঃ ছানিতে প্রেরণ করেন,

তাহা হইলে আপীলের কোর্টফী কালেক্টারের নিকট হইতে ফেরৎ পাইবার জন্য আপীল আদালত আপীলাণ্টকে সার্টিফিকেট দিবেন। (১৩ ধারা)

যদি কোনও ছানির দরখাস্ত ৯০ দিনের দিন বা তাহার পরে দাখিল হয় এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ বিলম্ব দরখাস্তকারীর ত্রুটি প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা হইলে কালেক্টরের নিকট হইতে অতিরিক্ত ফী ফেরৎ পাইবার জন্য আদালত দরখাস্তকারীকে সার্টিফিকেট দিবেন। (১৪ ধারা)

যদি ছানির দরখাস্ত মঞ্জুর হয়, এবং আদালত আইন বা বৃত্তান্ত ঘটিত ভুল থাকার কারণে পূর্ব্ব নিষ্পত্তি রহিত বা সংশোধন করেন, তাহা হইলে দরখাস্তকারী ছানির দরখাস্তের অতিরিক্ত কোর্টফী ফেরৎ পাইবার জন্য সার্টিফিকেট পাইবেন। কিন্তু যদি কোনও নূতন প্রমাণ বাহির হওয়ার হেতুতে আদালত পূর্ব্ব নিষ্পত্তি রহিত বা সংশোধন করেন, তাহা হইলে কোনও ফী ফেরৎ দেওয়া হইবে না। (১৫ ধারা)

যদি রায়ের এক অংশের বিরুদ্ধে আপীলাণ্ট আপীল করিয়া থাকেন, এবং রেস্পণ্ডেণ্ট শুনানির সময় রায়ের অপর অংশ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে উক্ত অংশের জন্য রেস্পণ্ডেণ্ট কোর্টফী না দিলে আদালত তাঁহার আপত্তি গ্রহণ করিবেন না। (১৬ ধারা)

একই মোকদ্দমায় দুই কিংবা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় দাবী করিলে ঐ মোকদ্দমায় বা তাহার আপীলে সকল বিষয়গুলির দাবীর সমষ্টির উপর কোর্টফী দিতে হইবে। যথা, একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনখানি খতমূলে নালিস করিলে ঐ তিনখানি খতের টাকার সমষ্টির উপর কোর্টফী লাগিবে। কিন্তু যদি একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য অথবা ক্ষতিপূরণের জন্য বিকল্পে দাবী করিয়া নালিস করা যায় তাহা হইলে স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের জন্য এবং ক্ষতিপূরণের দাবীর জন্য পৃথক

পৃথক কোর্টফী দিতে হইবে না, শুধু সম্পত্তির মূল্যের উপর কোর্টফী লাগিবে। (১৭ ধারা)

কোন্ কোন্ দলিলে কোর্টফী লাগে না।

নিম্নলিখিত স্থলে কোর্টফী আবশ্যক হয় না:—(১) মোকদ্দমার প্রথম শুনানির পর আদালত বর্ণনাপত্র তলব করিলে উক্ত বর্ণনাপত্রে কোর্টফী লাগে না; (২) প্রোবেট বা লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণের মোকদ্দমায় যদি সম্পত্তির মূল্য ২০০০৲ টাকার অনধিক হয়; (৩) কোনও জমী ইস্তফা করিতে হইলে অথবা খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহার নোটিস জারীর দরখাস্তে কোর্টফী লাগে না; (৪) খাজনা আইনের বিধানানুসারে ফসল ক্রোক করিবার জন্য কোনও কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা পত্র দিলে তাহাতে কোর্টফী লাগে না; (৫) সাক্ষ্য দিবার জন্য বা দলিল উপস্থিত করিবার জন্য সাক্ষীর উপর সমনজারীর প্রথম দরখাস্তে কোনও কোর্টফী লাগে না; (৬) রেভিনিউ বোর্ড, কমিশনার ও কালেক্টার সাহেব ভূমির রাজস্ব চূড়ান্তরূপে নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে বা কোনও ভূমিতে কাহারও স্বত্ব বা স্বার্থ চূড়ান্তরূপে স্থির করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাদের নিকট ঐ বিষয়ে যে দরখাস্ত করা হয়, তাহাতে কোর্টফী লাগে না; (৭) ফৌজদারী মোকদ্দমায় জামিন বা মুচলেকায় কোর্টফী লাগে না; (৮) কয়েদীর দরখাস্তে, বা কোনও আদালত বা কোনও কর্ম্মচারীর জিম্মায় আবদ্ধ আসামীর দরখাস্তে কোনও কোর্টফী লাগে না; (৯) কোনও সরকারী কর্ম্মচারী, কোনও মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী বা রেলওয়ে কোম্পানির চাকর বা কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ফৌজদারী নালিসের দরখাস্তে কোর্টফী লাগে না; (১০) গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন টাকা পাওনা থাকিলে তজ্জন্য দরখাস্তে কোর্টফী লাগে না; (১১) গবর্ণমেণ্ট ভূমিগ্রহণ করিলে তদ্বাবদ ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য দরখাস্তে কোর্টফী লাগে না। (১৯ ধারা)

কোর্টফীর পরিমাণ।

(কোর্টফী আইন, ১ম তফশীল)

১। আরজী বা আপীলের মেমোরেণ্ডামে—

৫৲	টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে								।৵০
৫৲	টাকার উপর	৭৫৲	টাকা	পর্য্যন্ত	প্রতি	৫৲	টাকায়		।৵০
৭৫৲	„ „	১০০৲	„	„	„	৫৲	„		॥০
১০০৲	„ „	১৫০৲	„	„	„	১০৲	„		॥৵০
১৫০৲	„ „	১০০০৲	„	„	„	১০৲	„		১৵০
১০০০৲	„ „	৭৫০০৲	„	„	„	১০০৲	„		৭॥০
৭৫০০৲	„ „	১০০০০৲	„	„	„	২৫০৲	„		১৫৲
১০০০০৲	„	২০০০০৲	„	„		৫০০৲	„		২২॥০
২০০০০৲	„	৫০০০০	„	„		১০০০৲	„		৩০৲
৫০০০০৲	„	যে কোনও	„	„		[illegible]০০৲	„		৩।॥০

কোনও আরজী বা আপীলের কোটফী ১০০০০৲ টাকার বেশী হইবে না।

নিম্ন তালিকাটী দেখিলে কোর্টফী সহজেই নির্ণয় করা যাইবে :—

দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী	দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী
ঊৰ্দ্ধ—অনূৰ্দ্ধ		ঊৰ্দ্ধ—অনূৰ্দ্ধ	
—৫৲ টাকা ...	।৵০	২০—২৫ টাকা ...	১৸৵
৫—১০ „	৸০	২৫—৩০ „ ...	২।০
১০—১৫ „ ...	১৵০	৩০—৩৫ „ ...	২॥৵
১৫—২০ „ ...	১॥০	৩৫—৪০ „	৩৲

দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী	দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী
উর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ		উর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ	
৪০—৪৫ ,, ...	৩।৵০	১৫০—১৬০ ,, ...	১৮৲
৪৫—৫০ ,, ...	৩৸০	১৬০—১৭০ ,, ...	১৯৵০
৫০—৫৫ ,, ...	৪৵০	১৭০—১৮০ ,, ...	২০।০
৫৫—৬০ ,, ...	৪॥০	১৮০—১৯০ ,, ...	২১।৵০
৬০—৬৫ ,, ...	৪৸৵০	১৯০—২০০ ,, ...	২২॥০
৬৫—৭০ ,, ...	৫।০	২০০—২১০ ,, ...	২৩॥৵০
৭০—৭৫ ,, ...	৫॥৵০	২১০—২২০ ,, ...	২৪৸০
৭৫—৮০ ,, ...	৬৵০	২২০—২৩০ ,, ...	২৫৸৵০
৮০—৮৫ ,, ...	৬॥৵০	২৩০—২৪০ ,, ...	২৭৲
৮৫—৯০ ,, ...	৭৵০	২৪০—২৫০ ,, ...	২৮৵০
৯০—৯৫ ,, ...	৭॥৵০	২৫০—২৬০ ,, ...	২৯।০
৯৫—১০০ ,, ...	৮৵০	২৬০—২৭০ ,, ...	৩০।৵০
১০০—১১০ ,, ...	৯৸০	২৭০—২৮০ ,, ...	৩১॥০
১১০—১২০ ,, ...	১১।৵০	২৮০—২৯০ ,, ...	৩২॥৵০
১২০—১৩০ ,, ...	১৩৲	২৯০—৩০০ ,, ...	৩৩৸০
১৩০—১৪০ ,, ...	১৪॥৵০	৩০০—৩১০ ,, ...	৩৪৸৵০
১৪০—১৫০ ,, ...	১৬।০	৩১০—৩২০ ,, ...	৩৬৲

দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী
ঊর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ	
৩২০—৩৩০ টাকা ...	৩৭৵০
৩৩০—৩৪০ " ...	৩৮।০
৩৪০—৩৫০ " ...	৩৯।৵০
৩৫০—৩৬০ " ...	৪০॥০
৩৬০—৩৭০ "	৪১॥৵০
৩৭০—৩৮০ " ...	৪২৸০
৩৮০—৩৯০ " ...	৪৩৸৵০
৩৯০—৪০০ "	৪৫৲
৪০০—৪১০ " ...	৪৬৵০
৪১০—৪২০ " ...	৪৭।০
৪২০—৪৩০ " ...	৪৮।৵০
৪৩০—৪৪০ " ...	৪৯॥০
৪৪০—৪৫০ " ...	৫০॥৵০
৪৫০—৪৬০ " ...	৫১৸০
৪৬০—৪৭০ " ...	৫২৸৵০
৪৭০—৪৮০ " ...	৫৪৲
৪৮০—৪৯০ ...	৫৫৵০
ঊর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ	
৪৯০—৫০০ টাকা ...	৫৬।০
৫০০—৫১০ " ...	৫৭।৵০
৫১০—৫২০ " ...	৫৮॥০
৫২০—৫৩০ " ...	৫৯॥৵০
৫৩০—৫৪০ " ...	৬০৸০
৫৪০—৫৫০ ...	৬১৸৵০
৫৫০—৫৬০ " ...	৬৩৲
৫৬০—৫৭০ " ...	৬৪৵০
৫৭০—৫৮০ " ...	৬৫।০
৫৮০—৫৯০ " ...	৬৬।৵০
৫৯০—৬০০ " ...	৬৭॥০
৬০০—৬১০ " ...	৬৮॥৵০
৬১০—৬২০ " ...	৬৯৸০
৬২০—৬৩০ " ...	৭০৸৵০
৬৩০—৬৪০ " ...	৭২৲
৬৪০—৬৫০ " ...	৭৩৵০
৬৫০—৬৬০ ...	৭৪।০

দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী	দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী
উৰ্দ্ধ—অনূৰ্দ্ধ		উৰ্দ্ধ—অনূৰ্দ্ধ	
৬৬০—৬৭০ টাকা ...	৭৫।৵০	৮৩০—৮৪০ টাকা ...	৯৪॥০
৬৭০—৬৮০ ,, ...	৭৬॥০	৮৪০—৮৫০ ,, ...	৯৫॥৵০
৬৮০—৬৯০ ,, ...	৭৭॥৵০	৮৫০—৮৬০ ,, ...	৯৬৸০
৬৯০—৭০০ ,, ...	৭৮৸০	৮৬০—৮৭০ ,, ...	৯৭৸৵০
৭০০—৭১০ ,, ...	৭৯৸৵০	৮৭০—৮৮০ ,, ...	৯৯৲
৭১০—৭২০ ,, ...	৮১৲	৮৮০—৮৯০ ,, ...	১০০৵০
৭২০—৭৩০ ,, ...	৮২৵০	৮৯০—৯০০ ,, ...	১০১।০
৭৩০—৭৪০ ,, ...	৮৩।০	৯০০—৯১০ ,, ...	১০২।৵০
৭৪০—৭৫০ ,, ...	৮৪।৵০	৯১০—৯২০ ,, ...	১০৩॥০
৭৫০—৭৬০ ,, ...	৮৫॥০	৯২০—৯৩০ ,, ...	১০৪॥৵০
৭৬০—৭৭০ ,, ...	৮৬॥৵০	৯৩০—৯৪০ ,, ...	১০৫৸০
৭৭০—৭৮০ ,, ...	৮৭৸০	৯৪০—৯৫০ ,, ...	১০৬৸৵০
৭৮০—৭৯০ ,, ...	৮৮৸৵০	৯৫০—৯৬০ ,, ...	১০৮৲
৭৯০—৮০০ ,, ...	৯০৲	৯৬০—৯৭০ ,, ...	১০৯৵০
৮০০—৮১০ ,, ...	৯১৵০	৯৭০—৯৮০ ,, ...	১১০।০
৮১০—৮২০ ,, ...	৯২।০	৯৮০—৯৯০ ,, ...	১১১।৵০
৮২০—৮৩০ ,, ...	৯৩।৵০	৯৯০—১০০০ ,, ...	১১২॥০

দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী	দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী
উর্দ্ধ—অনুর্দ্ধ		উর্দ্ধ—অনুর্দ্ধ	
১০০০—১১০০ টাকা	১২০৲	২৭০০—২৮০০ টাকা	২৪৭॥০
১১০০—১২০০ „ ...	১২৭॥০	২৮০০—২৯০০ „ ...	২৫৫৲
১২০০—১৩০০ „ ...	১৩৫৲	২৯০০—৩০০০ „ ...	২৬২॥০
১৩০০—১৪০০ „ ...	১৪২॥০	৩০০০—৩১০০ „ .	২৭০৲
১৪০০—১৫০০ „	১৫০৲	৩১০০—৩২০০ „ ...	২৭৭॥০
১৫০০—১৬০০ „ ..	১৫৭॥০	৩২০০—৩৩০০ „ ..	২৮৫৲
১৬০০—১৭০০ „ ...	১৬৫৲	৩৩০০—৩৪০০ „ ..	২৯২॥০
১৭০০—১৮০০ „ ...	১৭২॥০	৩৪০০—৩৫০০ „ ...	৩০০৲
১৮০০—১৯০০ „ ...	১৮০৲	৩৫০০—৩৬০০ „ ..	৩০৭॥০
১৯০০—২০০০ „ ...	১৮৭॥০	৩৬০০—৩৭০০ „	৩১৫৲
২০০০—২১০০ „ ..	১৯৫৲	৩৭০০—৩৮০০ „ ...	৩২২॥০
২১০০—২২০০ „ ...	২০২॥০	৩৮০০—৩৯০০ „ ...	৩৩০৲
২২০০—২৩০০ „ ...	২১০৲	৩৯০০—৪০০০ „ ...	৩৩৭॥০
২৩০০—২৪০০ „ ..	২১৭॥০	৪০০০—৪১০০ „ ...	৩৪৫৲
২৪০০—২৫০০ „ ...	২২৫৲	৪১০০—৪২০০ „ ...	৩৫২॥০
২৫০০—২৬০০ „ ...	২৩২॥০	৪২০০—৪৩০০ „ ...	৩৬০৲
২৬০০—২৭০০ „ ..	২৪০৲	৪৩০০—৪৪০০ „ ...	৩৬৭॥০

দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী	দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী
উর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ		উর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ	
৪৪০০—৪৫০০ টাকা	৩৭৫৲	৬১০০—৬২০০ টাকা	৫০২॥০
৪৫০০—৪৬০০ „ ...	৩৮২॥০	৬২০০—৬৩০০ „ ...	৫১০৲
৪৬০০—৪৭০০ „ ..	৩৯০৲	৬৩০০—৬৪০০ „ ...	৫১৭॥০
৪৭০০—৪৮০০ „ ...	৩৯৭॥০	৬৪০০—৬৫০০ „ ...	৫২৫৲
৪৮০০—৪৯০০ „	৪০৫৲	৬৫০০—৬৬০০ „ ...	৫৩২॥০
৪৯০০—৫০০০ „	৪১২॥০	৬৬০০—৬৭০০ „ ...	৫৪০৲
৫০০০—৫১০০ „ ..	৪২০৲	৬৭০০—৬৮০০ „ ...	৫৪৭॥০
৫১০০—৫২০০ „	৪২৭॥০	৬৮০০—৬৯০০ „ ...	৫৫৫৲
৫২০০—৫৩০০ „ .	৪৩৫৲	৬৯০০—৭০০০ „ ...	৫৬২॥০
৫৩০০—৫৪০০ „ .	৪৪২॥০	৭০০০—৭১০০ „ ...	৫৭০৲
৫৪০০—৫৫০০ „ ...	৪৫০৲	৭১০০—৭২০০ „ ...	৫৭৭॥০
৫৫০০—৫৬০০ „ ...	৪৫৭॥০	৭২০০—৭৩০০ „ ...	৫৮৫৲
৫৬০০—৫৭০০ „ ...	৪৬৫৲	৭৩০০—৭৪০০ „ ...	৫৯২॥০
৫৭০০—৫৮০০ „ ...	৪৭২॥০	৭৪০০—৭৫০০ „ ...	৬০০৲
৫৮০০—৫৯০০ „ ..	৪৮০৲	৭৫০০—৭৭৫০ „ ...	৬১৫৲
৫৯০০—৬০০০ „ ...	৪৮৭॥০	৭৭৫০—৮০০০ „ ...	৬৩০৲
৬০০০—৬১০০ „ ...	৪৯৫৲	৮০০০—৮২৫০ „ ...	৬৪৫৲

দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী	দাবীর পরিমাণ।	কোর্টফী
ঊর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ		ঊর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ	
৮২৫০—৮৫০০ টাকা	৬৬০৲	১৫০০০—১৫৫০০ টাঃ	৯৯৭৷৷০
৮৫০০—৮৭৫০ " ...	৬৭৫৲	১৫৫০০—১৬০০০ "	১০২০৲
৮৭৫০—৯০০০ "	৬৯০৲	১৬০০০—১৬৫০০ "	১০৪২৷৷০
৯০০০—৯২৫০ " ...	৭০৫৲	১৬৫০০—১৭০০০ "	১০৬৫৲
৯২৫০—৯৫০০ " ...	৭২০৲	১৭০০০—১৭৫০০ "	১০৮৭৷৷০
৯৫০০—৯৭৫০ " .	৭৩৫৲	১৭৫০০—১৮০০০ "	১১১০৲
৯৭৫০—১০০০০ "	৭৫০৲	১৮০০০—১৮৫০০ "	১১৩২৷৷০
১০০০০—১০৫০০ "	৭৭২৷৷০	১৮৫০০—১৯০০০ "	১১৫৫৲
১০৫০০—১১০০০ "	৭৯৫৲	১৯০০০—১৯৫০০ "	১১৭৭৷৷০
১১০০০—১১৫০০ "	৮১৭৷৷০	১৯৫০০—২০০০০ "	১২০০৲
১১৫০০—১২০০০ "	৮৪০৲	২০০০০—২১০০০ "	১২৩০৲
১২০০০—১২৫০০ "	৮৬২৷৷০	২১০০০—২২০০০ "	১২৬০৲
১২৫০০—১৩০০০ "	৮৮৫৲	২২০০০—২৩০০০ "	১২৯০৲
১৩০০০—১৩৫০০ "	৯০৭৷৷০	২৩০০০—২৪০০০ "	১৩২০৲
১৩৫০০—১৪০০০ "	৯৩০৲	২৪০০০—২৫০০০ "	১৩৫০৲
১৪০০০—১৪৫০০ "	৯৫২৷৷০	২৫০০০—২৬০০০ "	১৩৮০৲
১৪৫০০—১৫০০০ "	৯৭৫৲	২৬০০০—২৭০০০ "	১৪১০৲

দাবীর পরিমাণ।	কোর্ট ফী	দাবার পরিমাণ।	কোর্ট ফী
ঊর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ		ঊর্দ্ধ—অনূর্দ্ধ	
২৭০০০—২৮০০০ টাকা	১৪৪০৲	৪৪০০০—৪৫০০০ টাঃ	১৯৫০৲
২৮০০০—২৯০০০ ,,	১৪৭০৲	৪৫০০০—৪৬০০০ ,,	১৯৮০৲
২৯০০০—৩০০০০ ,,	১৫০০৲	৪৬০০০—৪৭০০০ ,,	২০১০৲
৩০০০০—৩১০০০ ,,	১৫৩০৲	৪৭০০০—৪৮০০০ ,,	২০৪০৲
৩১০০০—৩২০০০ ,,	১৫৬০৲	৪৮০০০—৪৯০০০ ,,	২০৭০৲
৩২০০০—৩৩০০০ ,,	১৫ ০৲	৪৯০০০—৫০০০০ ,,	২১০০৲
৩৩০০০—৩৪০০০ ,,	১৬২০৲	৫০০০০—৫৫০০০ ,,	২১৩৭॥০
৩৪০০০—৩৫০০০ ,,	১৬৫০৲	৫৫০০০—৬০০০০ ,,	২১৭৫৲
৩৫০০০—৩৬০০০ ,,	১৬৮০৲	৬০০০০—৬৫০০০ ,,	২২১২॥০
৩৬০০০—৩৭০০০ ,,	১৭১০৲	৬৫০০০—৭০০০০ ,,	২২৫০৲
৩৭০০০—৩৮০০০ ,,	১৭৪০৲	৭০০০০—৭৫০০০ ,,	২২৮৭॥০
৩৮০০০—৩৯০০০ ,,	১৭৭০৲	৭৫০০০—৮০০০০ ,,	২৩২৫৲
৩৯০০০—৪০০০০ ,,	১৮০০৲	৮০০০০—৮৫০০০ ,,	২৩৬২॥০
৪০০০০—৪১০০০ ,,	১৮৩০৲	৮৫০০০—৯০০০০ ,,	২৪০০৲
৪১০০০—৪২০০০ ,,	১৮৬০৲	৯০০০০—৯৫০০০ ,,	২৪৩৭॥০
৪২০০০—৪৩০০০ ,,	১৮৯০৲	৯৫০০০—১০০০০০ ,,	২৪৭৫৲
৪৩০০০—৪৪০০০ ,,	১৯২০৲		

২। বিশেষ প্রতিকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১ আইন ৯ ধারা অনুসারে দখলের মোকদ্দমায় উপরিলিখিত স্কেলের অর্দ্ধেক কোর্টফী লাগিবে। যথা, ভূমির মূল্য যদি ১০০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে উপরিলিখিত স্কেল অনুযায়ী ৮৶০ টাকার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৪৴০ লাগিবে।

৪। রিভিউর দরখাস্তে, যদি ঐ দরখাস্ত ডিক্রীর তারিখের পর ৯০ দিনের দিন বা তাহার পরে দাখিল হয়, তাহা হইলে মূল আরজীতে বা আপীলের মেমোরেণ্ডামে যত ফী লাগে তত কোর্টফী লাগিবে।

৫। রিভিউর দরখাস্তে, যদি ঐ দরখাস্ত ডিক্রীর তারিখ হইতে ৯০ দিনের পূর্ব্বে দাখিল হয়, তাহা হইলে আরজীতে বা আপীলের মেমোরেণ্ডামে যত কোর্টফী লাগে তাহার অর্দ্ধেক ফী লাগিবে।

৬। রায়ের, অথবা ডিক্রীর মত কার্য্যকর নহে এরূপ হুকুমের জাবেদা নকল বা অনুবাদ লইতে হইলে দরখাস্তে নিম্ন কোর্টফী লাগে—

যদি দাবীর পরিমাণ ৫০৲ টাকার অনধিক হয়	...	।৶০
,, ,, অধিক হয়		
যদি ঐ রায় বা হুকুম হাইকোর্টের হয় তাহা হইলে	...	১॥০

৭। ডিক্রী বা ডিক্রীর ন্যায় কার্য্যকর হুকুমের জাবেদা নকল বা অনুবাদ লইতে হইলে, তজ্জন্য দরখাস্তে নিম্ন কোর্টফী লাগে—

যদি মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকার অনধিক হয়	...	॥০
যদি মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকার অধিক হয়	...	১৲
যদি ঐ ডিক্রী বা হুকুম হাইকোর্টের হয় তাহা হইলে	...	৪৲

৮। কোনও মোকদ্দমায় যদি কোনও আসল দলিল ফেরৎ লইয়া তাহার জাবেদা নকল রাখা হয়, তাহা হইলে—

যদি ঐ আসল দলিলে ॥০ আনার অনধিক ষ্ট্যাম্প থাকে, তাহা হইলে নকল দলিলে আসল দলিলের ষ্ট্যাম্পের সমান কোর্টফী লাগিবে; অন্যান্য অবস্থায় ॥০ মূল্যের কোর্টফী।

৯। কোনও হুকুম, রিপোর্ট, দরখাস্ত, এফিডেভিট, সাক্ষীর জোবানবন্দী প্রভৃতির নকল লইতে হইলে প্রতি ৩৬০ (বা তাহার কম) কথায় ... ॥০

১১। প্রোবেট বা লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ লইতে হইলে সম্পত্তির মূল্য ২০০০৲ টাকার অনধিক হইলে কোনও কোর্টফী লাগে না (১৯ ধারা দ্রষ্টব্য); সম্পত্তির মূল্য ২০০০৲ টাকার অধিক এবং ১০০০০৲ টাকার অনধিক হইলে মূল্যের উপর শতকরা২৲ টাকা হিসাবে কোর্টফী দিতে হয়। সম্পত্তির মূল্য ১০০০০৲ টাকার অধিক এবং ৫০০০০৲ টাকার অনধিক হইলে, শতকরা ৩৲ টাকা হিসাবে কোর্টফী; তদূর্দ্ধে ৫০০০০৲ টাকার অধিক এবং এক লক্ষ টাকার অনধিক হইলে শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে কোর্টফী; তদূর্দ্ধে সম্পত্তির মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক যত টাকা হউক না, শতকরা ৫৲ হিসাবে কোর্টফী দিতে হইবে। যথা সম্পত্তির মূল্য ২৫০০০৲ টাকা হইলে প্রথম ১০০০০৲ টাকার জন্য শতকরা ২৲ হিঃ ২০০৲ টাকা, তদূর্দ্ধে ১৫০০০৲ টাকার জন্য শতকরা ৩৲ টাকা হিসাবে ৪৫০৲ টাকা, মোট ৬৫০৲ কোর্টফী লাগিবে। সম্পত্তির মূল্য ৬০০০০৲ টাকা হইলে প্রথম দশ হাজারের জন্য ২০০৲ টাকা, তদূর্দ্ধে ৪০ হাজারের জন্য ১২০০৲ এবং তদূর্দ্ধে দশ হাজারের জন্য শতকরা ৪৲ হিসাবে ৪০০৲ টাকা, মোট ১৮০০৲ টাকা কোর্টফী লাগিবে।

যদি ঐ সম্পত্তিগুলির মধ্যে কোনও এক সম্পত্তির জন্য পূর্ব্বে উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সার্টিফিকেটে যত টাকার কোর্টফী দেওয়া হইয়াছে, তদ্বাদে বক্রী কোর্টফী প্রোবেট বা লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণে লাগিবে।

১২। উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট লইতে হইলে, যে পাওনা টাকার জন্য সার্টিফিকেট লওয়া হইতেছে তাহা এক হাজার টাকার অধিক এবং দশ হাজার টাকার অনধিক হইলে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে কোর্টফী

লাগিবে। পাওনা টাকা দশ হাজারের অধিক, কিন্তু ৫০ হাজারের অনধিক হইলে শতকরা ৩৲ হিঃ কোর্টফী, ৫০ হাজারের অধিক এবং লক্ষ টাকার অনধিক হইলে শতকরা ৪৲ হিঃ কোর্টফী; এবং এক লক্ষ টাকার অধিক যত টাকা হউক না কেন, শতকরা ৫৲ টাকা কোর্টফী লাগিবে। যথা, পাওনা টাকা ৫০ হাজার হইলে প্রথম দশ হাজার টাকার জন্য ২০০৲, তদূর্দ্ধ ৪০ হাজারের জন্য ১২০০৲ টাকা মোট ১৪০০৲ টাকা কোর্টফী লাগিবে। এক লক্ষ টাকা পাওনা হইলে ৫০ হাজারের জন্য ১৪০০৲ টাকা, এবং তদূর্দ্ধে ৫০ হাজারের জন্য শতকরা ৪৲ হিসাবে ২০০০৲ টাকা, মোট ৩৪০০৲ টাকা কোর্টফী লাগিবে।

যদি সার্টিফিকেট পাওয়ার পর পুনরায় কোনও অতিরিক্ত টাকার জন্য ৭ আইনের ১০ ধারা অনুসারে দরখাস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত টাকা দশ হাজারের অনধিক হইলে শতকরা ৩৲ হিসাবে কোর্টফী; ঐ অতিরিক্ত টাকা দশ হাজারের অধিক কিন্তু ৫০ হাজারের অনধিক হইলে শতকরা ৪॥০ হিসাবে কোর্টফী; ঐ অতিরিক্ত টাকা ৫০ হাজারের অধিক কিন্তু এক লক্ষ টাকার অনধিক হইলে শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে কোর্টফী; এবং ঐ অতিরিক্ত টাকা এক লক্ষ টাকার অধিক হইলে (যত টাকা হউক না কেন) শতকরা ৭॥০ হিঃ কোর্টফী লাগিবে। যথা, একবার সার্টিফিকেট লওয়ার পর যদি পুনরায় ৫০ হাজার টাকার জন্য সার্টিফিকেট লইতে হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত টাকার জন্য—প্রথম দশ হাজারে শতকরা ৩৲ হিসাবে ৩০০৲ টাকা, এবং পরবর্ত্তী ৪০ হাজারে শতকরা ৪॥০ হিসাবে ১৮০০৲ মোট ২১০০৲ টাকা কোর্টফী লাগিবে।

কোর্টফী আইন, ২য় তপশীল।

১। (ক) আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট বা রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট, বা কোনও স্থান পরিষ্কার বা সংস্কার করিবার জন্য মিউনিসিপাল কমিসনারের বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরের নিকট কোনও দরখাস্তে	৵০
কোনও দেওয়ানা বা রেভিনিউ আদালতের বা ছোট আদালতের মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকার কম হইলে ঐ মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোনও দরখাস্তে	৵০
দেওয়ানী ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালতের কোনও মোকদ্দমার ডিক্রী হুকুম বা রায়ের নকল বা অনুবাদ লইবার দরখাস্তে	৵০
(খ) যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমায় পুলিস বিনা ওয়ারেণ্টে আসামীকে ধৃত করিতে পারে, তাহা ব্যতীত অন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার নালিসের দরখাস্তে	১৲
কোনও দেওয়ানী বা রেভিনিউ আদালতের মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকা বা তদধিক হইলে তৎসংক্রান্ত কোনও দরখাস্তে	৷৵০
খাজনা বা রাজস্ব আমানত করিবার দরখাস্তে	৷৵০
ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার দরখাস্তে	৷৵০
(গ) রেভিনিউ কমিসনার বা চিফ কমিসনার বা বিভাগের কমিসনারের নিকট কোনও দরখাস্তে ...	১৷৷০
(ঘ) হাইকোর্টে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১১৫ ধারা ব্যতীত অন্য কোনও দরখাস্তে	২৲

উক্ত ১১৫ ধারা অনুসারে দরখাস্তে—

মোকদ্দমার দাবী ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	...	৫৲
" " " " অধিক হইলে	...	১০৲
২। পাঁপরে নালিস করিবার অনুমতির দরখাস্তে	...	৷৷০
৩। পাঁপরে আপীল করিবার অনুমতির দরখাস্তে—		
জেলা কোর্টে হইলে	...	১৲
হাইকোর্টে বা কমিসনারের নিকট হইলে ...	..	২৲
৫। দখলিস্বত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার নালিসের আরজীতে বা আপীলের মেমোরেণ্ডামে ...	...	৷৷০
৬। দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অনুসারে জামিননামায়	...	৷৷০
১০। মোক্তারনামা বা ওকালতনামা—		
হাইকোর্ট ভিন্ন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে বা কালেক্টার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট	..	১৲
রাজস্ব কমিশনার বা বিভাগের কমিশনারের নিকট	...	১৷৷০
হাইকোর্টে, চিফ্‌কমিশারের নিকট, বা রেভিনিউ বোর্ডে	...	২৲
১১। মোৎফরক্কা আপীল—		
রেভিনিউ আদালতে	...	৷৷০
দেওয়ানী আদালতে	...	১৲
রেভিনিউ বোর্ডের নিকট	...	২৲
হাইকোর্টে	...	৫৲
১২। ক্যাভিয়াটের দরখাস্তে ...	...	১০৲
১৭। (১) কোনও দেওয়ানী বা রেভিনিউ আদালতের সরাসরি নিষ্পত্তি বা হুকুম রদ করিবার নালিসে বা আপীলে	...	১৫৲

(২) রাজস্বদায়ী এষ্টেটের মালিকগণের নামের রেজেষ্ট্রী বহিতে কোনও পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিবার নালিসে. ... ... ১৫৲

(৩) কোনও আনুষঙ্গিক প্রার্থনা না করিয়া শুধু কোনও বিষয়ে ডিক্লারেসন পাইবার নালিসে . ২০৲

(৪) সালিসী রোয়দাদ রদ করিবার নালিসে ... ১৫৲

(৫) কোনও দত্তকগ্রহণ রদ করিবার নালিসে ... ২০৲

(৬) যে মোকদ্দমায় দাবীর কোনও মূল্য নিরূপিত হইতে পারে না তাহার আরজীতে বা আপীলে .. ১৫৲

১৮। আদালতের সাহায্যে সালিস মান্য দ্বারা বিচারের জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২য় তফশীল ১৭ দফা অনুসারে দরখাস্তে ... ... ১০৲

১৯। কোনও বিষয়ে পক্ষগণ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৯০ ধারা মতে আদালতের, মত জানিবার জন্য দরখাস্ত করিলে, উক্ত দরখাস্তে ... . ১০৲

আদালতের নানাবিধ খরচা।

তলবানা।

তলবানার হার নানা আদালতে নানাপ্রকার হইয়া থাকে; তাহা নিম্নে লিখিত হইল। তলবানা কোর্টফী দ্বারা দিতে হয়।

হাইকোর্টের আপীল বিভাগে তলবানার হার।

১। কোনও পক্ষের উপর আপীলের নোটিস জারী করিতে হইলে, ৪ জন পর্য্যন্ত ... . ১৲

তদধিক লোকের উপর জারী হইলে প্রতি অতিরিক্ত ব্যক্তির জন্য ॥৹

১। কোনও পক্ষ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির উপর পরোয়ানা জারী করিতে ৪ জন পর্য্যন্ত ... ১৲

তাহার অধিক হইলে প্রতি অতিরিক্ত ব্যক্তির জন্য . ॥৹

৩। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারীর তলবানা ১৲

৪। উপরোক্ত পরোয়ানা ব্যতীত অন্য কোনও পরোয়ানা জারীর জন্য ... ... ৫৲

অন্য আদালতের তলবানার হার।

হাইকোর্টের অধীনস্থ আদালত সমূহে, আদালত বিশেষে এবং দাবী বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার তলবানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—(ক) জজ, সবজজ আদালত ও রেভেনিউ আদালতে দাবী ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে; (খ) মুনসেফী ও রেভিনিউ আদালতে, দাবী ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে; (গ) মুনসেফী, রেভিনিউ ও ছোট আদালতে টাকা ও খাজনার মোকদ্দমায় দাবী ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে। এই তিন প্রকার আদালতে তিন প্রকার তলবানার হার নিরূপিত হইয়াছে—

পরওয়ানাদির বিবরণ	(ক) সবজজ ও রেভিনিউআদালত-দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে	(খ) মুনসেফ ও রেভিনিউআদালত-দাবী ১০০০৲র অনধিক হইলে	(গ) মুনসেফ, রেভিনিউ আদালত, ছোটআদালত, মনি ও খাজনার মোকর্দ্দমায় দাবী ৫০৲র অধিক না হইলে
সমন বা নোটিস।			
১। কোনও পক্ষের উপর কোন প্রকার সমন বা নোটীশ জারি করিবার জন্য—৪ জন পর্য্যন্ত————	২৲	১৲	॥০
৪ জনের অধিক হইলে অতিরিক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জারির জন্য—	॥০	।০	।০
২। সাক্ষীর উপর বা পক্ষভিন্ন অপর ব্যক্তির উপর সমন বা নোটীশ জারির জন্য—	২৲ (৪ জন পর্য্যন্ত)	১৲ (৪ জন পর্য্যন্ত)	প্রতি ব্যক্তির জন্য ।০ আনা হিসাবে

পরওয়ানাদির বিবরণ	(ক) সবজজ ও রেভিনিউ আদালত-দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে	(খ) মুনসেফ ও রেভিনিউ আদালত-দাবী ১০০০৲ র অনধিক হইলে	(গ) মুনসেফ, রেভিনিউ আদালত, ছোট আদালত, মনি ও খাজনার মোকর্দ্দমার দাবী ৫০৲ র অধিক না হইলে
ঐ ৪ জনের অতিরিক্ত হইলে প্রত্যেক অতিরিক্ত ব্যক্তির জন্য—	৷৷০	৷০	৷০
ক্রোক।			
৩। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা বাহির জন্য———	২৲	১৲	৷৷০
ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য প্রতি পিয়নের প্রত্যেক দিনের খরচা—	৷৵০	৷০	৷০
স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক।			
৪। ক্রোকী পরওয়ানা (যতগুলি হউক না কেন) বাহির জন্য—	২৲	১৲	১৲

পরওয়ানাদির বিবরণ	(ক) সবজজ ও রেভিনিউ আদালত-দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে	(খ) মুনসেফ ও রেভিনিউ আদালত-দাবী ১০০০৲র অনধিক হইলে	(গ) মুনসেফ, রেভিনিউ আদালত, ছোট আদালত—মনি ও খাজনার মোকদ্দমায় দাবী ৫০৲ র অধিক না হইলে
নোটীশ।			
৫। ডিক্রীজারীতে কোন নোটীশ জারীর জন্য (যতগুলি হউক না কেন)—	২৲	১৲	১৲
গ্রেপ্তার।			
৬। দেনদারকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা বাহির জন্য—	১০৲	৪৲	১৲
নিলাম।			
৭। নিলামী ইস্তাহার জারীর তলবানা—	২৲	১৲	১৲
সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় জন্য পাউণ্ডেজ খরচা			
(ক) ১০০০৲র অনধিক মুল্যে বিক্রয়			

পরওয়ানাদির বিবরণ	(ক) সবজজ ও রেভিনিউ আদালত-দাবী ১০০০৲ অধিক হইলে	(খ) মুনসেফ ও রেভিনিউ আদালত-দাবী ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	(গ) মুনসেফ, রেভিনিউ আদালত, ছোট আদালত, মনি ও খাজনার মোকর্দ্দমায় দাবী ৫০৲ র অধিক না হইলে
হইলে—	২৲ শতকরা (প্রতি ২৫৲ টাকায় ॥০)	২৲ শতকরা (প্রতি ২৫৲ টাকায় ॥০)	২৲ শতকরা (প্রতি ২৫৲ টাকায় ॥০)
(খ) ১০০০৲ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইলে—	১৲ শতকরা (প্রতি ২৫৲ টাকায় ।০)	১৲ শতকরা (প্রতি ২৫৲ টাকায় ।০)	১৲ শতকরা (প্রতি ২৫৲ টাকায় ।০)
৮। উপরোক্ত পরোয়ানা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পরোয়ানা জারির জন্য—	২৲	১৲	১৲

ফসল ক্রোকের তলবানা।

খাজনা আইনের ১২১ ধারা অনুসারে ফসল ক্রোকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত তলবানা দিতে হয় :—

১। ফসল ক্রোকী পরওয়ানার জন্য তলবানা ... ।০

২। ফসল ক্রোক হইলে তাহার হেফাজতের জন্য প্রতি ব্যক্তির দৈনিক ফিস ৷৷০

৩। কর্ত্তণ মলান করিতে প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনিক ফিস .. ৷৷০

নৌকাভাড়া।

কোনও সমন, নোটিস বা পরওয়ানা জারী করাইতে হইলে যে সকল স্থানে নৌকা বা ডোঙ্গা ব্যতীত যাওয়া যায় না, সেই সকল স্থানে যাইবার জন্য উপরোক্ত তলবানা ব্যতীত নৌকাভাড়াও দিতে হয়। সাধারণতঃ তলবানা যত লাগে তাহার সিকি ভাগ নৌকাভাড়া দিতে হয়; যথা, যদি ১৲ টাকা তলবানা লাগে, তাহা হইলে ।০ আনা নৌকাভাড়া লাগিবে, মোট ১।০ দিতে হইবে। নৌকাভাড়াও তলবানার ন্যায় কোর্টফী দ্বারা দাখিল করিতে হয়।

নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নৌকাভাড়া লাগে :—

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত—ডায়মণ্ডহারবার মুন্সেফীর এলাকায় মগরাহাট, ফলতা, কুলপী, কাকদ্বীপ এবং মথুরাপুর থানার অধীনস্থ স্থান সমূহে; বারুইপুর মুন্সেফীর এলাকায় বারুইপুর, মাতলা ও জয়নগর থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে; আলীপুর মুনসেফীর এলাকায় ভাঙ্গড়, সোণারপুর, বিষ্ণুপুর ও বজবজ থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে; বসিরহাট মুনসেফীর এলাকায় হাড়োয়া ও হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত স্থানসমূহে।

রঙ্গপুর জেলার মধ্যে—কুড়িগ্রাম ও গাইবাধা মুনসেফীর এলাকার স্থান সমূহে; সদর (রঙ্গপুর) মুন্সেফীর এলাকায় কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত স্থানসমূহে।

দিনাজপুর জেলার মধ্যে—রায়গঞ্জ মুনসেফীর এলাকায় রায়গঞ্জ, কালিগঞ্জ ও বংশীহারী থানার অন্তর্গত স্থানসমূহে।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত—কক্সবাজার, হাটহাজারী ও নর্থ রাউজান মুনসেফীর এলাকার স্থানসমূহে।

হুগলী জেলায়—আরামবাগ মুন্সেফীর এলাকার অন্তর্গত স্থান সমূহে।

এতদ্ভিন্ন নদীয়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, কাছাড়, শিবসাগর, ডারং, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও লখিমপুর জেলার অধীনস্থ সমস্ত স্থানে।

বৎসরের যে সময়ে নৌকাব্যতীত যাওয়া চলে সে সময়ে নৌকাভাড়া লাগে না; যে সময়ে (সাধারণতঃ বর্ষাকালে) নৌকাব্যতীত যাওয়া যায় না, সেই সময়েই নৌকাভাড়া দিতে হয়।

সাক্ষীর খরচা।

সাক্ষীমান্য করিবার সময়ে তলবানা ব্যতীত নিম্নলিখিত হারে আদালতে সাক্ষীর খোরাকী ও বারবরদারী (যাতায়াতের খরচা) জমা দিতে হয়।

সাক্ষীগণের অবস্থা ও পদমর্য্যাদা অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে;—(১) প্রথম শ্রেণী—সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি; (২) দ্বিতীয় শ্রেণী—চাষী, কর্ম্মকার, সূত্রধার, সামান্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি; (৩) তৃতীয় শ্রেণী—জন, মজুর, মুটিয়া প্রভৃতি।

খোরাকী।

(১) হাবড়া, ২৪ পরগণা, এবং দারজিলিং জেলার সাক্ষী হইলে দৈনিক—প্রথম শ্রেণী ৫৲; দ্বিতীয় শ্রেণী ৷৷৶০, তৃতীয় শ্রেণী ৷৶০

(২) হাবড়া, ও ২৪ পরগণা ব্যতীত বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলা সমূহে, এবং উড়িষ্যা বিভাগের সাক্ষী হইলে দৈনিক—প্রথম শ্রেণী ৫৲, দ্বিতীয় শ্রেণী ৷৷০, তৃতীয় শ্রেণী ৷০

(৩) অন্যান্য স্থানে প্রথম শ্রেণী ৫৲, দ্বিতীয় শ্রেণী।৵০, তৃতীয় শ্রেণী ৴০ উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি উচ্চ ব্যবসায়ী ব্যক্তি সাক্ষী হইলে আদালত অবস্থানুসারে খরচা ধার্য্য করিয়া দেন।

বারবরদারী।

উপরোক্ত খোরাকী বাদে সাক্ষীগণের যাতায়াতের খরচা নিম্নলিখিত হারে জমা দিতে হয় :—

(১) সাক্ষীর যাতায়াতের পথে রেল বা ষ্টীমার না থাকিলে প্রতি মাইলে।০ আনার অনধিক হিসাবে যাতায়াতের খরচা দিতে হয়।

(২) সাক্ষীকে রেল বা ষ্টীমারে আসিতে হইলে, প্রথম শ্রেণীর সাক্ষীর জন্য পদমর্য্যাদা অনুসারে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সাক্ষীর জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া জমা দিতে হয়।

(৩) সাক্ষীকে নৌকাযোগে আসিতে হইলে ন্যায্য আসল খরচা দিতে হয়, কিন্তু ঐ খরচা দৈনিক ২৲ টাকার অধিক হইবে না।

সরকারী কর্ম্মচারীকে সাক্ষী মানিলে আদালত অবস্থানুসারে তাঁহার একদিনের বা তদধিক দিনের মাহিনা দিতে বলিবেন; ঐ মাহিনা ব্যতীত তিনি আর উপরোক্ত খোরাকী পাইবেন না।

কমিশন খরচা।

	জজ ও সবজজ আদালতে	মুনসেফী আদালতে
(১) সাক্ষীর জবানবন্দী লইবার জন্য সাক্ষী প্রতি	১০৲	৪৲
(২) হিসাব নিকাশ লইবার জন্য প্রতি দিন—	১০৲	৪৲
(৩) সরেজমীন তদন্তের জন্য প্রতি দিন—		
(ক) সারভে পাশ করা উকীল—	১৬৲	৮৲

(খ) একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার—	৩০৲	৩০৲
(গ) সাব-এঞ্জিনিয়ার—	১০৲—১৫৲	১০৲—১৫৲
(ঘ) গ্রাজুয়েট ওভারসিয়ার—	৫৲	৫৲
(ঙ) এপ্রেণ্টিস্ ওভারসিয়ার—	২৲—৪৲	২৲—৪৲
(চ) অন্যান্য ব্যক্তি (যথা আমীন)—	৩৲	৩৲

কমিশনারগণ এতদ্ব্যতীত যাতায়াতের খরচা পাইয়া থাকেন। কার্য্য কঠিন হইলে আদালত অবস্থা বিশেষে ইহাপেক্ষা উচ্চ হারে খরচার আদেশ দিতে পারেন। হাকিম স্বয়ং সরেজমীন তদন্ত করিতে যাইলে শুধু তাঁহার যাতায়াতের খরচ দিতে হয়।

উকীলের ফী।

উকীলের সহিত মক্কেলের যদি কোনও লিখিত চুক্তি থাকে, তবে উকীল তদনুসারে ফী পাইতে স্বত্ববান্। চুক্তি না থাকিলে নিম্নলিখিত হারে উকীল ফী পাইবেন :—

৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমায় শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ;
৫০০০৲ টাকা হইতে ২০০০০৲ টাকা দাবী পর্য্যন্ত শতকরা ২৲ „ „
২০০০০৲ „ „ ৫০০০০৲ „ „ „ „ ১৲ „ „

৫০০০০৲ টাকা হইতে যে কোনও টাকার দাবী পর্য্যন্ত শতকরা ৷৷০ আনা হিসাবে। কিন্তু কোনও মোকদ্দমায় উকীল ১০০০৲ টাকার অধিক ফী পাইবেন না।

মোকদ্দমা একতরফা হইলে উকীল উপরোক্ত হারের অর্দ্ধেক ফী পাইবেন।

আপীলের মোকদ্দমায় উকীল মূল মোকদ্দমার ফীসের হারে ফী পাইবেন।

মোৎফরকা মোকদ্দমায় উকীলের ফীস্ আদালত নির্দ্ধারিত করিয়া

দিবেন, কিন্তু এই ফীস, জজ বা সবজজ আদালতে ৮০৲ টাকার অধিক হইবে না; এবং মুনসেফী আদালতে দাবী ৩০০৲ টাকার কম হইলে ফী ৪৲ টাকার অধিক হইবে না, এবং দাবী ৩০০৲ টাকার অধিক হইলে ফী ১৬৲ টাকার অধিক হইবে না।

কোনও মোকদ্দমায় উকীল এবং মোক্তার উভয়ে নিযুক্ত হইলে, ঐ মোকদ্দমায় যে ফীস উপরোক্ত স্কেল অনুসারে নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে মোক্তার শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে পাইবেন, এবং বক্রী ৮৫৲ টাকা হিসাবে উকীল পাইবেন। যথা, কোনও ৪০০৲ টাকার দাবীর মোকদ্দমায় উপরোক্ত স্কেল অনুসারে ২০০৲ টাকা উকীলের ফীস প্রাপ্য হয়; যদি ঐ মোকদ্দমায় উকীল এবং মোক্তার উভয়েই থাকেন, তবে মোক্তার পাইবেন ৩০৲ টাকা, আর উকীল পাইবেন বাকী ১৭০৲ টাকা।

কোনও খাজনা বাকীর মোকদ্দমায় উকীলের পরিবর্ত্তে রেভিনিউ এজেণ্ট কাজ করিলে তিনি উকীলের অর্দ্ধেক ফী পান। যদি উকীল ও রেভিনিউ এজেণ্ট উভয়েই থাকেন তাহা হইলে রেভিনিউ এজেণ্ট মোক্তারের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট ফীর শতকরা ১৫৲ হিসাবে ও উকীল ৮৫৲ হিসাবে ফী পাইবেন।

কোনও মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে, উপরোক্ত স্কেল অনুসারে বিবাদীর উকীল ফীস পাইবেন।

হাইকোর্টের এড্‌ভোকেটের (ব্যারিষ্টার) ফী:—১০০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমায় ৫১৲ টাকা; ৫০০৲—১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমায় ৮৫৲ টাকা; ১০০০৲—১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমায় ১৩৬৲ টাকা; ১৫০০—২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমায় ১৭০৲ টাকা। তদূর্দ্ধে প্রতি ১০০০৲ টাকার দাবীতে ৮৫৲ টাকা হিসাবে।

হাইকোর্টে এটর্ণির ফী:—১০০৲—৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর

মোকদ্দমায় ৩৪৲ টাকা; ৫০০৲—১০০০৲ টাকা দাবীর মোকদ্দমায় ৫১৲ টাকা; ১০০০৲—১৫০০৲ টাকার দাবীতে ৬৮৲ টাকা; ১৫০০৲—২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে ৮৫৲ টাকা। তদূর্দ্ধে প্রতি ৫০০৲ টাকার দাবীতে ১৭৲ টাকা হিসাবে।

হাইকোর্টের উকীলের ফী এটর্ণির ফীর সমান।

নকলের খরচ।

বাদী বা বিবাদী মোকদ্দমার যে কোনও সময়ে (ডিক্রীর পূর্ব্বে বা পরে) ঐ মোকদ্দমার দাখিলী যে কোনও কাগজ পত্রের নকল লইতে পারেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ডিক্রীর পরে (পূর্ব্বে নহে) আরজী, বর্ণনা, দরখাস্ত, এফিডেভিট, রায়, ডিক্রী ও হুকুমের নকল লইতে পারেন। কোনও মোকদ্দমায় কোনও পক্ষ যদি নিজের কোনও দলিল দাখিল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দলিলের নকল কোনও তৃতীয় ব্যক্তি পক্ষগণের ও আদালতের অনুমতি বিনা লইতে পারিবেন না।

নকলের জন্য দরখাস্তের মুদ্রিত ফরম পূরণ করিয়া দরখাস্ত করিতে হয়; উহাতে /০ কোর্টফী লাগে; নথি যদি মহাফেজখানায় প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সার্চ্চিং ফী ।০ অতিরিক্ত দিতে হয়। দরখাস্ত দাখিল করিবার ২।৩ দিন পরে বোর্ডে লিখিয়া জানান হয় যে কয়খানি ফোলিও কাগজ ও কত কোর্টফী কতদিনের মধ্যে দিতে হইবে। তদনুসারে নকলপ্রার্থী নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ঐ ফোলিও ও কোর্টফী দাখিল করিবেন, নচেৎ দরখাস্ত নামঞ্জুর হইবে। ফোলিও দাখিলের পর ৫।৭ দিনের মধ্যে নকল পাওয়া যায়। কোনও ফোলিও নকলে ব্যবহার না হইলে, নকলপ্রার্থীকে ফেরৎ দেওয়া হয়। এক মাসের মধ্যে কোনও নকল বা অব্যবহৃত কোর্টফী বা ফোলিও ফেরত

না লইলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। প্রত্যেক ফোলিও কাগজের মূল ১/০; উহাতে বাঙ্গালা ৩০০ কথা কিংবা ইংরাজী ১৫০ কথা নকল করা হয়।

সাধারণ নকল লইতে হইলে শুধু ফোলিও কাগজ দিলেই চলে, কোর্টফীর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু জাবেদা নকল লইতে হইলে কোর্টফীর প্রয়োজন হয়। কোন্ দলিলের নকল লইতে হইলে কিরূপ কোর্টফী লাগে তাহা পূর্ব্বে কোর্টফী আইনে লিখিত হইয়াছে।

যেদিনে নকলের জন্য দরখাস্ত করা যায়, ঐ দিনেই নকল পাইতে হইলে সাধারণ খরচের উপর নিম্নলিখিত আর্জেণ্ট ফী অতিরিক্ত দিতে হয়:—নকল লইতে যদি চারিখানি বা তাহার কম ফোলিও লাগে, তাহা হইলে ১৲ টাকা কোর্টফী; চারিখানির বেশী ফোলিও লাগিলে, প্রত্যেক ফোলিওর জন্য।০ আনা কোর্টফী।

উইলের নকল।

মূল উইলের নকল লইতে হইলে জজ বা ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেটের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। ঐ দরখাস্তে ১৲ টাকা কোর্টফী লাগে। এতদ্ভিন্ন নকল খরচা দিতে হয়। মূল উইল দেখিতেও ১৲ টাকার কোর্টফী দিয়া দরখাস্ত করিতে হয়; যদি উইল কোনও রেজেষ্টারী বহিতে নকল হইয়া থাকে তাহা হইলে নকল উইল দেখিতে ॥০ কোর্টফী দিয়া দরখাস্ত করিতে হয়।

নক্সা বা ম্যাপের জাবেদা নকল লইতে হইলে ॥০ বা ১৲ কোর্টফী লাগে। ইহার নকলনবিসের ফী আদালত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের নানাবিধ খরচা।

(১) কোর্ট ফী।

১৲ হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমায় প্রতি টাকায় /১৫ হিসাবে; তদূর্দ্ধে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় ৶০ হিসাবে; তদূর্দ্ধে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় /০ হিসাবে। ২০০০৲ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমা ছোট আদালতে হয় না।

(২) সমনের খরচা।

১৲ হইতে ৫৲ টাকা দাবী পর্য্যন্ত ৶০ আনা; তদূর্দ্ধে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত—।০ আনা; তদূর্দ্ধে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত—॥০ আনা; তদূর্দ্ধে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—১৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—প্রতি ১০০৲ টাকায় ।০ আনা; তদূর্দ্ধে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—প্রতি ১০০৲ টাকায় ৶০ আনা।

(৩) সাপনা খরচ।

সমনের খরচের ন্যায়

(৪) ওয়ারেণ্ট খরচ।

১৲ হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে প্রতি টাকায় /১৫ হিসাবে, তদূর্দ্ধে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে প্রতি টাকায় ৶০ হিসাবে; তদূর্দ্ধে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে প্রতি ১০০৲ টাকায় ১৲ টাকা হিসাবে; তদূর্দ্ধে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে প্রতি ১০০৲ টাকায় ॥০ হিসাবে।

(৫) সাক্ষীর খরচ।

সাধারণ লোক, সামান্য সিপাহী, সামান্য বাটীর চাকর, সরকার, মুটে, মজুর—॥০ আনা; সাধারণ ব্যবসায়ী—১৲ হইতে ৪৲ টাকা;

সওদাগর, ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ, জমীদার, সম্পত্তিশালী ব্যক্তি—২৲ হইতে ১২৲ টাকা; নিলামকার, দালাল, পেয়াদা, মুহুরী—১৲ হইতে ১০৲ টাকা; পত্রসম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভেয়ার প্রভৃতি—২৲ হইতে ১২৲ টাকা; সিভিল অফিসার (যাঁহার মাসিক বেতন ৫০৲ টাকার ন্যূন নহে), সম্ভ্রান্ত সৈনিক কর্ম্মচারী বা জাহাজ কর্ম্মচারী—৬৲ হইতে ১২৲ টাকা; বেনিয়ান, স্কুল মাষ্টার, কাপ্তেন, আর্টিকেল ক্লার্ক—২৲ হইতে ৬৲ টাকা; পুলিস ইন্‌স্পেক্টার, অন্যান্য পুলিস অফিসার, কাষ্টম হাউস অফিসার, এঞ্জিন ড্রাইভার—২৲ হইতে ৪৲ টাকা; গুদাম সরকার ১৲ হইতে ৪৲ টাকা; স্ত্রীলোক সাক্ষী ॥০ হইতে ৪৲ টাকা।

(৬) উকিলের ফী।

১৲ হইতে ১০৲ টাকা দাবী পর্য্যন্ত—১৲; তদূর্দ্ধে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত ২৲ টাকা, তদূর্দ্ধে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত—৫৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—১০৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—১৫৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—২০৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—২৫৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—৩০৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ৭০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—৩৫৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ৮০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে—৪০৲ টাকা; তদূর্দ্ধে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীতে—৪৫৲ টাকা; তদূর্দ্ধে প্রতি ২০০৲ টাকায় ৫৲ টাকা হিসাবে।

(৭) ডিক্রেণ্ট খরচ।

৫৲ টাকা দাবী পর্য্যন্ত ১।০; তদূর্দ্ধে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত—২৲; তদূর্দ্ধে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত—২॥০ টাকা; ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত—৩॥০; ২৫৲ পর্য্যন্ত—৪।০; ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত—৫৲ টাকা; ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত—৫॥০; ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত—৬॥০; ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত—৭৸০; ৫০৲ টাকা

পর্য্যন্ত—৮৷৷০ ; ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত—১০৲ টাকা ; ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত—১১৷৷০ ; ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত—১৩৲ টাকা। তদূর্দ্ধে প্রতি ১০০ টাকায় ১০৲ টাকা। ইহা ভিন্ন শীল খরচা ও পেয়াদার রোজ ১২ দিনের জন্ম দৈনিক ৷৷০ আনা হিসাবে ৬৲ টাকা জমা দিতে হয়।

আরজী ও জবাব—মুসবিদা।

১। বাকী খাজনার নালিস।

আরজী।

জেলা ২৪ পরগণা মোকাম শিবাদহের দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত।

বাদী	প্রতিবাদীগণ—
শ্রী............	১। শ্রী......
পিতা জাতি পেসা	২। শ্রী.........
সাকিম থানা জেলা	৩। শ্রী.........

বাকী খাজনা বাবত নালিস দাবী ২২০৷৷৵০

বাদীর নালিসের বর্ণনা এই যে—

১। এই আদালতের অধীন থানা............র এলাকায় ...... মৌজায় বাদী পত্তনি দরপত্তনি ও কায়েমী ইজারা স্বত্বে ২১৩৴৪ বিঘা জমীর স্বত্ববান ও ঐ জমীর প্রজাগণের নিকট কর আদায়ে দখলিকার আছেন।

২। উক্ত ২১৩৴৪ বিঘা জমীর উপর প্রতিবিঘা ৵০ হিসাবে মোট বার্ষিক খাজনা ৩৯৮৵৯ টাকা হিসাবে প্রতিবাদীগণের নিকট সন ১৩১৮ সাল হইতে ১৩২১ সাল তক নিম্ন তপশীল লিখিত হিসাব মতে আসল

খাজনা মায় সেস ড্যামেজ ২২০৷৶০ ন্যায্য পাওনা হইতেছে। প্রতিবাদীগণ সঙ্গতি সত্বেও আদায় না করায় বাদী সুদের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে পুরা ড্যামেজ পাইতে অধিকারী আছেন ও ড্যামেজ দাবী করিলেন।

৩। নালিসী মহলে প্রতিসন আষাঢ় আশ্বিন পৌষ চৈত্র এই চারি কিস্তীতে খাজনার টাকা আদায়ের কিস্তী ও নিয়ম অবধারিত আছে। প্রতিবাদীগণ উক্ত কিস্তী মোতাবেক টাকা আদায় না করায় বাদীর এই নালিসের কারণ সন ১৩১৮ সালের আষাঢ় কিস্তী হইতে ক্রমশঃ প্রত্যেক কিস্তী ও সন গতে এই আদালতের এলাকামধ্যে... ...মৌজায় উদ্ভূত হইয়াছে।

৪। বাদী আদালতের বিচারাধিকার ও রসুম নিরূপণ জন্য ২২০৷৶০ টাকার দাবীর তায়দাদে এই নালিস উপস্থিত করিলেন।

৫। বাদী নালিস করিয়া প্রার্থনা করেন যে—

(ক) দাবীকৃত টাকা মায় আদালত খরচা সমুদয় টাকা মূলতুবী কালের ও ডিক্রীর পর আদায় কাল তক সুদ সহ বাদীকে প্রতিবাদীগণের প্রতিকূলে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থানুসারে বাদী অন্য যে কোনও প্রকার প্রতিকার পাইতে পারেন, তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল।

সন	জমা	নারখ	মোট	সেস	একুন
১৩১৮	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৪৶৩	৪৪৶০
১৩১৯	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৪৶৩	৪৪৶০
১৩২০	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৪৶৩	৪৪৶০
১৩২১	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৪৶৩	৪৪৶০
					১৭৬৷০
				ড্যামেজ—	৪৪৶০
					২২০৷৶০

অত্র আরজীর ১—৪ দফার বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য। অদ্য নিজ বাটীতে বসিয়া বেলা ১১টার সময় এই সত্য পাঠে দস্তখত করিলাম। ইতি তারিখ......

(বাদীর স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

উক্ত মোকদ্দমায় প্রতিবাদীগণের পক্ষের বর্ণনাপত্র—

১। এই প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর এইরূপ নালিসের কোনও কারণ নাই।

২। বাদী নালিসা আরজীকে নালিসী করের জমীর কোনও চৌহদ্দী না দেওয়ায় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুরূপে এইরূপ নালিস চলিতে পারে না।

৩। বাদী নালিসী করের জমীর খাজনা এই প্রতিবাদীগণের নিকট কখনও পান নাই. তদ্ধেতু বাদীর এই প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে এই নালিস রক্ষণীয় নহে।

৪। বাদীর সহিত এই প্রতিবাদীগণের কোনও প্রকার রাজাপ্রজা সম্বন্ধ না থাকায় বাদীর এই নালিস অচল আছে।

৫। বাদীর নালিসী জমার ও লাখরাজে নামজারী না থাকায় বাদী কর্ত্তৃক এই বাকী করের দাবী আদৌ চলিতে পারে না।

৬। এই প্রতিবাদীগণ কোনও প্রকারে বাদীর দাবীর দায়িক নহেন ও হইতে পারে না।

৭। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদার দাবী ডিসমিস করতঃ এই প্রতিবাদীগণকে খরচ দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

এই বর্ণনাপত্রের ১—৬ দফার বিবরণ আমাদের জ্ঞান মতে সত্য। আমরা অত্রাদালতের উকীল শ্রীযুক্ত............বাবুর সেরেস্তায় বসিয়া অদ্য বেলা ১২টার সময় এই বর্ণনাপত্রে দস্তখত করিলাম। ইতি তারিখ।

(প্রতিবাদীগণের দস্তখত)

২। বৃদ্ধি সহ বাকী কর আদায়ের নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদীর উক্তি এই যে—

১। মালিক বাবু অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায়ের অধীন ষ্টেশন সবরেজেষ্টারী সাতক্ষীরার অন্তর্গত ১৬৩ নং তৌজির মহাল পরগণে গাইখোলা ময়না গ্রাম মধ্যে বনবিহারী সরকারের মুদাফতী বরদাসুন্দরী চৌধুরাণীর নামীয় কায়েমী গাতী জমা বাদী নিলাম খরিদ করিয়া বয়নামা জারীর দ্বারা ঢোল সহরতে দখল লইয়া নিলাম খরিদ স্বত্বে উহাতে অন্যের নিরাংশে স্বত্ববান ও দখিলকার আছেন।

২। উক্ত গাতীর অধীনে ফুলসাহা ফকিরের নামে মঙ্গল সাহা ফকির-দিগের দখলকারীতে নিম্নের চৌহদ্দি লিখিত জমী অনুমান ১১৮৪৷৷১০ বিঘা পরিমাণ উল্লেখে প্রতি বিঘা ২৲ টাকা নিরিখে বার্ষিক ২৩৮৵৫ টাকায় যে হস্তান্তরের অযোগ্য কৃষিকারী জমা ছিল তাহা বাকীকরের ডিক্রী-জারীর নিলামে ১৯।৬।১০ তারিখে প্রতিবাদী খরিদ করিয়া স্বত্ববান ও দখিলকার আছেন। উক্ত খাজনা প্রতি সন আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র এই চারি কিস্তীতে আদায়ের নিয়ম আছে।

৩। নালিসী বাকীর মহাল ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রতিবাদীর সমক্ষে পরগণার প্রচলিত রসির পরিমাণে জরিপ হইয়া ১১৮৪৷৷১০ বিঘা

স্থলে ২০।১ বিঘা জমী আস্কারা হইয়াছে। বাদী বিবাদীর নিকট হইতে ঐ ২০।১ বিঘা জমীর খাজনা ১৩১৮ সাল হইতে আদায় করিতে অধিকারী হইতেছেন।

৪। নালিসী জমীর পার্শ্ববর্ত্তী একই গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের সমান উৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট ও একইরূপ সুবিধাবিশিষ্ট অধিকাংশ জমীর প্রচলিত খাজনা অন্ততঃ পক্ষে প্রতি বিঘা ৩৲ টাকা নিরিখে আদায় হইয়া আসিতেছে। প্রতিবাদীর বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তীগণের কম নিরিখে জমী ভোগ করিবার কোনও বিশেষ হেতু না থাকায় প্রতিবাদী পার্শ্ববর্ত্তী অধিকাংশ জমির প্রচলিত খাজনার হারে প্রতি বিঘায় ৩৲ টাকা নিরিখে বাদীকে আদায় করিতে বাধ্য আছেন।

৫। প্রতিবাদীর বায়া কর্ত্তৃক নালিসী জমীর বন্দোবস্ত করার সময় প্রচলিত প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য অনেক কম ছিল। এইক্ষণে খাদ্য শস্যের মূল্য পূর্ব্বোক্ত সময়ের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ায় প্রতিবাদী পূর্ব্ব বর্দ্ধিত হারে বাদীকে আইনমতে খাজনা দিতে বাধ্য আছেন।

৬। প্রতিবাদীর পূর্ব্ববর্ত্তীর সময়ে বাকীর মহলের যে অবস্থা ছিল তাহা হইতে এক্ষণে জমীর নিকটে খাল হইয়া জমীর উর্ব্বরতা শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ কারণ প্রতিবাদী বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় করিতে বাধ্য বটে। প্রতিবাদীর নিকট ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে আরজীর বর্ণিত জরিপ অনুযায়ী বৃদ্ধি জমীর খাজনা বর্দ্ধিত হারে তলব করায় বিবাদী কিছুমাত্র বাদীকে আদায় দেন নাই।

৭। উক্ত জমীর খাজনা ইস্তক ১৩১৭ সালের পৌষ ও চৈত্র কিস্তির ॥০ আনা তলবের ও ১৩১৮।১৩১৯ সালের শালিয়ানা ও ১৩২০ সালের নাগাইত আষাঢ় কিস্তী ।০ আনা তলবের সমেত সেস ও ড্যামেজ নিম্ন লিখিত হিসাব মতে বাকী আছে। বিবাদী সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও তলব

তাগাদায় আদায় না করায় শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে ড্যামেজ দিতে বাধ্য আছেন।

৮। বাকীর ভূমি অত্র আদালতের এলাকাধীন, এবং প্রত্যেক সন ও কিস্তি গতে নালিসের কারণ উত্থিত হইয়াছে।

৯। এলাকা ও রসুম নির্ণয়ার্থ দাবীর পরিমাণ কোর্টফী প্রদানে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইল।

১০। অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) নিম্নলিখিত হিসাব অনুযায়ী দাবীকৃত খাজনা ও সেস মায় ড্যামেজ ১৪০॥/০ টাকা আদালত ব্যয় ও মুলতবী সুদ সহ প্রতিবাদীর প্রতিকূলে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালত হইতে দাবীকৃত সন হইতে বর্দ্ধিত খাজনা ডিক্রী হওয়া সাব্যস্ত না হইলে চলিত খাজনার দাবী মায় খরচা মুলতবী সুদ সহ ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়, এবং ঐ বর্দ্ধিত খাজনা যে সময় হইতে পাওয়া নির্দ্ধারণ হইবে তাহার আদেশ প্রদান হয়।

হিসাব।

সন	খাজনা	সেস	একুন	ওয়াশীল	বাকী
১৩১৭ (পৌষ, চৈত্র)	১১৮৶/১২॥	।৶০	১২১/১২॥	০	১২১/১২॥
১৩১৮	৪০॥/১২	১।০	৪১৸/১২	০	৪১৸/১২
১৩১৯	৪০॥/১২	১।০	৪১৸/১২	০	৪১৸/১২
১৩২০ আষাঢ়	১৫৸৵/৮	॥০	১৬।৵/৮	০	১৬।৵/৮
					১১২।৶/৪॥
				ড্যামেজ	২৮/১৫॥
				মোট	১৪০॥/০

চৌহদ্দী।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

বিবাদীর বর্ণনা এই—

১। বাদীর বর্ত্তমান নালিসের কোনও কারণ বা অধিকার নাই।

২। বর্ত্তমান আকারে current rent, enhanced rent বাবদ একত্রে এই নালিস চলিতে পারে না।

৩। খাজনা আইনের ১৮৮ ধারার বিধানমতে বাদীর দাবী অচল।

৪। বাদী ও তাহার ভ্রাতা শ্রী................একান্ন থাকাকালে এজমালি তহবিলের টাকার দ্বারা উক্ত সম্পত্তি খরিদ হওয়ায় উক্ত ভ্রাতা শ্রী...........প্রয়োজনীয় পক্ষ বটে, তাহাকে পক্ষ না করায় মোকদ্দমা অচল।

৫। বিবাদী বাগাবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মজুমদার মহাশয়ের বেনামদার মাত্র, উক্ত বিপিনবিহারীকে পক্ষ না করায় বর্ত্তমান মোকদ্দমা অচল। নালিসী জমীতে এই বিবাদীর কখনও কোনও স্বত্ব দখল ছিল না ও নাই।

৬। আরজীর চৌহদ্দী লিখিত জমী বাদী কথিত প্রকারে কখনও জরিপ করেন নাই, এবং জরিপে বাদীর কথিত মত জমী আস্কারা হয় নাই।

৭। বাদীর কথিত মতে মঙ্গল সাহা ফকিরদিগের বাদীর অধীন ১১৮৪৷৷১০ বিঘা জমীর কাত প্রতি বিঘা ২৲ টাকা নিরিখে বার্ষিক ২৩৮৶৫ টাকায় কোন জমী ছিল না। উক্ত ফকিরদিগের বার্ষিক ২৩৮৶৫ টাকায় মোক্তা জমা ছিল। উক্ত জমার বিঘা প্রতি কোনও নিরিখ ধার্য্য ছিল না, এবং জরিপে জমীর পরিমাণ বেশী হইলে বেশী খাজনা দিবার কোন চুক্তি ছিল না।

৮। প্রকৃত প্রস্তাবে নালিসী করের জমী অনুমান ১৬/ বিঘা জমী ছিল; উক্ত জমীর কাত বার্ষিক মোক্তা ২৩৸/৫ টাকায় জমা ছিল। বাদী ভবিষ্যতে দুরভিসন্ধি ক্রমে অতিরিক্ত খাজনা লইবার মতলবে ঐ মঙ্গল সাহা ফকিরদিগের জমা লাটবন্দী করিবার সময়ে জমীর পরিমাণ কমাইয়া ১১৮৪৷৷১০ বিঘা উল্লেখে ২৲ টাকা নিরিখের মিথ্যা উক্তি করিয়াছিলেন মাত্র। বাদীর খরিদের পূর্ব্বে কিংবা পরে উক্ত জমী বৃদ্ধি হয় নাই।

৯। নালিসী করের জমীর পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল, বর্ত্তমানেও তাহা আছে; ঐ জমি কিরূপে বেশী হইয়াছে বাদী তাহার উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে জমী পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় নাই; তৎকারণে বাদী দুরভিসন্ধি ক্রমে যে ১১৮৪৷৷১০ বিঘার উল্লেখ করিয়াছেন তদপেক্ষা বর্ত্তমানে জমী বেশী হইয়া থাকিলেও বাদী কর বৃদ্ধি পাইতে পারেন না।

১০। পার্শ্ববর্ত্তী তুল্য প্রকারের তুল্য শ্রেণীর ও তুল্য সুবিধাবিশিষ্ট জমীর প্রচলিত নিরিখ বাদীর কথিত প্রকারে ৩৲ টাকা নহে; পার্শ্ববর্ত্তী জমীর নিরিখ ১৷৷০ টাকার বেশী নহে।

১১। বাদীর কার্য্য দ্বারা কিংবা বাদী কর্ত্তৃক খাল কাটা না হওয়ায় জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয় নাই। বাদী তৎকারণে বৃদ্ধি কর পাইতে পারেন না।

১২। বাদী কর্ত্তৃক নালিসী করের জমীতে কোনও প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই; বাদী জমীর অবস্থা ভাল হইয়াছে বলিয়া কোনও প্রতিকার পাইতে পারেন না। উক্ত জমী বাদীর ও তাহার প্রজাগণের খরিদের পূর্ব্বেও যেমন ছিল, পরেও তেমন আছে।

১৩। প্রকৃত প্রস্তাবে নালিসী জমির নিকটস্থ খাল গুলি বন্ধ হওয়ায় জমীর উর্ব্বরতা ও শস্য উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

১৪। প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য বাদীর কথিত প্রকারে বৃদ্ধি হয় নাই; বাদী তৎকারণে কর বৃদ্ধি পাইতে পারেন না।

১৫। নালিসী করের জমী ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাদীর পূর্ব্বাধিকারীর আমলে বার্ষিক ২৩৬৯/৫ টাকা করে জমা সৃজন হইয়াছিল; উক্ত হারে ২০ বৎসরের উর্দ্ধ কাল কর আদায় হইয়াছে। সুতরাং ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৫০ ধারার presumption মতে ঐ জমার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না। ঐ জমি করবৃদ্ধির অযোগ্য বিধায় বাদী কোন প্রতিকার পাইবেন না।

১৬। পরগণার প্রচলিত রসির দৈর্ঘ্য বাদী উল্লেখ করেন নাই. সুতরাং তৎসম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইল না।

১৭। বাদী বৃদ্ধি কর পাইতে অধিকারী হইলে ভবিষ্যতে আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে ভিন্ন অতীত কালের খাজনা বৃদ্ধি সূত্রে পাইতে অধিকার নহেন।

১৮। সেস ও ড্যামেজের দাবী অন্যায় ও অতিরিক্ত।

১৯। নালিসী জমীর খাজনা বাকী নাই।

২০। বাদী নিতান্ত দুর্লোভবশতঃ অতিরিক্ত খাজনার দাবীতে মথ্যা বিবরণে এই তঞ্চকা নালিস করিয়াছেন।

২১। বাদীর অলীক দাবী ধ্বংসে বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

৩। সাধারণ খতমূলে নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

সাধারণ খতমূলে নালিস, দাবী ২৫০৲ টাকা।

বাদী নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

১। এই মোকদ্দমার বিবাদী গত ১৯১৫ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে সুদ দিবার অঙ্গীকারে এবং সুদে আসলে সমস্ত টাকা দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৭ সালের ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকারে বাদীর বরাবর অত্রসহ দাখিলী খত সম্পাদন পূর্ব্বক ২০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন।

২। বিবাদী ওয়াদা গত হইবার পর এপর্য্যন্ত তলব তাগাদায় কিছুমাত্র আদায় দেন নাই।

৩। এই নালিসের কারণ ১৯১৭ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখ হইতে এই আদালতের এলাকাধীন......থানায়......মৌজায় উত্থিত হইয়াছে।

৪। বিবাদীর নিকট হইতে আসল ২০০৲ টাকা এবং ১৯১৫ সালের এপ্রিল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ৬০৲ টাকা সুদ, একুনে ২৬০৲ টাকা, তন্মধ্যে দাবী পরিত্যাগ ১০৲ টাকা বাদ দিয়া বক্রী ২৫০৲ টাকা, এই মোকদ্দমার বিচারাধিকার নির্ণয়ার্থে ও কোর্টফীর জন্য দাবীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইল।

৫। বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) দাবীকৃত ২৫০৲ টাকা ভাবী সুদসহ বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) এই মোকদ্দমার যাবতীয় খরচা বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম ইত্যাদি)

বিবাদীর বর্ণনা :—

১। এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই। কারণাভাবে এই মোকদ্দমা ডিসমিস যোগ্য।

২। বাদীর অনুকূলে প্রতিবাদী কোন তমসুক লিখিয়া দেন নাই বা তন্মূলে বাদীর নিকট হইতে কোন টাকা কর্জ্জ লয়েন নাই। বাদীর দাখিলী তমসুক কৃত্রিম এবং তন্মূলে বাদী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

৩। বাদীর নালিশ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও শত্রুতামূলক। বাদী কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী হয়েন ও উক্ত মোকদ্দমাতে প্রতিবাদীকে তাঁহার স্বপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করেন। প্রতিবাদী তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় বাদীর সহিত তাহার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। তদবধি বাদী নানা প্রকারে প্রতিবাদীকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাদীর আরজীর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাদী প্রতিবাদীকে অযথা বিপদ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন।

৪। বাদীর অন্যায় দাবী ডিসমিস করতঃ প্রতিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

৪। বন্ধকী খতমূলে নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)।

বন্ধকী খতমূলে নালিস, দাবী ২৫৭০৲ টাকা।

উপরোক্ত বাদী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছেন—

১। বিবাদী তাহার স্বত্বদখলী নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বাদীর নিকট সাধারণ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন।

২। বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(ক) বন্ধকের তারিখ ১৯১৪।২২ জুলাই ; (খ) বন্ধকদাতার নাম শ্রী ...... এই মোকদ্দমার বিবাদী ; (গ) বন্ধক গ্রহীতার নাম শ্রী...... .. এই মোকদ্দমার বাদী ; (ঘ) সম্পত্তির পরিচয় নিম্নে তপশীলে লিখিত হইল ; (ঙ) আসল টাকা ২০০০ টাকা ; এবং সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা ; (চ) টাকা পরিশোধের ওয়াদা ১৯১৭।২২ জুলাই।

৩। ওয়াদার তারিখ গত হওয়ার পরও বিবাদী তলব তাগাদায় কিছুমাত্র টাকা দিতে পারেন নাই।

৪। নালিসের কারণ ১৯১৭ সালের ২২ জুলাই তারিখে অত্র আদালতের এলাকায়...... থানায় ......গ্রামে উদ্ভূত হইয়াছে।

৫। বিবাদীর নিকট হইতে প্রাপ্য আসল ২০০০৲ টাকা, এবং অদ্য পর্য্যন্ত উপরোক্ত হারে সুদ ৫৭০৲ টাকা, একুনে ২৫৭০৲ টাকা এই আদালতের বিচারাধিকার নির্ণয়ার্থে ও কোর্টফী নির্ণয়ার্থে নির্দ্ধারিত হইল।

৬। বাদীর প্রার্থনা এই যে :—

(ক) উপরোক্ত ২৫৭০৲ টাকা মায় উপরোক্ত হারে ভাবী সুদ এবং আদালতের ব্যয়সহ বাদীর পক্ষে বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালতের কোনও নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ মধ্যে ঐ টাকা বিবাদী

বাদীকে দেওয়ার, এবং তদন্যথায় আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত উপরোক্ত হারে সুদসহ সমস্ত দাবী বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা আদায়ের এবং তাহাতে সমস্ত টাকা আদায় না হইলে বিবাদীর অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও জাত হইতে বাদীর সমস্ত দাবী আদায়ের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে প্রতীকার পাইতে পারেন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বিবাদীর বর্ণনা এই যে—

১। এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই; কারণাভাবে মোকদ্দমা অচল।

২। বাদীর প্রকাশিত বন্ধকী তমসুক আইন অনুসারে দুইজন সাক্ষীর দ্বারা attested না হওয়ায় তন্মূলে প্রতিবাদী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

৩। বাদীর প্রকাশিত বন্ধকী তমসুকের টাকা এই প্রতিবাদী কখনও লয়েন নাই। এই প্রতিবাদী বাদীর প্রজা ও বাধ্যানুগত। বাদীর নিকট খাজনার টাকা ও অন্যান্য পাওনা থাকা প্রকাশে এই প্রতিবাদীকে বাদী নিজ লোক দ্বারা তাহার বাটীতে লইয়া গিয়া নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন ও অবিহিত প্রতিপত্তি (undue influence) দ্বারা আরজীর কথিত তমসুক লিখাইয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ তমসুক মূলে বাদী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

৪। এই প্রতিবাদী ভালরূপ লেখাপড়া জানেন না এবং তমস্সুকের মর্ম্ম প্রতিবাদীকে পড়িয়া শুনান হয় নাই। তমস্সুকের লেখক বাদীর বাধ্যানুগত। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে নালিশী তমস্সুক সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক ও তাহা প্রতিবাদীর নিকট হইতে স্বেচ্ছায় গৃহীত হয় নাই। বাদী তন্মূলে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

৫। অতএব বাদীর মিথ্যা দাবী ডিসমিস করতঃ প্রতিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

৫। কোর্ফা প্রজা উচ্ছেদের নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদপূর্ব্বক খাসদখলের নালিস, দাবি ১২৲ টাকা।

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন—

১। বাদী অত্র আদালতের এলাকায় থানা……অন্তর্গত……গ্রামে মালিক শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে কায়েমী জমা জমীতে দখলিকার থাকিয়া মালিকের নিকট কর আদায় দিয়া যোতস্বত্বে স্বত্ববান আছেন।

২। উক্ত জমার অন্তর্গত তপশীলের বর্ণিত ৫/ বিঘা জমী বাদী বিবাদীকে বার্ষিক খাজনা ১২৲ টাকা ধার্য্য করিয়া গত ১৩২০ সাল হইতে কের্ফা প্রজাবিলি করেন।

৩। বর্ত্তমান উক্ত জমী বাদীর নিজ চাষের জন্য প্রয়োজন হওয়ায় উহার খাসদখলের নিমিত্ত বাদী গত ১৩২৩ সালের ৬ আশ্বিন তারিখে বিবাদীকে এই মর্ম্মে নোটিস দেন যে বিবাদী যেন ১৩২৪ সালের ৩০

চৈত্র তারিখের পর উক্ত জমী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যান। কিন্তু বিবাদী উক্ত নোটীসের মিয়াদ অন্তে ঐ জমী ছাড়িয়া দেন নাই।

৪। ১৩২৫ সালের ১লা বৈশাখ হইতে অর্থাৎ উপরোক্ত নোটিসের মিয়াদ অন্তে অত্র আদালতের এলাকাধীন……থানায়……গ্রামে এই নালিসের স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে।

৫। আদালতের এলাকা নির্ণয়ার্থ নালিসী সম্পত্তির মূল্য ২০০৲ টাকা, এবং কোর্টফী নির্ণয়ার্থ ১৩২৫ সালের দেয় বার্ষিক খাজনা ১২৲ টাকা ধার্য্য হইল।

৬। বাদী প্রার্থনা করেন যে—

(ক) নালিসী ভূমি হইতে প্রতিবাদীকে উচ্ছেদপূর্ব্বক উক্ত ভূমিতে বাদীকে খাস দখল দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(খ) মোকদ্দমার সমস্ত খরচা বাদীর স্বপক্ষে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোনও প্রতীকার পাইতে স্বত্ববান্ তাহা বাদীকে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম ইত্যাদি)

এই মোকদ্দমায় বিবাদীর বর্ণনা এই যে—

১। বাদীর নালিশ অন্যায় ও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২। আরজীর ১ দফার উক্তি প্রকৃত নহে। নালিশী জমীতে বাদীর মৌরসী মোকররি স্বত্ব আছে।

৩। বাদী আরজীর ২ দফায় কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন উহা সত্য নহে। এই বিবাদী, বাদীর পিতার আমল হইতে ১২৲ টাকার নির্দ্দিষ্ট খাজনায় দ্বাদশ বৎসরের বহু উর্দ্ধকাল নিজ চাষ আবাদ দ্বারা নালিসী জমীতে দখলকার আছে সুতরাং উহাতে বিবাদীর যোত স্বত্ব জন্মিয়াছে। বাদী নালিসী জমীর খাস দখল পাইতে পারেন না।

৪। বাদী আরজীর ৩ দফায় যে উচ্ছেদের নোটীস জারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা এই প্রতিবাদী আদৌ অবগত নহে। এই বিবাদীর উপর আদালত হইতে কোন উচ্ছেদের নোটিস জারি হয় নাই। বিবাদী ঐরূপ কোন নোটিস পায় নাই, বাদী আরজী সহ যে নোটিস দাখিল করিয়াছেন উহা আইনানুসারে প্রচুর নহে। বাদী উক্ত নোটীস জারী প্রমাণ করিতে বাধ্য।

৫। উপরোক্ত অবস্থা মতে বাদীর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া বিবাদীকে মোকর্দ্দমার খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

——— সত্যপাঠ

৬। সরিকগণকে পক্ষ করিয়া বাকী খাজনার নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদীর বর্ণনা এই যে—

১। জেলা হুগলীর কালেক্টরীর ২৩২৫ নং তৌজীভুক্ত পরগণা মানপুরের অন্তর্গত থানা আক্কেলপুরের এলাকাধীন রূপসা গ্রামে যে সমস্ত জমাজমী আছে তাহাতে বাদীর /১৫॥২ অংশ আছে এবং ২ ও ৩ নং বিবাদীগণের বাকী অংশ আছে।

২। উক্ত গ্রামে নিম্ন তফশীল লিখিত ষোল আনা রকমে ২১৩/৪ জমীর কাত ৩৯৸৶৯ বার্ষিক খাজনা। ঐ খাজনা ৩৯৸৶৯ মধ্যে ২।৩ নং বিবাদীগণের প্রাপ্য ৩৫॥৮ বাদে বাদীর অংশ ৪।৶১ খাজনা অবধারিত

আছে ও তদনুসারে বাদী প্রতিকিস্তীতে নিম্নের হিসাবমত খাজনা ও সেস আদি ১ নং প্রতিবাদীর নিকট হইতে আদায় করিয়া আসিতেছেন।

৪। উক্ত জমার বাবদ ১৩১৮ সন হইতে ১৩২১ সন তক নিম্ন তফশীল লিখিত হিসাবমতে আসল খাজনা মায় ড্যামেজ ২২৸৵১৹। ১ নং প্রতিবাদী-প্রজার নিকট বাদীর পাওনা হইতেছে। প্রতিবাদী সঙ্গতি সত্ত্বেও তলব তাগাদায় আদায় না করায় বাকী সুদের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে শতকরা ২৫৲ হিঃ ড্যামেজ পাইতে অধিকারী আছেন ও ড্যামেজের দাবী করিলেন।

৫। ২ ও ৩ নং প্রতিবাদীদ্বয়কে বাদীর সহিত একযোগে নালিস করিতে বলায় তাঁহারা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই, এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে ২ ও ৩ নং প্রতিবাদীরূপে পক্ষভুক্ত করা গেল।

৬। এই নালিসের কারণ সন ১৩১৮ সালের আষাঢ় কিস্তী হইতে ক্রমশঃ প্রত্যেক কিস্তী ও সন গতে এই আদালতের এলাকামধ্যে রূপসা মৌজায় উদ্ভূত হইয়াছে।

৭। আদালতের বিচারাধিকার ও রসুম নির্ণয়ার্থ ২২৸৵১৹॥ টাকার দাবীর তায়দাদে এই নালিস উপস্থিত করা হইল।

৮। বাদী এই প্রার্থনা করেন যে—

(ক) উক্ত প্রজা ১নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দাবীকৃত ২২৸৵১৹॥ টাকা ও মুলতবী কালের মাসিক শতকরা ১৲ হিসাবে সুদ ও আদালতের সমস্ত খরচা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়;

(খ) বাদীর প্রাপ্য খাজনাদি ও খরচা বাবদ বাদীর অনুকূলে খাজনার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। ঐ ডিক্রীজারীতে বাকীপড়া সম্পত্তি নিলামযোগ্য সাব্যস্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোনও প্রতীকার পাইতে পারেন, তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল হিসাব।

সন	জমী	নিরিখ	মোট	বাদ সরিক	বাদীর প্রাপ্য	সেস	একুন
১৩১৮	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৩৫৷৷৮	৪৷৶১	৵৩৷৷	৪৷৷/৪৷৷
১৩১৯	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৩৫৷৷৮	৪৷৶১	৵৩৷৷	৪৷৷/৪৷৷
১৩২০	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৩৫৷৷৮	৪৷৶১	৵৩৷৷	৪৷৷/৪৷৷
১৩২১	২১৩/৪	৶০	৩৯৸৶৯	৩৫৷৷৮	৪৷৶১	৵৩৷৷	৪৷৷/৪৷৷
							১৮৷/৬
						ড্যামেজ—	৪৷৷/৪৷৷
							২২৸৵১০৷৷

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, ইত্যাদি)

১ নং বিবাদীর বর্ণনাপত্র—

১। ১ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিসের কোনও কারণ নাই।

২। বাদী নালিসী করের জমীর খাজনা তাঁহার অংশমত পৃথকরূপে এই প্রতিবাদীর নিকট হইতে কখনও পান নাই; সুতরাং এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিস চলিতে পারে না।

৩। বাদীর নালিসী মহালে /১৫৷৷২ অংশ স্বত্ব নাই, তাঁহার মাত্র /১৷ স্বত্বাংশ হইতেছে, এরূপ অবস্থায় বাদীর দাবীকৃত ২২৸৵১০৷৷ টাকার দাবী আদৌ চলিতে পারে না।

৪। বাদীর কালেক্টরীতে নামজারী না থাকায় এই নালিস অচল।

৫। উপরোক্ত কারণে বাদীর দাবী ডিসমিস করতঃ এই প্রতিবাদীকে খরচ দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

৭। খাতামূলে পাওনা টাকার নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছেন—

১। এই আদালতের এলাকাধীন রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত মণিরামপুর গ্রামে বাদীর যে একটী জামাকাপড়ের দোকান আছে, ঐ দোকান হইতে বিবাদী ১৩২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ১৯২২ সালের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত হর তারিখে মোট ১২৩৮০ মূল্যের জামা ও কাপড় বাকীতে গ্রহণ করত ১৯২১ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখ হইতে ১৯২২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হর তারিখে মোট ৩৩৲ টাকা পরিশোধ করিয়াছেন; বিবাদীর নিকট হইতে বাদীর বর্ত্তমানে মোট ৯৩৸০ টাকা ন্যায্য পাওনা হইয়াছে।

২। তলব তাগাদা সত্ত্বেও বিবাদী উক্ত প্রাপ্য পরিশোধ না করায় এই নালিস রুজু করা হইল।

৩। বিবাদী যে সকল জিনিষ যে তারিখে বাকীতে লইয়াছেন ও যে টাকা পরিশোধ করিয়াছেন তাহার বাবত বাদীর কারবারী দোকানের খাতাস্থিত বিবাদীর নামীয় হিসাবের নকল অত্র সহ পৃথক ফিরিস্তি যোগে দাখিল হইল; তাহাও অত্র আরজীর একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেক।

৪। নালিসের কারণ অত্রাদালতের এলাকাধীনে মনিরামপুর গ্রামে ১৯২২ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে উদ্ভূত হইয়াছে।

৫। আদালতের এলাকা এবং কোর্টফী নিয়মার্থ দাবীর মূল্য ৯৩৸ ধার্য্য হইল।

৬। বাদী প্রার্থনা করে যে উপরোক্ত টাকা মায় আদালত ব্যয় সুদ সহ ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। (সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম ইত্যাদি)

প্রতিবাদীর বর্ণনা এই যে—

১। এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিসের কোনও কারণ নাই।

২। প্রতিবাদী বাদীর দোকান হইতে জামা কাপড় খরিদ করিতেন সত্য, কিন্তু কখনও ধারে খরিদ করিতেন না, সকল সময়েই নগদ মূল্য দিতেন। বাদীর আরজীর ১।২।৩ দফার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৩। বাদী তাঁহার খাতায় যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাদীর খাতার হিসাবে প্রতিবাদী কখনও স্বাক্ষর করেন নাই, সুতরাং উহা প্রমাণে গ্রহণীয় নহে।

৪। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে বাদীর ভ্রাতা ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের অধীনে প্রতিবাদী এক কোরফা জোত রাখেন। তাঁহার সহিত প্রতিবাদীর ঐ জোত লইয়া নানা রূপ বিবাদের সৃষ্টি হওয়ায় বাদী তাঁহার প্ররোচনায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করিয়া মিথ্যা নালিসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

৫। অতএব এই মিথ্যা দাবী ডিসমিস করতঃ প্রতিবাদীকে খরচ দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

৮। যৌথ কারবার বন্ধ করিবার নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

কারবার বন্ধ করিবার নালিস, দাবী আনুমানিক ১৫০০৲ টাকা।

উপরোক্ত বাদী বর্ণনা করিতেছেন—

১। বাদী ও বিবাদীগণ সকলের সম্পাদিত একখানি অংশিত্বপত্র ক্রমে সকলে মিলিয়া গত ১৯১০ সালে জুন মাস হইতে অত্র আদালতের এলাকাধীন...থানার অন্তর্গত...সহরে কাপড়ের কারবার করিতেছেন।

২। বর্ত্তমানে বাদী ও বিবাদীগণের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ ও অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। গত দুই বৎসর ধরিয়া কারবারের পাকা খাতায় রীতিমত হিসাব লেখা হইতেছে না; ২ নং বিবাদী বহুকাল ধরিয়া কারবারের কোনও কাজকর্ম্মই দেখিতেছেন না; ৩ নং বিবাদী কারবারের কতক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই সকল কারণে অংশিত্বভাবে আর ঐ কারবার চালান অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে;

৩। কারবারের হিসাব লওয়া হইলে, বাদী যতদূর মোটামোটী হিসাব করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আনুমানিক ১৫০০৲ টাকা প্রাপ্য হইবে।

৪। এই কারবার বন্ধ করিবার জন্য বাদী সন ১৯১৭।১৬ই জুলাই তারিখে বিবাদীগণের উপর নোটিস দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কারবার বন্ধ করিতেছেন না। সুতরাং ১৯১৭।১৬ জুলাই তারিখ হইতে অত্র আদালতের এলাকাধীনে...থানায়...সহরে নালিসের স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে।

৫। আদালতের বিচারাধিকার ও কোর্ট ফী নির্ণয়ার্থে দাবীর মূল্য ১৫০০৲ টাকা ধার্য্য হইল।

৬। বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) নালিসী অংশিত্ব কারবার বন্ধ করিবার হুকুম দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বাদী ও বিবাদীগণের মধ্যে কারবারের হিসাব নিকাশ লইবার জন্য ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয় ও হিসাব অন্তে বাদীর প্রাপ্য টাকা মায় মোকদ্দমার খরচা বিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়;

(গ) মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালে কারবারের পাওনা টাকা আদায়ের জন্য রিসিভার নিয়োগের আজ্ঞা দিতে আদেশ হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর যে কোনও প্রতীকার পাইতে স্বত্ববান্ তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

প্রতিবাদীগণের বর্ণনা এই—

১। প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিসের কোনও কারণই নাই; অতএব মোকদ্দমা ডিসমিস যোগ্য।

২। কারবারের পাকা খাতায় বরাবরই হিসাব রীতিমত লেখা হইতেছে, এবং বাদীও বরাবর কারবারের হিসাব দেখিয়া আসিতেছেন এবং অংশিত্ব পত্রের সর্ত্তানুযায়ী লাভের অর্দ্ধাংশ পাইয়া আসিতেছেন।

৩। ১নং প্রতিবাদী প্রত্যহ দোকানে থাকিয়া কারবার দেখেন, এবং ৩নং প্রতিবাদী কোনও টাকা কখনও আত্মসাৎ করেন নাই। বাদীর আরজীর ২ দফার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ঈর্ষ্যামূলক।

৪। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে বাদী কারবারের মূলধন দিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদাই অযথা advantage লইতে চেষ্টা করেন এবং প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে লাভের অর্দ্ধাংশের অধিক দাবী করেন। প্রতিবাদীগণ তাহা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় বাদী সেই আক্রোশে প্রতিবাদীগণকে বিপদগ্রস্ত করিবার মানসে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ করিয়া এই নালিস করিয়াছেন।

৫। কারবারের কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতেছে, এবং বিলক্ষণ লাভ হইতেছে; উহা বন্ধ করিবার আদৌ কোনও কারণ নাই।

৬। অতএব বাদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করতঃ বিবাদীগণকে খরচ দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ

৯। স্বত্ব সাব্যস্থ, বিভাগবণ্টন ও খাসদখলের নালিশ।

আরজী।

(আদালতের নাম ও পক্ষগণের নাম)

খরিদা সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্থ ও বিভাগ বণ্টনপূর্ব্বক খাস দখল ও হিসাব নিকাশ পূর্ব্বক ওয়াশীলাত বাবৎ দাবী ৪৯৲ টাকা।

বাদীর উক্তি এই যে—

১। এই আদালতের অধীন নিম্নের তফশীল বর্ণিত জমী জনৈক বেগুরী বিবির ।০ আনা অংশ বাদী তাহার নিকট সন ১৩১৯ সালের ১৩ই ফাল্গুন তারিখে ৪০৲ টাকা মূল্যে এক রেজেষ্টারীযুক্ত বিক্রয়কোবালা দ্বারা খরিদ করিয়া খরিদাসূত্রে স্বত্ববান্ ও দখলিকার হইয়াছেন।

২। তপশীলবর্ণিত জমী বাদীর পূর্ব্বপুরুষের আমল হইতে ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত বাদীর ও তাহার সরিকগণের দখলে ছিল; তৎপরে ১৫।৬।১৯০৬ তারিখে......মুনসেফী আদালতের ১৯০৫ সালের ১৫৫ নং দেওয়ানী মোকদ্দমার সোলেনামা অনুসারে শ্রীবেগুরী বিবি, শ্রীমাজন বিবি (৩ নং বিবাদী), শ্রীখঞ্জন বিবি (৪ নং বিবাদী) ও শ্রীকেশরা বিবি ৪ জনে ঐ সকল সম্পত্তি সমান অংশে এজমালিতে পায়। এই বাদীর পূর্ব্বপুরুষের এবং এক্ষণে এই বাদীর ঐ সকল জমায় নামজারী আছে। তৎপরে উক্ত বেগুরী বিবি উক্ত সম্পত্তি এজমালীতে বিবাদী-

গণের সহিত দখল করিতে থাকাকালে বেগুরি বিবির ।০ আনা অংশ বাদী খরিদ করিয়াছেন। ১।২ নং বিবাদীগণ বেগুরি বিবির স্বামী ও পুত্র।

৩। এক্ষণে উক্ত জমীতে এই বাদী সন ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসের প্রথমে দখল লইতে আসিলে ১।২ নং বিবাদীগণ ৩।৪ নং বিবাদীগণের যোগে অন্যায় পূর্ব্বক বাদীকে দখল দেয় নাই। বাদী নালিসী সম্পত্তিতে দখল পাইতে স্বত্ববান্। উক্ত সম্পত্তিতে বিবাদীগণের সহিত এজমালীতে দখলের বিশেষ অসুবিধা হইবে এবং বাদীকে নানা প্রকার হায়রাণ হইতে হইবে, এজন্য সম্পত্তি বিভাগ বণ্টন হওয়া আবশ্যক।

৪। উক্ত জমীতে দখল না দেওয়ায় ওয়াশীলাত বাবদ খারিজের তারিখ হইতে রুজুর তারিখ পর্য্যন্ত বিবাদীগণের নিকট উক্ত জমীর উৎপন্ন ফসলের হিসাব লইয়া ওয়াশীলাত বাবত আরও টাকা পাইবার দাবী এই বাদী রাখেন। ওয়াশীলাতের পরিমাণ অধিক সাব্যস্ত হইলে সেই টাকার উপর কোর্টফী এই বাদী পরে দিবেন।

৫। এই নালিসের কারণ এই আদালতের এলাকায় .....থানার অধীন... ...মৌজায় ১৩১৯ সালের চৈত্র মাস হইতে উত্থিত হইয়াছে।

৭। এই মোকদ্দমার বিচারাধিকার নির্ণয়ার্থে কোর্টফীর জন্য দাবীর পরিমাণ ৪৯৲ টাকা ধরা হইল।

৮। বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) বিরোধীয় জমীতে বাদীর স্বত্ব সাব্যস্থ পূর্ব্বক ও উক্ত সম্পত্তির বিভাগবণ্টন পূর্ব্বক বাদীর খরিদা উক্ত ।০ অংশের খাস দখল দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) নালিসের তারিখ হইতে দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত বিবাদীগণের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের হিসাবমত ওয়াশীলাত পাইবার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোনও প্রতিকার পাইতে পারেন তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল—চৌহদ্দি।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদীগণের বর্ণনা এই যে—

১। বাদীর নালিসের কোনও কারণ বা অধিকার নাই।

২। বাদী নালিসী সম্পত্তির মূল্য ঠিক দেন নাই। উক্ত সম্পত্তির মূল্য ১৪০০।১৫০০, টাকা হইবে। বাদী কোর্টফীর মূল্য এড়াইবার জন্য কমমূল্য ধরিয়া নালিস করায় মোকদ্দমা চলিতে পারে না ও এই আদালতে বিচার্য্য নহে।

৩। বাদী ষোল আনা কোর্টফী না দিয়া মাত্র তাহার দাবীকৃত অংশের কোর্টফী দেওয়ায় এই মোকদ্দমা চলিতে পারে না।

৪। বাদীর বা তাহার পূর্ব্বপুরুষের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বা তৎপূর্ব্বে বা কখনও নালিসী সম্পত্তিতে দখল না থাকায় বাদীর নালিস তামাদি দোষে বারিত।

৫। তপশীল লিখিত জমীতে বেগুরী বিবির ।০ আনা অংশ থাকা সম্বন্ধে আরজীর ১ দফার উক্তি মিথ্যা; উক্ত জমীতে বেগুরী বিবির কোনও স্বত্বাধিকার ছিল না ও নাই। বাদীর কথিত ১৩১৯ সালের ১৩ই ফাল্গুন তারিখের বিক্রয় কোবালা তঞ্চকতামূলক, যোগসাজসী, বিনিময় বিহীন ও কাগজব্যাপার মাত্র; তাহা বাতিল যোগ্য। উক্ত জমী বাদীর পূর্ব্বপুরুষগণের আমল হইতে বাদীর আমল পর্য্যন্ত বাদী বা

তাহার শরিকগণের দখলে থাকা সম্বন্ধে আরজীর ২ দফার উক্তি অপ্রকৃত। বেগুরী বিবি, মাজ্জন বিবি, খঞ্জন বিবি ও কেশরা বিবি এই ৪ জনের নালিসী সম্পত্তিতে কোনও কালে কোনও স্বত্ব দখল ছিল না ; সোলেনামানুসারে তাহাদের ৪ জনের উক্ত সম্পত্তিতে এজমালে দখল থাকার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬। নালিসী সম্পত্তির মধ্যে ১।২।৩ দাগের জমী প্রকৃত প্রস্তাবে বাদীর কথিত জমার সামিল নহে ; উহা মনোহরপুরের রাধারাণী দেব্যার লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল। উক্ত রাধারাণী দেব্যার অধীনে ১২নং প্রতিবাদী ২।/৬ জমার স্বত্ববান ও দখলিকার ছিল। উক্ত রাধারাণী দেব্যার দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় কেহ খাজনা লয় নাই, এবং ১২ নং বিবাদী এক্ষণে উহাতে দ্বাদশ বৎসরের বহু উর্দ্ধকাল যাবৎ নির্ব্বিশেষে এবং অন্যের বিরুদ্ধস্বত্বে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছে, এবং তাহাতে বিবাদীর একটী উৎকৃষ্ট স্বত্ব জন্মিয়াছে।

৭। বেগুরী বিবির নালিসী জমীতে কস্মিনকালে কোনও স্বত্ব থাকা স্বীকার করিলেও (প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা এই বিবাদীগণ স্বীকার করেন না।) উক্ত বেগুরী বিবির বিক্রয়যোগ্য কোনও স্বত্ব নালিসী জমীতে না থাকায় বাদীর কথিত খরিদমূলে কোনও স্বত্ব জন্মে নাই ; তাহাতে বাদী কোনও প্রতীকার পাইতে পারেন না।

৮। বর্ত্তমান আকারে বাদীর নালিস চলিতে পারে না। বাদী কোনও কারণে নালিসী সম্পত্তির ভাগবণ্টন ও খাসদখলের ডিক্রী পাইতে পারেন না। বাদীর নালিস ডিসমিসযোগ্য ও প্রতিবাদী খরচা পাইতে হকদার। বাদী কোনও ওয়াশীলাত পাইতে পারেন না।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

১০। স্বত্ব সাব্যস্ত ও খাসদখলের জন্য নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

তপশীলের বর্ণিত ।১ কাঠা জমীতে বাদীগণের স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক বিবাদীগণের অবৈধ দখল উচ্ছেদে খাসদখল পাইবার নালিস; উক্ত ভূমির বাজার দর ১০৲ টাকা দাবী।

বাদীগণের বর্ণনা :—

১। অত্রাদালতের এলাকায় থানা...... র অন্তর্গত.........গ্রামে মোকদ্দমার ৪ নং বিবাদী মালেক রসিক লাল দাসের অধীন বাদীগণের পৈতৃক তপশীলবর্ণিত ৮৩ কাঠা ভূমির কাত ৪৮৹ টাকায় যে জমা আছে তাহাতে বাদীগণের পিতা একাকী অন্যের নিরাংশে ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ স্বত্ববান ও দখলিকার থাকিয়া পরলোকগমন করিলে পর বাদীগণ ঐ ভূমিতে ওয়ারিস সূত্রে স্বত্ববান ও দখলিকার হইয়াছেন। নালিসী ।১ কাঠা ভূমি উক্ত জমার অন্তর্গত চৌহদ্দীর পূর্ব্ব পার্শ্বের জমী হইতেছে। উহাতে প্রথমতঃ বাদীগণের পিতা ও পরে বাদীগণ ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ অন্যের নিরাংশে ও বিরুদ্ধভাবে দখলিকার থাকায় ঐ ভূমিতে বাদীগণের বিরুদ্ধদখল জনিত উৎকৃষ্ট স্বত্বের উদ্ভব হইয়াছে।

২। নালিসী জমীর পূর্ব্ব পার্শ্বে পূর্ব্বে বাদীগণের পৈতৃক বসত বাটী ছিল। ঐ বসতবাটীর অধিকাংশ জমী খুলনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে রাস্তা প্রস্তুত করার জন্য সরকার হইতে গৃহীত হওয়াতে ঐ বাটীতে বসবাস করা অসুবিধা হওয়ায় বাদীগণ গত ১৩১৪ সালের শেষ ভাগে তপশীলের বর্ণিত ভূমির মধ্যে নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বসবাস করিতেছেন; এবং নালিসী ।১ কাঠা ভূমির উপর ঐ ১৩১৪ সালের

মাঘমাসে ১ খানি ঢেঁকি ঘর ও ১খানা জাব ঘর বাঁধিয়া তাহা দখল করিতে থাকেন।

৩। উক্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা বাদীগণের ঐ ৮৩ কাঠা ভূমির দক্ষিণাংশের কতক ভূমির উপর দিয়া পতিত হওয়ায় তদ্বাবদ বাদীগণ ও বাদীগণের মালেক উক্ত ৪ নং বিবাদী সরকার হইতে কমপেনসেসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিবাদীগণ তদ্বিষয়ে সম্যক অবগত থাকিয়াও কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

৪। উক্ত ৮৩ কাঠা জমীর মধ্যে বাদীগণ বাটী আরম্ভ করিলে ঐ ভূমির কোনও রেজিষ্টারীযুক্ত দলিল না থাকায় সন ১৩১৪ সালের ৮ই চৈত্র তারিখে ১নং বাদী ঐ ভূমির বাবদ কবুলতি অর্পণ করিয়াছেন এবং মালেক উক্ত ৪নং বিবাদীর নিকট হইতে ১নং বাদীর নাম বরাবর পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাদী পূর্ব্ববৎ মোট ভূমিতে উক্ত প্রকারে দখলিকার থাকেন। নালিসী ।১ কাঠা ভূমি বাদে বক্রী জমীতে বাদীগণ বর্ত্তমানে বসবাস পূর্ব্বক দখলিকার আছেন।

৫। বিবাদীগণ নালিসী ভূমি আত্মসাৎ করিবার কুমতলবে বাদীগণের শত্রু লোকের কুপরামর্শে নালিসী ভূমিতে উপরিলিখিত জাবঘর বিবাদীগণের প্রস্তুত উল্লেখে ঐ ভূমিতে ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারার বিধান মতে দখল পাইবার নিমিত্ত হুজুরাদালতের ১৯০৮। ৮৯১ নং মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া মিথ্যা প্রমাণ যোজন করতঃ সরাসরি বিচারে আদালতের ভুল বিশ্বাস জন্মাইয়া ঐ মোকদ্দমায় গত ২০।৭।১৯০৯ তারিখে অন্যায় মতে এক ডিক্রী হাসিল করিয়াছেন।

৬। বস্তুতঃ বিবাদীগণের নালিসী ভূমিতে কস্মিন্‌কালেও কোনও প্রকার স্বত্ব বা দখল ছিল না বা নাই; কিম্বা ঐ জমীর উপরিস্থিত জাবঘর কখনও বিবাদী প্রস্তুত বা দখল করেন নাই। বিবাদীগণ নালিসী ভূমিতে trespasser মাত্র। উক্ত ১ আইনের ৯ ধারার মোকদ্দমা গত

২০।৭।১৯০৯ তারিখে ডিক্রী হওয়ায় নালিসী ভূমিতে বাদীগণের স্বত্বে উপর দোষারোপে হওয়ায় ঐ মোকদ্দমার ডিক্রীর তারিখ ২০।৭।১৯০৯ হইতে নালিসী ভূমির স্থল অত্রাদালতের এলাকায়...... গ্রামে এই নালিসের কারণ উত্থিত হইয়াছে।

৭ বাদীগণের প্রার্থনা—

(ক) দাবীকৃত নালিসী ভূমিতে বাদীগণের আরজীর বর্ণিত পৈতৃক জমাই ও বিরুদ্ধদখল জনিত স্বত্ব সাব্যস্তে ঐ ভূমি হইতে বিবাদীগণের অন্যায় দখল উচ্ছেদে বাদীগণের খাসদখল পাইবার ডিক্রী হয়।

(খ) মোকদ্দমার সমস্ত খরচ বিবাদীগণের প্রতিকূলে মায় সুদ ডিক্রী হয়।

(গ) ওয়াশীলাতের বাবত পশ্চাৎ নালিসের অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদীগণ অন্য কোন প্রতিকার পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাও প্রাপ্ত হয়েন।

তপশীল—চৌহদ্দী।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর

বর্ণনা পত্র।

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

উপরোক্ত মোকদ্দমায় ১নং বিবাদীর বর্ণনা—

১। বাদীর এই নালিসের কোনও কারণ বা অধিকার নাই।

২। নালিসী জমীতে বাদীর বা বাদার কথিত মালেক ৪নং বিবাদীর কোনও সম্বন্ধ ছিল না বা নাই।

৩। বাদীর জমা ইত্যাদির উক্তি মিথ্যা। বাদী বা বাদীর পিতা বাদীর কথিত মালেক ৪নং বিবাদীর অধীন কোনও জমা পান নাই।

৪। বাদীর কথিত পাট্টা যোগসাজসী ও তঞ্চকী ব্যাপার মাত্র।

৫। নালিসী জমী, মালেক দীননাথ দাস দিগরের অধীনে এই বিবাদীর পৈতৃক বার্ষিক ১৲ টাকার জমা হইতেছে। উক্ত জমার জমীতে রসিকলাল দাসের কোনও স্বত্ব সংশ্রব ছিল না বা নাই।

৬। বাদী নালিসী জমী কখনও দখল করেন নাই। সে মতে বাদীর দখল জনিত কোনও স্বত্ব উদ্ভব হয় নাই বা হইতে পারে না।

৭। বাদীর দাবী তামাদি দোষে বারিত।

৮। উক্ত দীননাথ দাসের পুত্রগণকে পক্ষ না করায় মোকদ্দমা পক্ষাভাব দোষে অচল।

৯। নালিসী জমী এই বিবাদীর পিতামহ জমা লইয়া বহু পরিশ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে ঐ জমীতে বরজ করিয়া দখল করিতেন। পরে বরজ উঠিয়া গেলে জাব ঘর প্রস্তুত করিয়া ও বৃক্ষাদি উৎপন্ন করিয়া বিবাদীর পিতামহের আমল হইতে ক্রমান্বয়ে বিবাদী দখল করিতেছেন।

১০। নালিসী জমীর দক্ষিণের জমী ও পশ্চিমের জমী রসিকলাল দাসের অধীনে বাদীর দখলে ছিল। উক্ত জমীর যে পরিমাণ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল তদ্বাদ বাদী এবং রসিকলাল দাস কমপেনসেসন হইয়াছেন, বিবাদী তাহার কোনও কমপেনসেসন লয়েন নাই।

১১। জমীতে বাদী কোনও প্রতিকার পাইবার যোগ্য হইলেও বাদীর ও দীননাথ দাসের ওয়ারিসগণের মধ্যে বাটোয়ারা ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে প্রতীকার পাইতে পারেন না।

১২। নালিসী জমী ১২ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ অন্যের নিরাংশে বিবাদীর দখল হেতু তাহাতে বিরুদ্ধদখল জনিত বিবাদীর উৎকৃষ্ট স্বত্বের উদ্ভব হইয়াছে।

১৩। নোটিস জারী ব্যতীত মোকদ্দমা অচল।

১৪। আরজীর কথিত ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারার মোকদ্দমায় সত্য প্রমাণের বলে বিবাদী জয়লাভ করিয়াছিলেন।

১৫। উপরোক্ত কারণে বাদীর দাবী ডিস্‌মিস করিয়া বিবাদীকে খরচা দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

১১। ক্ষতিপূরণের টাকার জন্য নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

দাবী—গাছের মূল্য বাবত ১০৲

বাদীর উক্তি এই যে—

১। হুজুরাদালতের এলাকাধীন থানা..................র অন্তর্গত .....গ্রামে নিম্নের তপশীলের বর্ণিত............বিঘা একটী বাগান বাদীর খরিদা নিষ্কর সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত বাগান ১নং প্রতিবাদী বাদীর বায়া লক্ষ্মণ দাসের পূর্ব্বাধিকারীর আমল হইতে বাগানের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাধীন প্রজাসূত্রে বার্ষিক ১৬৲ টাকা খাজনায় দখলিকার আছেন।

২। বাদী উক্ত খরিদের পর ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে হুজুরাদালতের ১৯১১ সালের ১১৩ নং বাকী খাজনার মোকদ্দমা রুজু করেন। উক্ত মোকদ্দমা শুনানি হইবার সময় অর্থাৎ দায়ের থাকা কালে ১নং প্রতিবাদী আক্রোশ পূর্ব্বক ২।৩ নং প্রতিবাদীর যোগে উক্ত বাগান হইতে সন ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৩।৪ তারিখে একটী আম গাছ, একটী বেলগাছ, একটি কুলগাছ ও একটি আমড়া গাছ কাটিয়াছেন। ২।৩ নং প্রতিবাদী প্রকাশ করেন যে তাহারা ১নং প্রতিবাদীর নিকট হইতে উক্ত বাগান

পাট্টা লইয়াছেন। ঐ সকল বৃক্ষ বাদীর বায়ার পূর্ব্বাধিকারী ৺নারায়ণ চন্দ্র বসুর আমলের বৃক্ষ হইতেছে।

৩। প্রতিবাদীগণের কাহারও উক্ত বাগান হইতে বৃক্ষ সকল কাটিবার কোনও অধিকার নাই বা ছিল না, ও কোনও আবশ্যকতা নাই। কেবল মাত্র আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া এই বাদীকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য প্রতিবাদীগণ ঐ কার্য্য করিয়াছেন। ২।৩ নং বিবাদী বাদীর জ্ঞাতিশত্রু হইতেছেন।

৪। প্রতিবাদীগণের ঐরূপ কার্য্য বে-আইনী ও অবৈধ হইতেছে। এজন্য তাঁহারা বাদীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য আছেন। বাদী তপশীলের লিখিত মত ঐ সকল বৃক্ষের মূল্য বাবদ ১০৲ টাকা প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে পাইতে হকদার।

৫। আদালতের জুরিসডিকশন ও কোর্টফি নির্ণয়ার্থে তায়দাদ ১০৲ ধার্য্য হইল।

৬। এই নালিসের কারণ হুজুরাদালতের এলাকাধীন থানা.........র অন্তর্গত .... গ্রামে সন ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৩রা ৪ঠা তারিখে অর্থাৎ ঐ সকল গাছ কাটার তারিখ হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

৭। এমতে বাদীর প্রার্থনা—

(ক) দাবীকৃত ১০৲ মায় সুদ বাদীর অনুকূলে প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) এই মোকদ্দমার যাবতীয় খরচা প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল।

জমীর চৌহদ্দী।

গাছের মূল্য—১টী আমগাছ ৫৲, বেলগাছ ২৲, কুলগাছ ২৲, আমড়াগাছ ১৲, মোট ১০৲ টাকা। (সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনা পত্র।

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

উক্ত মোকদ্দমায় ১।২নং প্রতিবাদীর বর্ণনা পত্র :—

১। বাদীর নালিস সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তঞ্চকী এবং এই নালিসের কোনও কারণ নাই, এবং বর্ত্তমান দাবী করিবার কোনও অধিকার নাই।

২। বাদী অথবা তাহার পূর্ব্বাধিকারীর অধীনে বৃক্ষের ফলভোগ করিবার কারণ ১৬৲ টাকা খাজনা ধার্য্যে ১নং প্রতিবাদী ইচ্ছাধীন প্রজা থাকার উক্তি মিথ্যা।

৩। নালিসী জমী দেবসেবার জন্য ১নং প্রতিবাদীকে নারায়ণ চন্দ্র বসু ২০ বৎসরের উদ্ধকাল যাবৎ বিলি করেন। এই প্রতিবাদী সেই সূত্রে নারায়ণ চন্দ্র বসুর পক্ষে দেবসেবা করিয়া উক্ত জমীতে দখল করিয়া আছে।

৪। বাদী যে মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি আপীল আদালতে বিচারাধীন থাকায় উক্ত ডিক্রী চূড়ান্ত নহে।

৫। ১নং প্রতিবাদী কলিকাতায় থাকেন এবং কোনও বৃক্ষ কাটান নাই ; ঐ উক্তি মিথ্যা।

৬। ২নং প্রতিবাদীর সহিত নালিসী সম্পত্তির কোনও সংশ্রব নাই।

৭। ৩নং প্রতিবাদী নালিসী সম্পত্তিতে ১নং প্রতিবাদীর অধীনে প্রজাসূত্রে দখলিকার আছে।

৮। এই প্রতিবাদী অবগত হইয়াছেন যে ১টী চারা আম গাছ যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহাতে কোনও ফল হইত না, তাহার সামান্য গোড়ার অংশ ছিল, উহাতে জমিতে আবাদ করিবার অসুবিধা হওয়ায় উহা উঠাইয়া দিয়াছে উহার মূল্য ॥০ আনার অধিক হইবে না। উহার দ্বারা কোনও ক্ষতি হয় নাই বরং জমীর উন্নতি হইয়াছে।

৯। বাদী যে সময় গাছকাটার কথা প্রকাশ করেন, সেই সময়ে কোনও গাছ কাটা হয় নাই। সময়ে সময়ে জঙ্গল আদি পরিষ্কার করিবার জন্য, এবং বাগান পরিষ্কার ও বেড়া বাঁধিবার জন্য, তনং প্রতিবাদীর মজুররা নিম্নের গাছ উঠাইয়া দিয়াছে। এই প্রতিবাদী অত্র মোকদ্দমার পর জানিতে পারিয়াছেন।

১০। কুল গাছের ডাল প্রতি বৎসর কাটিয়া দিতে হয়, নতুবা ভাল ফল হয় না। সেইজন্য ডাল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১১। একটী ভগ্ন পোকাধরা মরা আমড়া গাছ বেড়াতে ছিল। বেড়া দিবার অসুবিধা হওয়ায় জমীর উন্নতির জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার কোনও মূল্য হয় না।

১২। বেড়ার ধারে একটী মরা বেলগাছ জন্মিয়াছিল, তাহাতে কোনও ফল হইত না; আওতা দূর করিবার জন্য উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৩। নালিশী সম্পত্তি এই প্রতিবাদী ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ দখল করিতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ এই প্রতিবাদীর সময়ে বসান হইয়াছে। ঐ সকল নারায়ণ বসুর আমলের বৃক্ষ নহে।

১৪। ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ এই প্রতিবাদী উক্ত জমীতে দখিলকার আছেন; উহাতে প্রতিবাদীর কায়েমী স্বত্ব অধিকন্তু জোত স্বত্ব জন্মিয়াছে। এবং এই প্রতিবাদীর বৃক্ষ বসাইবার বা কাটিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বিশেষতঃ এই প্রতিবাদীর আমলের বসান বৃক্ষাদি এই প্রতিবাদী কাটিতে সম্পূর্ণ হকদার আছেন।

১৫। ঐ সমস্ত অফলা বৃক্ষ উঠাইয়া দেওয়ায় জমার বৃথা আওতা দূর হইয়া জমীর উন্নতি হইয়াছে, এবং কাহারও কোনও ক্ষতি হয় নাই।

১৬। বাদী পুনঃ পুনঃ মিথ্যা দাবী উপস্থিত করিয়া এই প্রতিবাদীকে হায়রাণ ও খরচাস্ত করিয়া কোনও প্রকারে উক্ত জমী হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন।

১৭। বাদী আরজীতে যে চৌহদ্দী দিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে, উহা ১নং প্রতিবাদীর খরিদা বাগান।

১৮। ৩নং প্রতিবাদী পীড়িত হইয়া শ্যামনগর গ্রামে প্রায় ২ মাস হইল বাস করিতেছে। তাহার উপর রীতিমত সমনজারী না হইলে বাদীর বর্ত্তমান মোকদ্দমা চলিতে পারে না।

১৯। অতএব প্রার্থনা, বাদীর মিথ্যা মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া বিবাদীগণকে খরচ দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

১২। হিসাব নিকাসের জন্য নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

গোমস্তাগিরির কার্য্যের নিকাশ পাওয়া ও নিকাশ আমলে বিবাদীর নিকট প্রাপ্য টাকার বাবদ নালিস; দাবী ৩৫০৲ টাকা।

বাদীর বর্ণনা—

১। অত্র চৌকীর এলাকাধীন............মৌজায় বাদিনী জমীদারী স্বত্বে স্বত্ববতী ও নিজাংশের খাজনাদি পৃথক ভাবে আদায়ে তাহাতে দখলকারিণী আছেন।

২। বাদিনী পরদানসীন স্ত্রীলোক ও ক্ষুদ্র জমীদার; এক গোমস্তা ব্যতীত জমীদারী কার্য্যে তাঁহার আর কোনও আমলা নাই।

৩। বিবাদী বাদিনীর জমীদারীর মধ্যে জোত জমা রাখে, এবং বাদিনীর বাড়ী হইতে দেড়ক্রোশ দূরে ভিন্ন গ্রামে বাস করে।

৪। ১২৯৭।৭ আষাঢ় তারিখের জামিনী রেজেষ্টারী কবুলতি ও তাহার দ্বারা সম্পত্তি জামিন দিয়া যথা সময়ে আদায় সংক্রান্ত লওয়াজিমা কাগজাদি

ও নিকাশ দেওয়ার অঙ্গীকারে ও অন্যান্য করার করিয়া বিবাদী বাদিনীর উপরোক্ত জমীদারীর গোমস্তাগিরি কার্য্যে বাহাল হইয়াছিলেন; এবং নিম্নের (ক) তপশীলের লিখিত জোত স্বতীয় জমী জামিন স্বরূপ রেহানাবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৫। উক্ত কবুলতি ও আইন অনুযায়ী বিবাদী প্রতি সন আখেরিতে উক্ত লওয়াজিমা কাগজ দাখিল করিতে ও বাদিনীর তলবমত গোমস্তা-গিরির কার্য্যে হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য থাকিয়াও এবং তজ্জন্য তলব করা সত্বেও নানা উছিলায় কাল হরণ করতঃ এ পর্য্যন্ত সমস্ত কাগজ দাখিল ও উক্ত নিকাশ দেয় নাই।

৬। বিবাদীকে ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্বেও অনধিকারে বিবাদী নিজ এক্তারে অন্যায়ভাবে খাস জমা পত্তন ও খারিজ দাখিল করিয়া বাদিনীর প্রাপ্য নজরের বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করা, বিস্তর টাকা নজর আদায় করিয়া কম টাকা হিসাব ভুক্ত করা, ন্যায্য প্রাপ্য খাজনার টাকা তামাদি করা, যথাসময়ে টাকা ইরসাল না করা, মিথ্যা ইরসালে খরচ লেখা ও অপ্রকৃত জমা খরচ লেখা প্রভৃতি ক্ষতিকর কার্য্য করিয়াছেন।

৭। ১৩০৫-১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত বিবাদী গোমস্তাগিরির আমলের (খ) তপশীলের হিসাব পত্র দাখিল করিয়াছেন কিন্তু (গ) তপশীলের কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই। এবং তাঁহার দাখিলী কাগজ দৃষ্টে নিকাশ বুঝাইয়া দেন নাই। বিবাদী কাগজে অনেকগুলি অপ্রকৃত জমা খরচ লিখিয়া নানাপ্রকার তঞ্চকতায় কার্য্য করিয়া ও বাদিনীর বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। (খ) তপশীলের কাগজ ও অন্যান্য কাগজ দৃষ্টে ও মহালের হিসাব নিকাশ হইলে বিবাদীর নিকট হইতে বাদিনীর বিস্তর টাকা পাওনা হইবে। (খ) তপশীলের কাগজ দৃষ্টে ৫০৲ টাকা এবং নিকাশ আমলের পাওনা বাবদ এক্ষণে অনুমানিক ৩০০৲ টাকা মোট ৩৫০৲ দাবীকৃতে কোর্টফী দিয়া

এই নালিশ হইল। নিকাশ আমলে বেশী টাকা পাওনা সাব্যস্ত হইলে অতিরিক্ত কোর্টফী দিতে বাদিনী প্রস্তুত আছে।

৮। এই নালিসের কারণ ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে এই আদালতের এলাকায়........গ্রামে উত্থিত হইয়াছে।

৯। বাদিনীর প্রার্থনা :—

(ক) নিম্নের (গ) তপশীলের কাগজ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে দাখিল করিতে বিবাদীর উপর আজ্ঞা হয়, ও তাহা না দিলে তাহা প্রস্তুত করণ জন্য ব্যয়স্বরূপ ক্ষতিপূরণের পাওনা টাকার ডিক্রী বিবাদীর বিরুদ্ধে দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বিবাদী হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য থাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) উক্ত হিসাব নিকাশ লওয়ার জন্য বাদিনীর ব্যয়ে কমিশনার নিযুক্ত করিতে এবং বাদিনীর ন্যায্য পাওনা সাব্যস্থ করার আদেশ কমিশনারের উপর দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) উক্ত কমিশনারের অবধারিত বাদিনীর প্রাপ্য টাকার জন্য (ক) তপশীলের সম্পত্তি দায় সংযুক্ত থাকা ও উক্ত সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় দ্বারা উক্ত টাকা আদায় হওয়া এবং তাহাতেও ডিক্রীর সমস্ত টাকা আদায় না হইলে বাকী টাকা আদায় জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) উপরোক্তরূপ ডিক্রী কোনও কারণে না হইতে পারিলে শুদ্ধ টাকার ডিক্রী বিবাদীর বিরুদ্ধে দিতে আজ্ঞা হয়।

(চ) মোকদ্দমার খরচ ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ছ) অবস্থানুসারে যে কোনও প্রতিকার বাদিনী পাইতে হকদার তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, ইত্যাদি)

বিবাদীর বর্ণনা এইযে—

১। এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদিনীর নালিসের কোন কারণ নাই। কারণাভাবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ যোগ্য।

২। প্রতিবাদী ১৩০৫ সনের বৈশাখ হইতে ১৩১৬ সনের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রতি সনের হিসাব নিকাশ ও আদায় তহশীলের কাগজাদি ও নগদ তহবীলের হিসাব বাদিনীকে নিয়ম মত বুঝাইয়া দিয়া ফারখতি পাইয়াছেন। উক্ত ১৩০৫ সাল হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবাদীর নিকট হইতে বাদিনীর কোনরূপ দেনা পাওনা বা হিসাব নিকাশ বাকি নাই। ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসের শেষে বিবাদী বাদিনীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

৩। কেবলমাত্র ১৩১৭ সনের বৈশাখ মাস হইতে উক্ত সনের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ বাকি আছে। উক্ত সনের হিসাব ও নিকাশী কাগজাদি বাদিনীকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রতিবাদী অনেক বার তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বাদিনী হিসাব পরিষ্কার অথবা কাগজাদি বুঝিয়া না লইয়া অযথা প্রতিবাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য এই নালিস উপস্থিত করিয়াছেন।

৪। এই প্রতিবাদীর নিকট বাদিনীর কিছুমাত্র পাওনা নাই। প্রতিবাদীর বেতন সালিয়ানা ৬৲ টাকা ছিল। ১৩১৫ সাল হইতে ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বেতন প্রতিবাদী পায় নাই ও লয় নাই। উক্ত আড়াই বৎসরের বেতন বাবদ বাদিনীর নিকট তাঁহার ১৮০৲ টাকা পাওনা আছে এবং প্রতিবাদী ১৯১৬ সালে মহালের ১১ জন প্রজার বিরুদ্ধে বাদিনীর পক্ষ হইতে বাকি খাজনার নালিস করিয়াছিলেন ও ঐ মোকদ্দমার খরচা নিজে করিয়াছিলেন। তদ্বাবদ তাঁহার বাদিনীর

নিকট হইতে ৮২৲ টাকা, মোট ২৬২৲ টাকা পাওনা আছে। উক্ত ২৬২৲ টাকার ডিক্রী বাদীর বিরুদ্ধে পাইবার জন্ম প্রতিবাদী দাবী করেন এবং এজন্ম কোর্টফি অত্রসহ দাখিল করিলেন।

৫। বাদিনী যে সকল কাগজ পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন ঐ সকল কাগজ জমিদারী সেরেস্তার রীতি অনুসারে তিনি এই প্রতিবাদীর নিকট পাইবার দাবী করিতে পারে না। ঐ কাগজ প্রস্তুতের খরচা বাবদ বাদিনী যে দাবী করিয়াছেন তাহা অন্যায় ও অতিরিক্ত এবং তাহা প্রতিবাদীর নিকটে তিনি দাবী করিতে পারেন না।

৬। আরজীর ৬ ও ৭ দফার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাদিনী তাহা প্রমাণ করিতে বাধ্য।

৭। বাদিনীর অন্যায় ও অবৈধ দাবী হইতে মুক্তি দিয়া বিবাদীকে বাদিনীর বিরুদ্ধে ২৬২৲ টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

১৩। হ্যাণ্ডনোট বাবদ নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদীর বর্ণনা এই যে—

১। গত ১৯১৮ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে বিবাদী তাহার কারবারের জন্য বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় বাদীর বরাবর এককেতা হ্যাণ্ডনোট সম্পাদন পূর্ব্বক বাদীর নিকট হইতে ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ করে। উক্ত হ্যাণ্ডনোটে চাহিবামাত্র আসল টাকা এবং শতকরা বার্ষিক ১৮৲ হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকার থাকে।

২। গত ১৯১৮ সাল হইতে অদ্য তক সুদের দরুণ ১৩৫৲ টাকা পাওনা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিবাদী মাত্র ১৯১৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ৩২৲ টাকা সুদ বাবত দিয়াছে সুতরাং সুদবাবত এখনও ১০৩৲ টাকা এবং আসল ৩০০৲ টাকা, মোট ৪০৩৲ টাকা বিবাদীর নিকট হইতে বাদীর পাওনা হইতেছে।

৩। বারংবার বিবাদীকে তলব তাগাদা করা সত্বেও বিবাদী নষ্টামি করিয়া উক্ত ৩২৲ টাকা ব্যতীত আর এক কপর্দ্দকও আদায় দেয় নাই।

৪। নালিসের কারণ ১৯১৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে হুজুরাদালতের এলাকাধীনে জঙ্গলবেড়িয়া গ্রামে উদ্ভব হইয়াছে।

৫। আদালতের এলাকা ও কোর্টফী নির্ণয়ার্থে দাবীর পরিমাণ ৪০৩৲ টাকা ধার্য্য হইল।

৬। বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) বিবাদীর প্রতিকূলে বাদীকে উক্ত ৪০৩৲ টাকা এবং মোকদ্দমার খরচায় ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতীকার পাইতে পারেন তাহাও দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, ইত্যাদি)

বিবাদীর বর্ণনা এই যে—

১। বিবাদী বাদীর বরাবর এক হ্যাণ্ডনোট সম্পাদন করিয়া ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু হ্যাণ্ডনোট সম্পাদনের

তারিখ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাদী বিবাদীর ঘৃত ও ময়দার দোকান হইতে মোট ৩৫০৲ টাকার জিনিষ লইয়াছে। সুতরাং বাদীর কেবলমাত্র ৫৩৲ টাকা পাওনা হইতেছে।

২। বাদীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাদীর দোকানে চাকরী করিত; সে মাতাল এবং অসচ্চরিত্র বলিয়া তাহাকে জবাব দেওয়া হইয়াছে। সেই আক্রোশ বাদী হ্যাণ্ডনোটের পৃষ্ঠে রীতিমত ওয়াশীল না দিয়া কল্পিত হিসাব দিয়া অতিরিক্ত দাবীতে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে।

৩। বাদীর প্রাপ্য ৫৩৲ টাকা অত্র বিবাদী আদালতে জমা দিয়াছে, এতদ্বারা বাদীর সমস্ত প্রাপ্য শোধ হইয়া গেল।

৪। অতএব বাদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া বিবাদীকে হারাহারি খরচা দিবার আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ)

১৪। কিস্তীবন্দী খতমূলে নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদীর উক্তি এই যে—

১। বিবাদী সন ১৩২১ সালের ৫ই আষাঢ় তারিখে মাসিক শতকরা ১।০ টাকা সুদ দিবার অঙ্গীকারে বাদীর নিকট নগদ মবলগে ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া বাদীর বরাবর যে এক খত সম্পাদন করিয়া দিয়াছিল তন্মূলে বিবাদীর সহিত বাদীর হিসাব হইয়া বিবাদীর নিকট হইতে বাদীর ওয়াশীল বাদে মোট ৩৬০৲ পাওনা সাব্যস্থ হয়। বিবাদী উক্ত টাকা একযোগে পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া উক্ত টাকার বাবদ বাদীর বরাবর অত্র সহ দাখিলি এক কিস্তীবন্দী খত সম্পাদন করতঃ অঙ্গীকার করে যে উক্ত টাকা তপশীল লিখিত কিস্তীবন্দী

মোতাবেক কিস্তী কিস্তী পরিশোধ করিবেক। বিবাদী আরও অঙ্গীকার করে যে এক কিস্তি খেলাপ হইলে বাদী দ্বিতীয় কিস্তীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া অপরিশোধিত সমস্ত টাকা কিস্তী খেলাপের তারিখ হইতে মাসিক শতকরা ২৲ হারে সুদ আদায় করিতে পারিবে।

২। বিবাদী উক্ত কিস্তি মধ্যে প্রথম দুই কিস্তির টাকা নিয়ম মত পরিশোধ করিয়া আর কোনও কিস্তির টাকা পরিশোধ না করায় বাদী সমস্ত অনাদায়ী টাকা একযোগে আদায় করিতে স্বত্ববান বটে।

৩। নালিশের কারণ তৃতীয় কিস্তি খেলাপের তারিখ......সালের ...তারিখ অন্তে অত্রাদালতের এলাকাধীনে.. মোকামে উদ্ভব হইয়াছে।

৪। অত্রাদালতের এলাকা ও কোর্টফী নির্ণয়ার্থ অত্র নালিশে দাবীর পরিমাণ......টাকা ধরা হইল।

৫। বাদী প্রার্থনা করে যে উক্ত ২য় দফার লিখিত আদায়ী দুই কিস্তি টাকা.....বাদে বক্রী অনাদায়ী... টাকা মায় দলিলের লিখিত হারে অদ্য তক সুদ......একুনে......আদালত ব্যয় ও দলিলের লিখিত হারে সুদ সহ ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ)

১৫। কনট্রিবিউসন বাবদ নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদীর উক্তি এই যে—

১। অত্রাদালতের এলাকাধীন ও ষ্টেশন রাণাঘাটের অন্তর্গত ফাঁসীতলা মৌজায় নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত ২২/ জমী বাদীর ও ১।২।৩নং প্রতিবাদীগণের পৈতৃক জোতস্বত্বীয় দখলি এক জোতভুক্ত জমী। তাহাতে বাদীর ।০ অংশ ও প্রতিবাদীগণের প্রত্যেকের ।০ অংশ বটে। বাদী ও প্রতিবাদীগণ উক্ত অংশানুসারে এজমালীতে জমী ভোগদখল করত;

মালিক জমীদারের খাজনা বার্ষিক ৩২।৶০ টাকা এজমালীতে আদায় পূর্ব্বক ভোগবান ও দখলকার আছেন।

২। উক্ত জোতের মালিক জমিদারের খাজানা ও পথকর ইত্যাদি ১৩২০ সাল হইতে ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত বাকা পড়ায় মালিক জমিদার অত্র আদালতের ১৯১৫ সালের ৪৭ নম্বরের বাকী খাজনার নালিশ করতঃ বাদী ও প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে এজমালীতে মায় খরচা ১২৬৶০ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হন।

৩। তৎপর ১৯১৬ সালের ২৮ নম্বরে উক্ত বাকী খাজনার ডিক্রীজারী করতঃ মালিক জমীদার বাদীর সম্পত্তি ক্রোক পূর্ব্বক নিলাম করাইতে উদ্যত হওয়ায় বাদী নিরুপায় হইয়া নিজ স্বত্ব রক্ষার্থ উক্ত ডিক্রী ও জারীর খরচা বাবদ ১৩৬৸৶০ টাকা ১৩২৪ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে অত্রাদালতে দাখিল করিয়া উক্ত ক্রোক ও নিলাম হইতে উক্ত সম্পত্তি মুক্ত করিয়াছেন।

৪। মালিক জমীদারের ডিক্রীর প্রাপ্য টাকা বাদী ও প্রতিবাদীগণ নিজ নিজ অংশানুসারে দিতে বাধ্য বটেন। প্রতিবাদীগণ তাঁহাদের দেয় অংশের টাকা না দেওয়ায় বাদী তাহা নিজে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং প্রতিবাদীগণ বাদীর উক্ত টাকা দেওয়া দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে এবং আইন ও ন্যায় অনুসারে প্রতিবাদীগণ উক্ত ডিক্রীর টাকার বাবদ তাঁহাদের দেয় অংশ নিম্নে তপশীলের হিসাব মত বাদীকে আদায় দিতে বাধ্য।

৫। বাদী বিবাদীগণের বিরুদ্ধে উক্ত টাকার ৸০ আনা অংশ অর্থাৎ ১০২॥৶১০ শতকরা বার্ষিক ১২৲ হিসাবে সুদ সহ পাইবার হকদার হইতেছেন।

৬। বাদীর এই নালিশের কারণ বাদীর উক্ত ডিক্রীর টাকা দাখিলের তারিখ হইতে অত্রাদালতের এলাকাধীন কাঁসীতলা গ্রামে উদ্ভব হইয়াছে।

৭। বাদীর প্রার্থনা এই যে :—

(ক) নিম্নলিখিত হিসাব মত ১০২।।৵১০ টাকা ১।২।৩ নং প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে পৃথক্ রূপে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালত খরচা ও বাদীর টাকা [illegible] তারিখ হইতে নালিস কাল তক সুদ অংশানুরূপে প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল।

১নং বিবাদীর।০ অংশের বাবদ ৩৪৶১০ ; ২নং বিবাদীর।০ অংশের বাবদ ৩৪৶১০ ; ৩নং বিবাদীর।০ অংশের বাবদ ৩৪৶১০ ; মোট ১০২।।৵১০

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম ইত্যাদি)

বিবাদীগণের বর্ণনা এই যে—

১। এই বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর নালিসের কোনও কারণ নাই। কারণাভাবে মোকদ্দমা অচল।

২। বাদী যে সম্পত্তির খাজনার ডিক্রী একাকী পরিশোধ করা প্রকাশে এই নালিস করিয়াছেন ঐ সম্পত্তির আরও অন্যান্য সরিকগণকে এই মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত না করায় বাদীর মোকদ্দমা পক্ষাভাব দোষে অচল।

৩। এই বিবাদীগণের অংশের দেয় খাজনা তাঁহারা পূর্ব্বেই মালিক জমিদারকে দিয়া তাঁহার দাখিলা পাইয়াছেন। বাদী নিজাংশের খাজনার টাকা বাকী রাখায় ও তজ্জন্য মালিক জমীদার বাদী ও বিবাদীগণের

বিরুদ্ধে একত্রে নালিস করিয়া ডিক্রী করায় বাদী আইন ও equity অনুসারে এই বিবাদীগণের নিকট হইতে কনট্রিবিউসন পাইতে পারে না।

৪। মালিক জমীদার ডিক্রীজারী করিবার পূর্ব্বেই বাদী ডিক্রীর সমুদয় টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। বাদীর কোনও সম্পত্তি ক্রোক হইয়া নিলামী ইস্তাহার জারী হয় নাই। এ অবস্থায় বাদীর payment voluntary বটে এবং তজ্জন্য বাদী কোনও কনট্রিবিউসন পাইতে পারে না।

৫। বাদী আদালতে টাকা দাখিল করার খরচা ও দাখিলের তারিখ হইতে নালিসের কাল তক্ কোনও সুদ পাইতে পারে না।

৬। বাদীর অন্যায় ও অতিরিক্ত দাবী ডিসমিস করতঃ বিবাদীগণকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়। (সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর

১৬। বিনাস্বত্বে দখলিকারকে উচ্ছেদের নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদীর বর্ণনা এই যে—

১। অত্র আদালত ও ষ্টেশন বরাহনগরের অন্তর্গত পরগণা ঘানিটানায় হৃদয়নগর গ্রামে বাদী পত্তনীস্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন।

২ প্রতিবাদী উক্ত মৌজা মধ্যে আনুমানিক ৪ বিঘা জমী বিনাস্বত্বে ও বাদীর সহিত কোন রূপ বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ ও চাষ আবাদ করতঃ প্রায় ৩ বৎসর যাবৎ trespasser রূপে দখল ভোগ করিতেছেন। এ যাবৎ প্রতিবাদী ঐ জমী কোন রূপ বন্দোবস্ত করিয়া

লয়েন নাই অথবা দখল ভোগ জনিত বাদীর প্রাপ্য কোনও খাজনাদি বাদীকে আদায় দেয় নাই।

৩। বাদীর পত্তনী মহালের অন্তর্গত ঐ জমী বিনা বন্দোবস্তে দখল ভোগ করিবার প্রতিবাদীর কোন স্বত্ব বা অধিকার নাই। বাদী প্রতিবাদীকে পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও প্রতিবাদী ঐ জমি ছাড়িয়া দেন নাই বা কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে স্বীকার হয়েন নাই।

৪। প্রতিবাদী ঐ জমী trespasser রূপে দখল ভোগ করায় তিনি ঐ জমী হইতে উচ্ছেদের উপযুক্ত বটেন। বাদী গত ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে, প্রতিবাদীকে ঐ জমী চৈত্র মাস হইতে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য লিখিত নোটিস দেওয়া ও মৌখিক বলা সত্ত্বেও প্রতিবাদী ঐ জমি ছাড়িয়া দেন নাই।

৫। এই নালিসের কারণ ১৩২৮ সালে চৈত্র মাসের শেষ তারিখ হইতে উক্ত হৃদয়নগর গ্রামে উদ্ভব হইয়াছে।

৬। অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে :—

(ক) প্রতিবাদীকে ঐ জমি হইতে উচ্ছেদের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) ১৩২৫ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত প্রতিবাদী ঐ জমী বিনা বন্দোবস্তে ও বিনা স্বত্বে ভোগ দখল করায় তাহার বিরুদ্ধে প্রতি বৎসর প্রতি বিঘা জমির কাত খেসারত বাবদে ১০৲ টাকা হিসাবে মোট ৪০৲ টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) প্রতিবাদী ঐ জমীর খাজনা দিতে স্বীকার করিলে প্রতিবাদীর দখলীয় ঐ জমীর ন্যায্য এবং উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করতঃ ১৩২৫ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত খাজনার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

বর্ণনাপত্র।

বিবাদীর বর্ণনা এই যে—

১। বাদীর এই নালিশ করিবার কোন অধিকার বা কারণ নাই।

২। বিরোধীয় জমী বাদীর কথিত মত প্রতিবাদী কখনও trespasser স্বরূপে দখল করেন নাই। এই প্রতিবাদী বাদীর অধীনে সালিয়ানা ১০৲ টাকা জমায় যে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোত রাখেন ঐ জমী তাহার অন্তর্গত। বাদী উক্ত জোতের খাজনা লইয়া এই প্রতিবাদীকে দাখিলা দিয়াছেন।

৩। বাদী এই প্রতিবাদীকে কখন কোন উচ্ছেদের নোটিস দেন নাই ও এই প্রতিবাদী কোন নোটিস দেওয়ার বিষয় জ্ঞাত নহেন।

৪। এই প্রতিবাদী বাদীর পত্তনী মহাল রূদয়নগরের একজন স্থিতিবান প্রজা। উক্ত মৌজায় বাদীর অধীনে এই প্রতিবাদী দুইটী দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জোত বহুকাল যাবৎ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং খাজনা আইনের ২০ ধারার বিধান মতে বিরোধীয় জমিতে প্রতিবাদীর দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে। বাদী তাহাকে ঐ জমী হইতে কখনও উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

৫। বিবাদীয় জমি প্রতিবাদীর জোতের অন্তর্গত প্রমাণ না হইলেও উক্ত জমীতে প্রতিবাদীর দখলী স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত জমী হইতে বাদী এই প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

৬। বিরোধীয় জমি প্রতিবাদীর জোতের অন্তর্গত প্রমাণ না হইলে জমির জন্য প্রতিবাদী ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা দিতে প্রস্তুত আছেন, আদালত কর্তৃক ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিয়া দিলে এই প্রতিবাদী তদনুযায়ী খাজনা দিতে বাধ্য আছেন।

৭। বাদী গ্রামের জমীদার ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি; এই প্রতিবাদীর জোতের জমির খাজানা বৃদ্ধি হারে লইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা

করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে এই জমী হইতে প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে এই মিথ্যা নালিস করিয়াছেন।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

১৭। মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য ক্ষতিপূরণের নালিস।

আরজী।

বাদী নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিতেছেন :—

১। সন ১৩১৮ সালের ৬ই মাঘ তারিখে অত্রস্থ ফৌজদারী আদালতে প্রতিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা চুরীর অভিযোগ উপস্থিত করেন। তাহাতে বাদীর নামে ওয়ারেণ্ট জারী হয় এবং বাদী ১৪ মাঘ তারিখে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া ফৌজদারী আদালতে আনীত হন।

২। প্রতিবাদীর ঐ মিথ্যা অভিযোগ জন্য বাদীকে ফৌজদারী আদালতের আদেশ ক্রমে হাজতে যাইতে হইয়াছিল এবং তথায় তিন দিবস থাকিয়া পরে ৫০৲ টাকার জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩। তৎপরে ফৌজদারী আদালতের ন্যায় বিচারে প্রতিবাদীর উক্ত মোকদ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়া ১৩১৯ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখে ডিস্মিস্ হয়। উক্ত মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের রায়ের জাবেদা নকল এতৎসহ দাখিল হইল।

৪। বাদীর সহিত প্রতিবাদীর বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ থাকায় প্রতিবাদী শত্রুতামূলে এবং উপযুক্ত ও সম্ভবপর কারণ ব্যতীত বাদীকে অনর্থক বিপদ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ফৌজদারীতে ঐ মিথ্যা নালিস করিয়াছিলেন।

৫। প্রতিবাদী উক্ত মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করায় বাদীর বিশেষ মানহানি, এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হইয়াছে। বাদীর আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিগণ উক্ত চুরীর অভিযোগ ও গ্রেপ্তারের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বাদী সমাজে ঘৃণিত ও অপমানিত হইয়াছেন, এবং সামাজিক প্রথানুসারে তাঁহাকে ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। উক্ত মিথ্যা মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইতে তাঁহার ৩০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এবং বহু দিবস যাবৎ তিনি বৈষয়িক কার্য্যাদি করিতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

৬। উপরোক্ত অবস্থা ক্রমে বাদী প্রতিবাদীর নিকট মানহানি, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট জন্য ক্ষতি ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় ব্যয় এবং বৈষয়িক ক্ষতি বাবদ মোট ১০০০৲ টাকা পাইতে অধিকারী।

৭। এই নালিসের কারণ উক্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার ডিসমিসের তারিখ অর্থাৎ ১৩১৯ সালের ৭ই ভাদ্র হইতে অত্রাদালতের এলাকাধীন মণ্ডলপুর গ্রামে উদ্ভব হইয়াছে।

৮। আদালতের এলাকা ও কোর্ট ফি নিদ্ধারণ জন্য দাবীর পরিমাণ ১০০০৲ ধার্য্য হইল।

৯। বাদীর প্রার্থনা এই যে :—

(ক) প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর মানহানি, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, এবং কার্য্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭০০৲ টাকা এবং মিথ্যা ফৌজদারী অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ জন্য খরচ ৩০০৲ টাকা, মোট ১০০০৲ টাকার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আদালত খরচা ও সুদের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

বর্ণনা পত্র।

(আদালতের নাম ইত্যাদি)

প্রতিবাদীর বর্ণনা :—

১। এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই। কারণাভাবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ যোগ্য।

২। এই প্রতিবাদী নিজে বাদীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারীর মোকদ্দমা উপস্থিত করেন নাই। বাদীর নিকট চুরীর মাল থাকা অপর লোকের নিকট জানিয়া এই প্রতিবাদী পুলিশে সংবাদ দেওয়ায় এবং পুলিশের তদন্তে বাদীর নিকট চুরীর মাল বাহির হওয়ায়, পুলিশ কর্ম্মচারীগণ বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন। তজ্জন্য বাদী এই প্রতিবাদীর নিকট কোন ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন না।

৩। বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতের অভিযোগের সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল এবং বাদী আপীল আদালত কর্ত্তৃক সন্দেহ হেতুতে (benefit of doubt) মুক্তি লাভ করিলেও নিম্ন আদালতে বাদী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বাদীর ক্ষতিপূরণের দাবী আইন অনুসারে অচল।

৪। এই প্রতিবাদীর সহিত বাদীর কখনও কোন প্রকার বিবাদের কারণ বা শত্রুতা ছিল না এবং বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ ঈর্ষামূলক নহে। অত্রাবস্থায় বাদীর এই মোকদ্দমা চলিতে পারে না।

৫। বাদী কথিত ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য মানসিক অথবা শারীরিক কষ্ট পাইয়া থাকিলে অথবা তাঁহার কার্য্যক্ষতি বা মানহানি হইলে অথবা ঐ ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে মুক্তি লাভ জন্য কোন ব্যয় করিয়া থাকিলে তজ্জন্য প্রতিবাদীর নিকট কোন খেসারত পাইতে পারেন না।

৬। বাদীর ক্ষতিপূরণের দাবী অন্যায় ও অতিরিক্ত। তিনি

সামান্য লোক, তাঁহার মাসিক আয় সামান্য, সুতরাং ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭০০৲ টাকা দাবী করিতে পারেন না। মোকদ্দমায় তাঁহার ৩০০৲ টাকা ব্যয়ের কথা মিথ্যা, তিনি মোক্তার দ্বারা মোকদ্দমা চালাইয়াছেন, তাহাতে ৫০৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই।

৭। এই বর্ণনাপত্রে যে সকল বিষয় স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইল না তাহা অস্বীকার বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাদী তাহা প্রমাণ করিতে বাধ্য।

৮। উপরোক্ত হেতু বাদে বাদীর অন্যায় ও অবৈধ দাবী ডিসমিস করতঃ বিবাদীকে খরচ দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

১৮। ৯ ধারা মতে পুনর্দ্দখলের নালিশ।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বাদীর উক্তি এই যে—

১। অত্রাদালতের এলাকাধীন ও ষ্টেশন রায়গঞ্জের অন্তর্গত পরগণা ঝিকরগাছা মোতালক চাঁদখালি মৌজায় জমিদার শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের অধীনে ৩২ বিঘা জমির কাত বার্ষিক ৬৫৲ টাকা জমায় বাদীর এক কায়েমী মৌরসী পৈতৃক জোত আছে। তাহাতে বাদী স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন।

২। উক্ত জোতের অন্তর্গত নিম্ন তপসীল লিখিত চৌহদ্দীস্থিত ১০ বিঘা পরিমাণ জমিতে বাদী গত মাঘ মাস হইতে চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসে পাট বুনিয়াছিলেন।

৩। প্রতিবাদী বিনাস্বত্বে ও অবৈধরূপে বলপূর্ব্বক বাদীর উক্ত বুনানি পাট গত ভাদ্র মাসের ১৩ই তারিখে কাটিয়া লইয়া গিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং উক্ত জমী হইতে বাদীকে বেদখল করিয়াছেন।

৪। প্রতিবাদীর এই অন্যায় কার্য্যের জন্য বাদী অত্রস্থ ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন কিন্তু স্বত্ব সম্বন্ধীয় তর্ক থাকা বিবেচনায় উক্ত আদালত বাদীর দরখাস্ত ডিসমিস করিয়াছেন।

৫। দাবীকৃত ভূমিতে প্রতিবাদীর কোন প্রকার স্বত্ব নাই ও গত ভাদ্র মাসের পূর্ব্বে তিনি কখনও ঐ জমী দখল করেন নাই। উক্ত জমী দখল করিবার বা রাখিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই এবং বাদী তাহাতে পুনর্দখল পাইবার অধিকারী।

৬। এই নালিশের কারণ বাদীর বেদখলের তারিখ ১৩২৮ সনের ১৩ই ভাদ্র হইতে অত্র আদালতের এলাকাধীন চাঁদখালি মৌজায় উদ্ভব হইয়াছে।

৭। বাদীর প্রার্থনা এই যে:—

(ক) ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারার বিধানমতে দাবীকৃত ভূমি হইতে বিবাদীর অন্যায় ও বে-আইনী দখল উচ্ছেদে বাদীকে পুনর্দখলের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বিবাদীর বিরুদ্ধে আদালত খরচা ও সুদের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল চৌহদ্দী।

(সত্যপাঠ)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম, ইত্যাদি)

প্রতিবাদীর বর্ণনা:—

১। এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিসের কোন কারণ নাই। কারণ অভাবে এই মোকদ্দমা ডিসমিস্ যোগ্য।

২। বাদীর আরজীর দখল ও বেদখলের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাদী বিরোধীয় ভূমি কখনও দখল করেন নাই ও ঐ ভূমিতে বৈশাখ মাসে বুনানি করেন নাই।

৩। নালিসের তারিখের পূর্ব্বে ৬ মাস মধ্যে নালিসী জমীতে বাদী দখলকার না থাকায় বাদীর দাবী তামাদি দোষে বারিত।

৪। বিবাদী ১৩০১ সালের ২রা মাঘ তারিখের এককেতা রেজেষ্টী কোবালা দ্বারা শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে নালিসী সম্পত্তি খরিদ করিয়া উহা প্রজাবিলি দ্বারা ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল দখলিকার আছেন।

৫। বাদীর আরজীর লিখিত চৌহদ্দী ঠিক নহে ও জমীর পরিমাণ অতিরিক্ত।

৬। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে বাদী ও প্রতিবাদী এক গ্রামে বাস করেন। গ্রামে দুইটা দল আছে। প্রতিবাদী বাদীর বিরুদ্ধ দলভুক্ত এবং বাদী তাহাকে আপন দল ভুক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে নিজ দল ভুক্ত কতকগুলি লোকের সাহায্যে প্রতিবাদীকে কষ্ট দিবার ও অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই মিথ্যা নালিস উপস্থিত করিয়াছেন।

৭। বাদীর মিথ্যা মোকদ্দমা ডিসমিস্ করতঃ প্রতিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

১৯। জোতস্বত্ব বিক্রয় করিলে উচ্ছেদপূর্ব্বক খাসদখলের নালিস।

আরজী।

বাদী— মূল বিবাদী—

ব:......... শ্রী...............

শ্রী.. ...... মোকাবেলা—বিবাদী

শ্রী............

দাবীর পরিমাণ ১৫০ টাকা।

পূর্ব্বোক্ত বাদী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছেন—

১। অত্রাদালত ও ষ্টেসন খরদহের এলাকাধীন পরগণা ঘিয়েভাজার মোতালক মৌজা শ্যামপুর বাদীর পৈতৃক দরপত্তনী তালুক। তাহাতে বাদী প্রজাগণের নিকট কর আদায়ে স্বত্ববান ও দখলিকার আছেন।

২। উক্ত মৌজার অন্তর্গত নিম্ন চৌহদ্দীস্থিত ১৭/ বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ২৮৲ টাকা জমার এক দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতে মোকাবেলা প্রতিবাদী চাষ আবাদ দ্বারা ভোগবান ও দখলিকার ছিলেন।

৩। বাদী বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছেন যে উক্ত মোকাবেলা প্রতিবাদী তাহার উক্ত জোতস্বত্ব ১৩১৯ সালের পৌষ মাসে মূল বিবাদীকে একখণ্ড রেজেষ্টারীযুক্ত কোবালা দ্বারা বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতেছেন এবং উক্ত মূল বিবাদী এক্ষণে ঐ জোত ভোগদখল করিতেছেন।

৪। উক্ত শ্যামপুর মৌজায়, কিম্বা তৎসংলগ্ন অন্য কোন মৌজায় কিংবা উল্লিখিত পরগণায়, মালিক জমিদারের বিনানুমতিতে প্রজার দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোত হস্তান্তর করিবার কোন প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত ছিল না বা নাই। এবং মালিক জমিদারের বিনানুমতিতে কোন খরিদদার কখনও প্রজা স্বীকৃত হয় নাই।

৫। উল্লিখিত পরগণায় কিম্বা মৌজায়, ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রজার দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতস্বত্ব খরিদ বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত না থাকায়, মোকাবেলা প্রতিবাদীর উক্তরূপ বিক্রয় ও মূল বিবাদীর খরিদ সম্পূর্ণ অসিদ্ধ বটে। মূল বিবাদীর trespasser স্বরূপে ঐ জমা ভোগদখল করিবার কোন অধিকার নাই এবং তিনি আইনানুসারে উচ্ছেদযোগ্য।

৬। বাদী মূল বিবাদীকে পুনঃ পুনঃ নালিসী জমী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা সত্বেও তিনি এ যাবৎ উহা পরিত্যাগ করেন নাই।

৭। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদীর এই নালিসের কারণ ১৩১৯ সালের পৌষ মাস হইতে অত্র আদালতের এলাকাধীন শ্যামপুর মৌজায় উদ্ভব হইয়াছে।

৮। নালিসী জমির বাজারদর ৬০৲ টাকা ও ওয়াশীলাতের পরিমাণ ৯০৲ মোট ১৫০৲ টাকার দাবীতে এই নালিস করা হইল। প্রমাণ অথবা তদন্তের দ্বারা বাদীর উহা অপেক্ষা অধিক ওয়াশীলাত প্রাপ্য সাব্যস্ত হইলে, তৎপরিমাণে কোর্ট ফি বাদী পরে দাখিল করিবেন।

৯। বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) নিম্ন চৌহদ্দীস্থিত ১৭/ বিঘা জমি হইতে মূল বিবাদীকে উচ্ছেদপূর্ব্বক খাসদখলের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) খরিদের সময় হইতে অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত অবৈধ দখল জন্য মূল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে প্রতিসন ৩০৲ টাকা হিসাবে ৯০৲ টাকা ওয়াশীলাতের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আদালত খরচা মায় সুদের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ।

বর্ণনাপত্র।

মূল বিবাদীর পক্ষে বর্ণনা এই—

১। বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর নালিসের কোন কারণ নাই।

২। দেশাচার অনুযায়ী যোত স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য হওয়ায় এই বিবাদী নালিশী যোতের প্রজা মোকাবিলা প্রতিবাদীর নিকট ১৩১৯ সালের ২৬ পৌষ তারিখে এককেতা রেজিষ্ট্রী কোবালা দ্বারা নালিসী সম্পত্তি খরিদ করিয়া তদবধি তাহাতে দখলিকার আছেন।

৩। বাদী বিবাদীর এই খরিদ স্বীকারে ও তাহাকে প্রজা গণ্যে ১৩১৯ সাল হইতে ১৩২৬ সাল পর্য্যন্ত বিবাদীর নিকট খাজনা আদায় লইয়া দাখিলা দিয়াছেন। বাদীর দত্ত দাখিলা অত্র সহ দাখিল হইল।

৪। একান্তরোধে বাদী বিবাদীকে প্রজা স্বীকার করেন নাই এমত স্বীকার করিলেও বিবাদী দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল নালিশী সম্পত্তিতে দখলকার থাকায় নালিশী সম্পত্তিতে তাহার উত্তম স্বত্ব জন্মিয়াছে ও তজ্জন্য বাদীর দাবী তামাদি দোষে বারিত হইয়াছে।

৫। গত ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে বাদীর গোমস্তা শ্রীরসিক দাসের সহিত বিবাদীর মনান্তর হওয়ায় তাহার কুপরামর্শে বাদী অত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন।

৬। এমতাবস্থায় বাদীর অন্যায় দাবী হইতে অব্যাহতি দিয়া বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ।

২০। ঈজমেণ্ট স্বত্ব প্রচারের নালিস।

আরজী।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

উপরোক্ত বাদী নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিতেছেন যে—

১। অত্রাদালতের এলাকাধীন ও ষ্টেসন…র অন্তর্গত……গ্রামে নিম্নের (ক) তপশীল বর্ণিত ৫ বিঘার যে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর আছে তাহাতে বাদী পাকা ইমারতাদি, পুষ্করিণী, বাগান ইত্যাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রায় ২৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে ভোগবান ও দখলকার আছেন।

২। আরজীর (খ) তপশীলের নক্সায় দর্শিত ক খ চিহ্নিত বাদীর উক্ত বাটী হইতে গ ঘ চিহ্নিত বিবাদীর পতিত জমির উপর দিয়া ৩৫ হাত লম্বা ও ৪ হাত প্রস্থ চ ছ চিহ্নিত যে রাস্তা আছে এবং যাহা জ ঝ চিহ্নিত সরকারী রাস্তায় যাইয়া মিশিয়াছে, উক্ত চ ছ চিহ্নিত রাস্তা বাদী ও তাঁহার পরিবারবর্গ নিজস্বত্বে প্রকাশ্যভাবে, ও অন্যের নিরাপত্তিতে ২০ বৎসরের উর্দ্ধকাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। উক্ত চ ছ রাস্তাতে গমনাগমনের জন্য বাদীর ঈজমেণ্ট স্বত্ব জন্মিয়াছে।

৩। বিবাদী গত ১৩২৫ সালের ২০ কার্ত্তিক তারিখে (খ) তপশীলের নক্সায় দর্শিত ট ঠ চিহ্নিত পাকা প্রাচীর গাঁথিয়া উক্ত চ ছ রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে বাদীর ও বাদীর পরিবারবর্গের বাদীর বাড়ী হইতে জ ঝ চিহ্নিত সরকারী রাস্তায় যাইবার ও উক্ত সরকারী রাস্তা হইতে ক খ চিহ্নিত বাদীর বাড়ীতে আসিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বিবাদীর উক্তরূপে উক্ত রাস্তা বন্ধ করিবার কোন অধিকার নাই।

৪। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে অত্রাদালতের এলাকাধীন………গ্রামে উক্ত ১৩২৫ সালের ২০শে কার্ত্তিক হইতে এই নালিসের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

৫। আদালতের কোর্ট ফি ও এলাকা নির্দ্ধারণ জন্য নালিশী ঈজমেণ্ট স্বত্বের মূল্য ১০৲ টাকা ধার্য্য হইল।

৬। বাদীর প্রার্থনা এই যে :—

(ক) নালিসী চ ছ রাস্তা দিয়া বাদীর গমনাগমনের ঈজমেণ্ট স্বত্ব থাকা প্রচারে বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) উক্ত ট ঠ চিহ্নিত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চ ছ রাস্তা গমনাগমনের উপযোগী করিবার আদেশে বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। বিবাদী আদালতের আদেশ মত উক্ত প্রাচীর না ভাঙ্গিলে বাদীর খরচে আদালত হইতে তাহা ভগ্নপূর্ব্বক তাহার খরচা বিবাদীর নিকট হইতে আদায়ের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) উক্ত চ ছ রাস্তা ভবিষ্যতে বিবাদী কোন প্রকারে আবদ্ধ না করিতে পারেন এই মর্ম্মে বিবাদীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Perpetual injunction) প্রচার করিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) বিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

তপশীল (ক)

তপশীল (খ)

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

বিবাদীর বর্ণনা এই যে—

১। এই বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। বাদী আরজীতে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। বিবাদীর গ ঘ চিহ্নিত পতিত জমীর উপর দিয়া জ ঝ চিহ্নিত সরকারী

রাস্তায় যাইবার ৩৫ হাত লম্বা ও ৪ হাত প্রস্থ চ ছ চিহ্নিত কোন রাস্তা ছিল না বা নাই বা বাদী কি তাহার পরিবারবর্গ ২০ বৎসরের উদ্ধকাল হইতে কি কস্মিন কালে ঐরূপ কোন রাস্তা ব্যবহার করেন নাই।

৩। বাদীর দাখিলী নক্সা প্রকৃত নহে এবং তদৃষ্টে সরেজমীনের প্রকৃত অবস্থার বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিবাদী অত্র বর্ণনাপত্রসহ যে নক্সা দাখিল করিলেন তদ্দৃষ্টে সরজমীনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৪। বিবাদীর দাখিলী নক্সায় দর্শিতমত বিবাদীর ত থ চিহ্নিত পতিত জমীর উপর দিয়া জ ঝ চিহ্নিত সরকারী রাস্তায় গমনাগমনের জন্য দ ধ চিহ্নিত ৩৫ হাত লম্বা ও ৫ হাত প্রস্থ একটা রাস্তা আছে। তাহা বিবাদী ও তাঁহার পরিবারবর্গ প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ ব্যবহার করিতেছেন। তাহা বাদী বা তাঁহার পরিবারবর্গ কখনও ব্যবহার করেন নাই বা তাহাতে বাদীর কোন ঈজমেণ্ট স্বত্ব উদ্ভব হয় নাই।

৫। বিবাদীর ত থ চিহ্নিত ও তৎসংলগ্ন পতিত জমী আম্রবাগান করিবার জন্য আবশ্যক হওয়ায় বিবাদী তদুপরিস্থিত দ ধ চিহ্নিত রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ও উক্ত পতিত জমীর চারিদিক ঘিরিয়া লইয়াছেন। বিবাদী আরজীর ৩ দফার বর্ণিতমত পাকা প্রাচীর গাঁথিয়া বাদীর কোন রাস্তা বন্ধ করিয়া দেন নাই।

৬। উপরোক্ত অবস্থাক্রমে বাদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া বিবাদীকে খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

২১। পার্টিসন মোকদ্দমা।

আরজী।

(আদালতের নাম ইত্যাদি)

উপরোক্ত বাদী নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিতেছেন :—

১। বাদী ও প্রতিবাদী একান্নভুক্ত সহোদর ভ্রাতা হইতেছেন। গত ১৯১২ সালে তাঁহাদিগের পিতার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহারা নিম্নের তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া এজমালীতে ভোগদখল করিতেছেন।

২। উক্ত সম্পত্তিতে বাদী ও প্রতিবাদীর তুল্য অংশ আছে।

৩। সম্প্রতি বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় লইয়া ও অন্যান্য নানা কারণে মনান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে।

৪। ১৯১২ সালের ৫ই মে তারিখে বাদী প্রতিবাদীর নিকট আপোষে সম্পত্তি বাটোয়ারা পূর্ব্বক ভোগদখলের প্রস্তাব করেন কিন্তু প্রতিবাদী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বাদী অগত্যা এই বাঁটোয়ারার নালিস করিতে বাধ্য হইলেন।

৫। এই নালিশের কারণ বিবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ আপোষে বাঁটোয়ারার প্রস্তাবে অস্বীকার করিবার তারিখ ৫।৫।১৯১২ হইতে অত্রাদালতের এলাকাধীন .....গ্রামে উদ্ভব হইয়াছে।

৬। বাদীর প্রার্থনা এই যে—

(ক) উক্ত নালিশী সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে তাঁহাদের অংশানুরূপ বাঁটোয়ারা হইবার আদেশ দিয়া ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) আদালত কর্ত্তৃক জনৈক কমিসনার নিযুক্ত করিয়া উক্ত বাঁটোয়ারার কার্য্য সম্পন্ন করাইতে আজ্ঞা হয়।

(গ) আইন ও একুইটী মূলে বাদী অন্য যে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন তাহারও ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঘ) বিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা খরচ মায় সুদের ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

বর্ণনাপত্র।

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

প্রতিবাদীর বর্ণনা :—

১। এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

২। এই প্রতিবাদী ব্যতীত বাদীর আর একজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আছেন। তিনিও বাদী ও প্রতিবাদীর সহিত এজমালীতে উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন। উক্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে পক্ষভুক্ত না করিলে বাদীর এই নালিশ চলিতে পারে না।

৩। বাদী আরজীর তপশীলে সম্পত্তির যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে সমস্ত এজমালী সম্পত্তির উল্লেখ নাই। সুতরাং বাদীর এই আংশিক বাঁটোয়ারার জন্য নালিশ চলিতে পারে না।

৪। বাদীর আরজীর তপশীলের বর্ণিত ৫ নং সম্পত্তি প্রতিবাদীর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। সুতরাং তাহা বাঁটোয়ারা হইতে পারে না।

৫। বাদী আরজীর ৪ দফার যে আপোষে বাঁটোয়ারার প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। বাদী কখনও প্রতিবাদীর নিকট আপোষে বাঁটোয়ারার প্রস্তাব করেন নাই।

৬। বাদীর নালিস ডিসমিস করিয়া বিবাদীর খরচা দেওয়াইতে আজ্ঞা হয়।

দরখাস্ত—মুসবিদা।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে দরখাস্ত।

১। কর্ম্মচারী দ্বারা সত্যপাঠে দস্তখত করাইবার জন্য বাদীর দরখাস্ত। (অর্ডার ৬, রুল ১৫)

জেলা ২৪ পরগণা, মহকুমা বারাসতের দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত।

বাকী খাজনার মোকদ্দমা।

হরিচরণ পাল ... বাদী

সাধুচরণ মণ্ডল ... বিবাদী।

দরখাস্ত শ্রীহরিচরণ পাল। আমার নিবেদন এই যে আমি জেলা ২৪ পরগণার হৃদয়পুর সাকিমের আমার প্রজা বিবাদী সাধুচরণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে এক বাকী খাজনার মোকদ্দমা রুজু করিতেছি, কিন্তু আমি এই মোকদ্দমার নালিসী আরজীর বিবরণগুলি বিশেষ অবগত নহি; সেজন্য আমি উক্ত আরজীর সত্যপাঠে দস্তখত করিতে অক্ষম। কিন্তু আমার গোমস্তা শ্রীবামাচরণ ঘোষ উক্ত আরজীর বিবরণ সম্যকরূপে অবগত আছে সুতরাং সে উক্ত সত্যপাঠে দস্তখত করিতে সক্ষম। অতএব আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত গোমস্তা শ্রীবামাচরণ ঘোষকে উক্ত

সত্যপাঠে দস্তখত করিবার জন্য বিহিত অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি
তারিখ ৫।৭।১৯১৭

২। আরজী সংশোধনের দরখাস্ত। (অর্ডার ৬, রুল ১৭)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর; পক্ষগণের নাম . .

দরখাস্ত শ্রী.........বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমার আরজীতে একটী ভুল রহিয়া গিয়াছে। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে, উক্ত আরজী নিম্নলিখিত মত সংশোধন করিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি। তারিখ ৫।৫।১৯১৮

আরজীর পঞ্চম প্যারার (ক) ও (খ) দফার স্থলে এইরূপ হইবে—

(ক) নালিসী যোথ কারবার বন্ধ করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) বাদী ও বিবাদীগণের মধ্যে কারবারের হিসাব নিকাশ লইবার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়, এবং হিসাব লওয়ার পর বাদীর যাহা প্রাপ্য দাঁড়াইবে তাহা বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

৩। ছানির জন্য বাদীর দরখাস্ত। (অর্ডর ৯, রুল ৯)

[বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা খারিজ হইলে]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম, ধাম
আরজীর ন্যায় লিখিত হইবে)

দরখাস্ত শ্রী.......................বাদী। নিবেদন এই যে গত ৫।৮।১৯১৭ তারিখে উপরোক্ত মোকদ্দমার বিচারের জন্য দিন ধার্য্য ছিল, কিন্তু এই দরখাস্তকারী হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আদালতে

উপস্থিত হইতে পারে নাই। সেই জন্য এই মোকদ্দমা খারিজ হইয়াছে। ঐরূপে মোকদ্দমা খারিজ হওয়ায় দরখাস্তকারীর গুরুতর অনিষ্ট হইয়াছে অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে অধীনের ত্রুটি মার্জ্জনা পূর্ব্বক উক্ত খারিজের হুকুম রদ করিয়া মূল মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি তারিখ।

৪। ছানির জন্য বিবাদীর দরখাস্ত। (অর্ডার ৯, রুল ১৩)

[বিবাদীর অনুপস্থিতিতে বাদীর অনুকূলে একতরফা ডিক্রী হইলে]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষের নাম, ধাম)

দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় বাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে গত ৫।৬।১৯১৮ তারিখে এক ডিক্রী একতরফা সূত্রে হাসিল করিয়া লইয়াছে; ঐ ডিক্রী নিম্নলিখিত কারণে রহিত করিবার মানসে দরখাস্তকারী এই দরখাস্ত করিতেছে :—

১। দরখাস্তকারীর উপর আদৌ কোনও সমন জারী করান হয় নাই; বাদী প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই পদাতিকের সহিত যোগসাজস করিয়া সমন জারী না করিয়া জারী সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়াইয়াছে।

২। দরখাস্তকারীর উপর সমন জারী করাইলে নিশ্চয়ই সে আদালতে উপস্থিত হইয়া জবাব দাখিল করিয়া মোকদ্দমা চালাইত, এবং মোকদ্দমা চালাইলে বাদী প্রতিপক্ষের কোনও ডিক্রী পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সে জন্য সে এরূপ প্রতারণা পূর্ব্বক একতরফা ডিক্রী হাসিল করিয়া লইয়াছে।

৩। দরখাস্তকারী ইতিপূর্ব্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই। গত ৭।৮।১৯১৮ তারিখে পদাতিক অস্থাবর মাল-ক্রোকী

পরওয়ানা লইয়া দরখাস্তকারীর বাড়ীতে যাইলে পর দরখাস্তকারী ঐ ডিক্রীর বিষয় অবগত হইয়াছে।

৪। উক্তরূপ একতরফা ডিক্রী দ্বারা দরখাস্তকারীর গুরুতর অনিষ্টের কারণ হইয়াছে, এজন্য বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত একতরফা ডিক্রী রদ করিয়া মূল মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি তারিখ ১০।৮।১৯১৭।

৫। দলিল ফেরতের জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ১৩ রুল ৭,৯)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী ....বাদী। আমার নিবেদন এই যে আমি উপরোক্ত মোকদ্দমায় নিম্ন তপশীল লিখিত দুইটি দলিল দাখিল করিয়াছিলাম। ঐ দলিল দুইটি প্রমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সেগুলি এক্ষণে নথির সামিল আছে। ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, উহা হইতে আপীল হয় নাই, এবং আপীলের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আর আপীল হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে ঐ দুইটী দলিল আমার আবশ্যক হওয়ায় বিনীত প্রার্থনা এই যে আমাকে ঐ দলিলগুলি ফেরৎ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

[এই দরখাস্তে কোনও কোর্টফী লাগে না]

৬। নথি তলবের জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ১৩ রুল ১০)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী......................বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদীর সাক্ষী শ্রী........... . ...এই

মোকদ্দমায় দাবীকৃত অলঙ্কারগুলি তাহার নিকট কোনও কালে ছিল না ও নাই বলিয়া উক্তি করিতেছে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে.........সাকিমের মুনসেফী আদালতে আমি উক্ত সাক্ষীর বিরুদ্ধে......সালের......নং মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলাম তাহাতে সে বর্ণনা পত্রে স্বীকার করিয়াছিল যে ঐ অলঙ্কারগুলি তাহার নিকট বরাবর আছে। ঐ বর্ণনাপত্রের নকল অত্র সহ দাখিল করা হইল; কিন্তু আসলখানি প্রমাণ করা আমার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে নিম্নলিখিত মোকদ্দমার নথি তলবের আদেশ দিয়া আনাইয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৬।১৯১৭।

সাকিম বারাসতের দ্বিতীয় মুনসেফী আদালতের ১৯১২ সালের ১৪৫ নং স্বত্বের মোকদ্দমা। .... বাদী বঃ .... বিবাদী। নিষ্পত্তির তারিখ ১১।৪।১৯১৬।

[এই দরখাস্তের সহিত এফিডেভিট করিতে হয়; তাহার মুসবিদা পরে দ্রষ্টব্য।]

৭। সাক্ষী মান্য করিবার দরখাস্ত। (অর্ডার ১৬)

[আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম]

দরখাস্ত শ্রী... ....বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদী যে বর্ণনা পত্র দাখিল করিয়াছে তাহার খণ্ডনার্থ আমার পক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মান্য করা আবশ্যক। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে অত্র সহ দাখিলী তলবানা দ্বারা নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের উপর সমন জারীর আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ১০।৪।১৯১৮।

সাক্ষীর নাম	পেসা	সাকিম	থানা	খোরাকী
১। ...	...	...	...	..
২। ...	...	...	...	...

২ নং সাক্ষী আমার পিতা ও বিবাদীর পিতা কর্তৃক ২।৯।১৪ তারিখের সম্পাদিত রেজেষ্ট্রী বণ্টননামা সহ হাজির হইবে।

৮। অনুপস্থিত সাক্ষীর বিরুদ্ধে ইস্তাহার জারীর জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ১৬ রুল ১০)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী........................বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় আমার মানিত সাক্ষী শ্রী......... .... সাকিম... ....থানা··· ... .রীতিমত সমন জারী সত্ত্বেও আদালতে হাজির হয় নাই। এই সাক্ষী আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বটে। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত সাক্ষীর নামে ইস্তাহার জারীর আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি। তারিখ ১০।১।১৮।

৯। অনুপস্থিত সাক্ষীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ১৬, রুল ১০)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী................. ....বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় আমার মানিত সাক্ষী শ্রী...................... .. সাকিম........... ....থানা...........রীতিমত সমন জারী সত্ত্বেও

আদালতে হাজির হয় নাই। এই সাক্ষী আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষী বটে। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত সাক্ষীকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত করিবার জন্য বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট দাখিল করা হইল। ইতি তারিখ ১০।৯।১৭।

[ওয়ারেণ্ট ফী দরখাস্তে মারিয়া দিতে হইবে।]

১০। মোকদ্দমা মূলতুবী রাখার জন্য দরখাস্ত।

(অর্ডার ১৭)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী..........................বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমার বিচারের জন্য অদ্য তারিখ ধার্য্য আছে কিন্তু আমার মানিত সাক্ষীগণের মধ্যে সাক্ষী শ্রী... ....জ্বরে শয্যাগত থাকায় আদালতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। উক্ত সাক্ষী আমার মোকদ্দমায় বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষী বটে। অতএব এই বিনীত প্রার্থনা যে উক্ত সাক্ষীকে আরোগ্য লাভ করিয়া আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য ১৫ দিন সময় দিয়া শুনানির জন্য দিনান্তর ধার্য্য করতঃ সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি ৪।১।১৯১৮।

১১। ঐ (অন্য প্রকার)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী.........................বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদী ৭।৪।১৮ তারিখে যে বর্ণনা পত্র দাখিল

করিয়াছে, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য আমার সাক্ষী মান্য করা আবশ্যক এতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে তজ্জন্য ১৫ দিন সময় দিয়া শুনানির জন্য দিনান্তর ধার্য্য করতঃ সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি তারিখ।

১২। কিস্তীবন্দীর জন্য দরখাস্ত। (অডার ২০, রুল ১১)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, ডিক্রীদার ও দেনদারের নাম)

উভয় পক্ষের প্রার্থনা এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমা গত ৫।৮।১৯১৬ তারিখে বাদীর অনুকূলে ডিক্রী হইবার পর বিবাদী কিস্তীবন্দীর জন্য প্রার্থনা করায় বাদী ডিক্রীমূলে প্রাপ্য টাকা তপশীল লিখিত হারে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে। যদি বিবাদী কোনও এক কিস্তি খেলাপ করে তাহা হইলে পরবর্ত্তী কিস্তির অপেক্ষা না করিয়া বাকী সমস্ত টাকা এক কালে ডিক্রীজারী ক্রমে শতকরা মাসিক ২৲ টাকা হারে সুদ সহ আদায় করিতে পারিবেন। অতএব প্রার্থনা যে উপরোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রীমূলে প্রাপ্য ৩৭৫৲ টাকা নিম্ন তপশীল লিখিত নিয়মে কিস্তিবন্দী সূত্রে দিবার নিমিত্ত বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

১৩। ডিক্রী সংশোধনের দরখাস্ত। (১৫২ ধারা)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী……………বাদী ডিক্রীদার। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমার রায়ের মর্ম্মানুসারে হুজুরাদালত হইতে আমার অনুকূলে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ লিখিতে একটু ভুল হইয়াছে। উহা ৩/২ কাঠা না হইয়া ৪/২ কাঠা হইবে। আর অস্থাবর সম্পত্তিগুলির তালিকায় একটী কাঠের সিন্দুক উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে। অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে

রায়ের মর্ম্মানুসারে ডিক্রী সংশোধন করিবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি। তারিখ ১৫।৭।১৯১৭।

১৪। প্রিসেপ্টের জন্য দরখাস্ত। (৪৬ ধারা)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, ডিক্রীদার ও দেনদারের নাম, ধাম)

দরখাস্ত শ্রী ...... বাদী ডিক্রীদার। নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী হুজুরাদালত হইতে ৫।৫।১৭ তারিখে দেনদারের বিরুদ্ধে ১৫৭৷৷/০ টাকার নিমিত্ত এক ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছে। বিবাদী দেনদার এই আদালতের এলাকায় বাস করেন না, বা এই আদালতের এলাকার মধ্যে তাঁহার কোনও সম্পত্তি নাই। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসত মুনসেফী আদালতের এলাকাধীনে উক্ত থানার অন্তর্গত মৌজা হৃদয়পুর মধ্যে বিবাদী দেনদারের নিম্ন তপশীল লিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি আছে। বর্ত্তমান মোকদ্দমা ডিক্রী হইবামাত্র দরখাস্তকারীকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে দেনদার কতকগুলি সম্পত্তি ইতিমধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, এবং নিম্ন তপশীল লিখিত সম্পত্তিগুলি এখনও তাহার দখলে আছে, কিন্তু শীঘ্রই সেগুলি বিক্রয় করিবার সম্ভাবনা আছে। এই আদালত হইতে ডিক্রী বারাসত আদালতে হস্তান্তর করিয়া ঐ আদালত হইতে ডিক্রীজারী করাইতে হইলে অনেক সময় লাগিবে এবং ততদিনে ঐ তপশীল লিখিত সম্পত্তিগুলি দেনদার বিক্রয় করিয়া ফেলিবে, তখন আর দরখাস্তকারীর ডিক্রীর টাকা আদায়ের কোন উপায় থাকিবে না। অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে নিম্ন তপশীল লিখিত সম্পত্তিগুলি ক্রোকাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত হুজুরাদালত হইতে প্রিসেপ্ট পাঠাইয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ১৫।৬।১৭।

তপশীল—সম্পত্তির বিবরণ।

১৫। দেনদার ডিক্রীদারকে আদালতের বাহিরে টাকা দিলে তাহা আদালতে জানাইবার জন্য ডিক্রীদারের দরখাস্ত। (অডার ২১, রুল ২)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, ডিক্রীদার ও দেনদারের নাম)

দরখাস্ত শ্রী... ....বাদী ডিক্রীদার। নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমা গত ৫।৭।১৯১৭ তারিখে ডিক্রী হইয়াছে। ডিক্রী হইবার পর ১৫।৮।১৯১৭ তারিখে বিবাদী দেনদার আমাকে ডিক্রীমূলে প্রাপ্য টাকার মধ্যে ৭৫৲ টাকা আদালতের বাহিরে দিয়াছে। অতএব প্রার্থনা এই যে উক্ত টাকা রেজিষ্টারী বহিতে ওয়াশীল দিয়া এই দরখাস্ত নথির সামিল রাখিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি ১৭।৮।১৯১৭।

১৬। ঐ—দেনদারের দরখাস্ত।

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, ডিক্রীদার ও দেনদারের নাম)

দরখাস্ত শ্রী..........................বিবাদী দেনদার। নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় আমার প্রতিকূলে......................টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইয়াছে। আমি গত ৫।৮।১৯১৭ তারিখে ডিক্রীদারকে উক্ত সমস্ত টাকা দিয়া ডিক্রী পরিশোধ করিয়াছি। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে অত্র সহ দাখিলী তলবানা দ্বারা ডিক্রীদারের উপর নোটিস জারী করাইয়া উপরোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ সাব্যস্তে রেজেষ্টারী বহিতে মন্তব্য লিখিবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ৮।৮।১৯১৭।

১৭। ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২১, রুল ১১)

(আদালতের নাম)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মোকর্দ্দমার সন ও নম্বর	উভয় পক্ষের নাম ধাম	ডিক্রীর সন তারিখ	আপীল হইয়াছে কি না	কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না	ইতিপূর্ব্বে জারি হইয়াছে কিনা	যে বাবদ ডিক্রী	খরচার পরিমাণ	যাহার প্রতিকূলে জারি হইবে	আদালত হইতে যে প্রকার সাহায্য লইবার প্রার্থনা
১৯১৩।১৭৫ নং মনি মোকর্দ্দমা	ডিক্রীদার—শ্রী— সাকিম—থানা—জেলা— দেনাদার—শ্রী— সাকিম—থানা—জেলা—	১৬।৪।১৯১৪	না	না	না	টাকার বাবদ ডিক্রী	ডিক্রীর বাবদ পাওনা ৩৭৫।।৵০ সুদ ৫৷৵০ জারির খরচা ২।।৫ মোট ৩৮৪/৫	দেনাদারের বিরুদ্ধে জারি হইবে	দেনাদারের তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা আদায়ের প্রার্থনা

তপশীল

সত্যপাঠ।

[ডিক্রীজারীতে ডিক্রীদার নানা প্রকার প্রার্থনা করিতে পারেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহা ঐ ১০ম ঘরে লিখিবেন। যদি প্রিসেপ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের প্রার্থনায় ১০ম ঘরে এইরূপ লিখিতে হইবে—"তপশীল লিখিত সম্পত্তি যাহা ইতিপূর্ব্বে আদালত কর্ত্তৃক প্রিসেপ্টমূলে…… .. তারিখে ক্রোকাবদ্ধ আছে তাহার নিলাম বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায়ের প্রার্থনা।"

যদি ভিন্ন আদালতে ডিক্রী লইয়া গিয়া জারী করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়; সে ক্ষেত্রে ১০ম ঘরে এইরূপ লিখিতে হইবে—"এই আদালতের এলাকার মধ্যে দেনদারের এমন কোনও সম্পত্তি নাই যদ্দারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা আদায় হইতে পারে। কিন্তু…জেলার…আদালতের এলাকায় দেনদারের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আছে, তাহার ক্রোক ও নিলাম দ্বারা ডিক্রীর টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে সার্টিফিকেট পাঠাইবার জন্য আজ্ঞা হয়"]

১৮। ক্রোকী সম্পত্তিতে ক্লেম দিবার দরখাস্ত।

(অডার ২১, রুল ৫৮)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর)

শ্রী পিতা জাতি পেসা সাকিম ইত্যাদি দরখাস্তকারী

বঃ

১। শ্রী … ডিক্রীদার)
২। শ্রী … দেনদার) …প্রতিপক্ষ

শ্রী...... ..দরখাস্তকারী। নিবেদন এই যে

১। উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ডিক্রীদার দেনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিয়া দরখাস্তকারীর স্বত্বদখলীয় নিম্ন তপশীল লিখিত সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছেন।

২। ঐ সম্পত্তিতে দেনদার প্রতিপক্ষের কোনও কালে কোনও স্বত্ব বা দখল ছিল না। ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে দরখাস্তকারীর প্রপিতামহ ঐ সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে পুরুষানুক্রমে উহা বর্ত্তমান দরখাস্তকারী ভোগদখল করিতেছেন। সুতরাং দেনদারের দায়ের জন্য ঐ সম্পত্তি কোনও মতেই ক্রোক নিলাম হইতে পারে না।

৩। অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত সম্পত্তি ক্রোকমুক্ত করতঃ নিলামের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

তপশীল—সম্পত্তি।

সত্যপাঠ।

[এক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে, এবং সে জন্য তিনি আপত্তি দিয়াছেন। যদি তৃতীয় ব্যক্তি না হইয়া ডিক্রীদার ও দেনদারের মধ্যেই ক্রোক সম্বন্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইত, তাহা হইলে উহা ৪৭ ধারা অনুসারে দরখাস্ত হইত। ৪৭ ধারার দরখাস্ত নিম্নে লিখিত হইল :—]

১৯। ৪৭ ধারা অনুসারে দরখাস্ত।

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর, ডিক্রীদার ও দেনদারের নাম)

দরখাস্ত শ্রী ... ... দেনদার। নিবেদন এই যে

উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ডিক্রীদার তপশীল লিখিত যে সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছেন, তাহা আমার নিজ সম্পত্তি নহে, আমি যে মন্দিরের সেবাইত উহা সেই মন্দিরের বিগ্রহের সম্পত্তি। আমার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে ঐ সম্পত্তি কোনও মতেই ক্রোক নিলাম হইতে পারে না। অতএব আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত সম্পত্তি ক্রোক মুক্ত করতঃ নিলামের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

তপশীল—সম্পত্তি।

(সত্যপাঠ)

২০। ডিক্রীদার কর্ত্তৃক নিলামে ডাকিবার অনুমতির জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২১, রুল ৭২)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর, ডিক্রীদার ও দেনদারের নাম)

দরখাস্ত শ্রী...... ডিক্রীদার। নিবেদন এই যে উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় দেনদারের স্থাবর সম্পত্তি নিলাম হইবার জন্য দিন ধার্য্য হইয়াছে। দরখাস্তকারীর প্রার্থনা এই যে তাহাকে এই নিলামে ডাকিবার জন্য অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি তারিখ।

২১। ওজরোবাদের দরখাস্ত। (অর্ডার ২১, রুল ৭২)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর; পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী...... ডিক্রীদার। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রীজারীতে ৫।৬।১৯১৭ তারিখে

আদালতের নিলামে দেনদারের সম্পত্তি আমি ৩৭৮৲ টাকায় ডাকিয়া খরিদ করিয়াছি। অতএব প্রার্থনা যে উক্ত নিলাম ডাকের টাকা আমার ডিক্রীমূলে প্রাপ্য টাকার মধ্যে ওয়াবোদ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ৬।৫।১৯১৭।

২২। টাকা আমানত করিয়া নিলাম রদের দরখাস্ত।

(অর্ডার ২১, রুল ৮৯)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর)

শ্রী ... ... দেনদার, দরখাস্তকারী।

বং

১। শ্রী ... .. ডিক্রীদার
২। শ্রী...... ...নিলাম খরিদদার } প্রতিপক্ষ।

প্রতিপক্ষ ডিক্রীদার উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর একটী জোত গত......তারিখে নিলাম করাইয়াছেন, ও ২নং প্রতিপক্ষ নিলাম খরিদদার উক্ত সম্পত্তি ৪০০৲ টাকায় খরিদ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী এক্ষণে ডিক্রীদারের পাওনা ৩০২৷৶০ টাকা ও নিলাম খরিদদারের ক্ষতিপূরণ বাবত নিলাম ডাকের টাকার শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ২০৲ মোট ৩২২৷৶০ টাকা আদালতে চালান দ্বারা দাখিল করিয়া এই দরখাস্ত দ্বারা বিনীত প্রার্থনা করিতেছে যে উক্ত টাকা ডিক্রীদার ও খরিদদারকে দেওয়াইয়া উক্ত নিলাম রদরহিত করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

২৩। প্রবঞ্চনামূলক নিলাম রদ করাইবার দরখাস্ত।

(অর্ডার ২১, রুল ৯০)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর)

শ্রী ... ... দেনদার, দরখাস্তকারী।

বঃ

১। শ্রী...... ... ডিক্রীদার } প্রতিপক্ষ।
২। শ্রী... ... ... নিলাম খরিদদার }

দরখাস্ত শ্রী...... দেনদার। নিবেদন এই যে উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ডিক্রীদার গত......তারিখে দেনদারের সম্পত্তি আদালতের প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করাইয়াছে। ঐ নিলাম নিম্নলিখিত হেতুতে রহিত হইবার যোগ্য।—

১। ডিক্রীদার দরখাস্তকারীর উপর নিলামী ইস্তাহারাদি কোনও পরওয়ানা বা নোটিস জারী করান নাই। তিনি নিশ্চয়ই পদাতিকের সহিত যোগসাজসে পরওয়ানা গোপন করিয়াছেন এবং জারী সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়াইয়াছেন।

২। নিলামী ইস্তাহারে সম্পত্তির মূল্য অত্যন্ত কম করিয়া লিখিত হইয়াছে। সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ২০০০৲ টাকার কম নহে; কিন্তু ইস্তাহারে ৫০০৲ টাকা মাত্র মূল্য লিখিত হইয়াছে।

৩। পরওয়ানা রীতিমত জারী হইলে আদালতে অনেক খরিদদার উপস্থিত হইত এবং সম্পত্তি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত; কিন্তু পরওয়ানা রীতিমত জারী হয় নাই বলিয়া খরিদদার আসে নাই; এবং ডিক্রীদার চক্রান্ত করিয়া তাঁহার একজন আত্মীয় দ্বারা বেনামীতে ৩৫০৲ টাকা মূল্যে এই সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন।

৪। এইরূপে নিলাম সম্বন্ধীয় কার্য্য বে-আইনী ও বেদাঁড়াভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ঐ নিলাম বলবৎ হইতে পারে না।

৫। এই নিলাম স্থির থাকিলে দরখাস্তকারীর গুরুতর ক্ষতি হইবে অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত নিলাম রদ করাইয়া এবং দরখাস্তকারীকে খরচাদি দেওয়াইয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

২৪। নিলাম খরিদদার কর্ত্তৃক নিলাম রদের দরখাস্ত।

(অর্ডার ২১, রুল ৯১)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর)

শ্রী...... ... নিলাম খরিদদার, দরখাস্তকারী।

বঃ

১। শ্রী...... ... ডিক্রীদার } প্রতিপক্ষ।
২। শ্রী ... ... দেনদার }

দরখাস্ত শ্রী...... ... নিলাম খরিদদার। নিবেদন এই যে উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী তারিখে দেনদারের সম্পত্তি হুজুরাদালতের প্রকাশ্য নিলামে......টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে দরখাস্তকারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে ঐ সম্পত্তি দেনদারের নহে, কোনও কালে দেনদারের উহাতে কোনও স্বত্ব দখল ছিল না। সুতরাং উহাতে দেনদারের কোনও বিক্রয়যোগ্য স্বার্থ নাই। উহা এক তৃতীয় ব্যক্তির, এবং এবং তাহার স্বত্ব ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ডিক্রীদার ও দেনদার যোগসাজস করিয়া ঐ সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছেন। ঐ সম্পত্তি খরিদ করিয়া দরখাস্তকারীর কোনও স্বত্ব

উদ্ভব হয় নাই বা হইতে পারে না ; অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে ডিক্রীদার ও দেনদারের উপর নোটিশ করিয়া উক্ত নিলাম রদরহিত করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

২৫। বয়নামার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২১, রুল ৯৪)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী ... নিলাম খরিদদার। নিবেদন এই যে উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় দেনদারের স্বত্ব দখলীয় নিলামী ইস্তাহারে লিখিত ২নং সম্পত্তি ৩৭৫৲ টাকা মূল্যে আমি খরিদ করিয়াছি এবং ঐ নিলাম আদালত কর্ত্তৃক ৬।৮।১৯১৬ তারিখে বাহাল হইয়াছে। অতএব উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প অত্রসহ দাখিল পূর্ব্বক আমার বিনাত প্রার্থনা যে আমাকে বয়নামা দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

২৬। নিলাম খরিদদার কর্ত্তৃক দখলের জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২১, রুল ৯৫)

(আদালতের নাম, ডিক্রীজারীর নম্বর)

শ্রী...... ... দরখাস্তকারী

বঃ

১। শ্রী...... .. ডিক্রীদার }
২। শ্রী...... . দেনদার } প্রতিপক্ষ।

শ্রী... .. দরখাস্তকারী। নিবেদন এই যে আমি উপরোক্ত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় দেনদারের সম্পত্তি আদালতের

নিলামে গত .....তারিখে খরিদ করিয়াছি ; ঐ নিলাম গত .. .. তারিখে মঞ্জুর হইয়াছে এবং আমি··· ... ··· ...তারিখে বয়নামা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ বয়নামা অত্র সহ দাখিল করতঃ আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে আমাকে বয়নামা লিখিত সম্পত্তিতে দখল দিবার জন্য বিহিত আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

২৭। বাধাপ্রাপ্ত ডিক্রীদার কর্ত্তৃক দখলের জন্য দরখাস্ত।

(অডার ২১, রুল ৯৭)

(আদালতের নাম, মোৎফরক্কা মোকদ্দমার নম্বর)

শ্রী··· . . . ডিক্রীদার, দরখাস্তকারী।

বঃ

শ্রী··· ... আপত্তিকারী প্রতিপক্ষ।

শ্রী··· দরখাস্তকারী। বিনীত নিবেদন এই যে ১৯১৩ সালের ১৮নং স্বত্বের মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী নিম্ন তপশীল লিখিত জমীতে দেনদারের বিরুদ্ধে স্বত্ব সাব্যস্থ পূর্ব্বক খাসদখলের ডিক্রী পাইয়াছিলেন। উক্ত জমীতে দখল পাইবার জন্য দরখাস্তকারী ১৯১৪ সালের ১৩২নং জারীর মোকদ্দমায় ডিক্রীজারীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে···...তারিখে আদালত হইতে পদাতিক যাইয়া দরখাস্তকারীকে উক্ত সম্পত্তিতে দখল দিবার জন্য উদ্যত হইলে, প্রতিপক্ষ তাহাতে বাধা জন্মাইয়াছে এবং দরখাস্তকারীকে দখল করিতে দেয় নাই। উক্ত সম্পত্তিতে প্রতিপক্ষের কোনও দিন কোনও প্রকারের স্বত্ব ছিল না বা নাই, এবং ইতিপূর্ব্বে কোনও কালে দখল করে নাই ; প্রকৃত পক্ষে দেনদারের সহিত চক্রান্তে এবং তাহার সাহায্যেই প্রতিপক্ষ

ঐরূপ কার্য্য করিতেছে। অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে প্রতিপক্ষের উপর নোটিস জারী করাইয়া উক্ত বিষয় তদন্ত পূর্ব্বক দরখাস্তকারীকে উক্ত জমীতে দখল দিবার আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

তপশীল—সম্পত্তি।

২৮। বাধাপ্রাপ্ত নিলাম খরিদদার কর্ত্তৃক দখলের জন্য দরখাস্ত। (অডার ২১, রুল ৯৭)

(আদালতের নাম, মোৎফরকা মোকদ্দমার নম্বর)

শ্রী... ... নিলামখরিদদার দরখাস্তকারী

বঃ

শ্রী... ... আপত্তিকারী, প্রতিপক্ষ।

দরখাস্ত শ্রী... নিলাম খরিদদার। নিবেদন এই যে ১৯১৩ সালের ১৫নং মোকদ্দমায় বাদী ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া ১৯১৪।১৩৩নং ডিক্রীজারী করিয়া দেনদারের নিম্ন তপশীল লিখিত জমী নিলাম বিক্রয় করাইয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী তাহা খরিদ করিয়া... তারিখে বয়নামা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দরখাস্তকারী ঐ সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য প্রার্থনা করায় ১৯১৪।২৬নং মোৎফরকা মোকদ্দমায় দখল দিবার আদেশ হয়। তদনুসারে......তারিখে আদালত হইতে পদাতিক গিয়া দরখাস্তকারীকে উক্ত সম্পত্তিতে দখল দিতে চেষ্টা করিলে প্রতিপক্ষ তাহাতে বাধা জন্মাইয়াছে এবং দরখাস্তকারী ঐ জমীতে দখল প্রাপ্ত হয় নাই। প্রতিপক্ষের কোনও কালেই ঐ জমীতে কোনও প্রকার স্বত্ব বা দখল ছিল না বা নাই। এমতে প্রার্থনা যে প্রতিপক্ষের উপর নোটিস জারী করিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে এবং দরখাস্তকারীকে

উক্ত সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

তপশীল—সম্পত্তির বিবরণ।

২৯। তৃতীয় ব্যক্তি বেদখল হইলে তৎকর্ত্তৃক দখলের জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২১, রুল ১০০)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর)

শ্রী...... ... দরখাস্তকারী

১।	শ্রী......	...	ডিক্রীদার	প্রতিপক্ষ
২।	শ্রী......	...	নিলাম খরিদদার	
৩।	শ্রী......	...	দেনদার	

দরখাস্ত শ্রী... নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোৎফরাক্কা মোকদ্দমায় ২নং প্রতিপক্ষ—নিলামখরিদদার......তারিখে দরখাস্তকারীর স্বত্বদখলীয় সম্পত্তি দখল করিয়া দরখাস্তকারীকে বেদখল করিয়াছেন। নিম্ন লিখিত হেতুবাদে দরখাস্তকারী উক্ত সম্পত্তিতে পুনর্দখল পাইতে স্বত্ববান :—

১। সম্পত্তিতে প্রতিপক্ষ দেনদারের কোনও কালে কোনও রূপ স্বত্ব বা দখল ছিল না বা নাই, সুতরাং ঐ সম্পত্তিতে দেনদারের বিক্রয়-যোগ্য স্বার্থ নাই।

২। দরখাস্তকারী ঐ সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিয়াছে ; ৩১ বৎসর পূর্ব্বে দরখাস্তকারীর পিতা প্রকাশ্য নিলামে ঐ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। সেই অবধি ঐ সম্পত্তিতে অপর কাহারও কোনও স্বত্ব

বা দখল ছিল না বা নাই। দরখাস্তকারীর এই স্বত্বদখলীয় সম্পত্তি দেনদারের দেনার জন্য নিলাম বিক্রয় হইতে পারে না।

৩। প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীর স্বত্ব ও দখলের কথা সম্পূর্ণরূপে জানিয়া শুনিয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাহাকে বেদখল করিয়াছে।

৪। নিলামখরিদদার এই সম্পত্তিতে বিক্রয়জনিত কোনও প্রকার স্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তিনি ঐ সম্পত্তির দখল পাইতে পারেন না।

অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে ঐ নিলামখরিদদারের দখল রহিত পূর্ব্বক দরখাস্তকারীকে ঐ সম্পত্তি পুনরায় দখল করিতে দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

৩০। কায়েমমোকামের জন্য দরখাস্ত।

(অর্ডার ২২, রুল ২)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী .. .. বাদী। দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় ২নং বিবাদী শ্রীহরিধন ঘোষের গত ৫।৭।১৯১৬ তারিখে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। উক্ত বিধবা পত্নী ব্যতীত মৃত ব্যক্তির আর কোনও ওয়ারিস নাই। এজন্য দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত মৃত ২নং বিবাদীর পরিবর্ত্তে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসীকে কায়েম মোকাম করিয়া আরজী সংশোধন পূর্ব্বক মোকদ্দমা চালাইতে দিবার বিহিত আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

সত্যপাঠ।

৩১। ঐ (অন্য প্রকার)।

দরখাস্ত শ্রীহরিচরণ দেব, পিতার নাম ৺নরহরি দেব, সাকিম ও থানা রাণাঘাট, জেলা নদীয়া। নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদী ৺নরহরি দেব গত ৫।৭।১৯১৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন; আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র ওয়ারিসান সূত্রে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির দখলিকার হইয়াছি। এমতে অধীনের বিনীত প্রার্থনা যে মৃত বিবাদীর স্থলে দরখাস্তকারীকে কায়েম মোকাম করিয়া আরজী সংশোধন পূর্ব্বক মোকদ্দমা চালাইতে দিবার বিহিত আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

সত্যপাঠ।

৩২। মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার দরখাস্ত।

(অর্ডার ২৩, রুল ১)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী........................বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় ভুলক্রমে কতকগুলি ব্যক্তিকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই, এবং ভুলক্রমে কতকগুলি দাবীর প্রার্থনা করা হয় নাই। অতএব, এই মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়া আরজী সংশোধন পূর্ব্বক আমার পক্ষে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা আবশ্যক হওয়ায় আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে আমাকে পুনরায় নালিস উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া বর্ত্তমান মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য বিহিত আদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

৩৩। মোকদ্দমা আপোষের দরখাস্ত। (অর্ডার ২৩, রুল ৩)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী··· ··· ··· বাদী ও শ্রী····· ··· বিবাদী। আমাদের নিবেদন এই যে আমাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণের পরামর্শে, এবং আমরা পরস্পরের আত্মীয় বিধায় উপরোক্ত মোকদ্দমা আমাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তমতে আপোষে নিষ্পত্তি করিলাম। অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ মোকদ্দমার বিচারের প্রয়োজন নাই, এবং নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে মোকদ্দমার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি। তারিখ ৫।৭।১৯১৭।

সর্ত্ত।

১। বাদী যে স্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহার অর্দ্ধাংশ স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য দাবী করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অর্দ্ধাংশ স্বত্ব সাব্যস্ত হইল।

২। বাদী যে অস্থাবর সম্পত্তিগুলি দাবী করিয়াছেন তাহা তিনি পাইবেন না। কিন্তু বিবাদী তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩০০৲ টাকা দিবেন।

৩। উভয় পক্ষ নিজ নিজ খরচা বহন করিবেন।

৩৪। ডিক্রীর পূর্ব্বে বিবাদী কর্ত্তৃক আদালতে দাবীর টাকা জমা দিবার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২৪, রুল ১)

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম, মোকদ্দমার নম্বর)

দরখাস্ত শ্রী······ ··· ··· বিবাদী। নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় বাদী আমার নিকট হইতে রেজেষ্ট্রী খতমূলে ২৫০৲ টাকার জন্য যে দাবী করিয়াছেন আমি সেই দাবীর টাকা

আদালতে জমা দিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং অধীনের প্রার্থনা এই যে আমার নিকট হইতে দাবীর উক্ত টাকা জমা লইয়া বাদীর উপর নোটিস জারী পূর্ব্বক আমাকে বাদীর দাবীর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

৩৫। কমিশনে সাক্ষীর জোবানবন্দী লইবার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২৬, রুল ২)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী...... বাদী। আমার নিবেদন এই যে আমার মানিত সাক্ষী শ্রীমতী... এই মোকদ্দমায় আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষী বটে, তাঁহার সাক্ষ্য না হইলে আমার অস্তাবর সম্পত্তির দাবী সপ্রমাণ হইবে না। কিন্তু তিনি একজন পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক, তিনি জন-সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে হুজুরাদালত হইতে জনৈক কমিশনার নিযুক্ত করিয়া উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিয়া অত্র সহ দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৬।১৯১৭।

৩৬। কমিশনে তদন্তের জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ২৬, রুল ৯)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী বিবাদী। আমার নিবেদন এই যে বাদী উপরোক্ত মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির দাবী করিয়াছেন তাহার

প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ আরজীতে লিখিয়াছেন. এবং তাহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক ধার্য্য করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত পরিমাণ অনেক কম, আনুমানিক...... বিঘা হইবে; এবং উহার মূল্য আনুমানিক...... টাকা হইবে। এজন্য প্রার্থনা যে নালিসী সম্পত্তি মাপ করিয়া তাহার প্রকৃত পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এবং তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত হুজুরাদালত হইতে জনৈক কমিশনার নিযুক্ত করিয়া উক্ত কমিশনার দ্বারা তদন্তের আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৫।১৯১৮

৩৭। নাবালক বিবাদীর অভিভাবক নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ৩২, রুল ৩)

দরখাস্ত...... বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদিনী নাবালিকা হইতেছেন। তাঁহার স্বামী শ্রী...... জীবিত আছেন এবং তিনি প্রতি-বাদিনীর শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; উক্ত প্রতিবাদিনীর কোনও সম্পত্তিতে তাঁহার বিরুদ্ধস্বত্ব নাই সুতরাং তিনিই নাবালিকা প্রতিবাদিনীর অভিভাবক হইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন। অতএব এই দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা যে উক্ত শ্রী...... কে নাবালিকা প্রতিবাদিনীর পক্ষে অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা এই মোকদ্দমা চালাইবার বিহিত আদেশ দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিয়া অত্র সহ দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি তারিখ ৪।৬।১৯১৭.

৩৮। নাবালকের পক্ষে সোলে করিবার অনুমতির জন্য অভিভাবক কর্ত্তৃক দরখাস্ত। (অর্ডার ৩২, রুল ৭)

দরখাস্ত শ্রী...... ..., ১ নং বিবাদী নাবালক শ্রী...... র অভিভাবক। নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমা পক্ষগণের মধ্যে আপোষে নিষ্পত্তি করিবার কথা হইতেছে। সোলেনামার সর্ত্তগুলি অত্র সহ দাখিল করা হইল, এই সর্ত্তগুলি নাবালকের পক্ষে হিতকর বটে। এমতে বিনীত প্রার্থনা এই যে সোলেনামার সর্ত্তানুসারে এই মোকদ্দমা ঐ নাবালকের হিতার্থে আপোষে নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৮।১৯১৭

৩৯। পাঁপরে নালিস করিবার জন্য দরখাস্ত। (অর্ডর ৩৩, রুল ১)

(প্রথমে সমস্ত আরজীটা লিখিত হইবে; তাহার নিম্নে এইরূপ দরখাস্ত লিখিত থাকিবে :—)

দরখাস্তকারী বাদীর এরূপ কোনও সম্পত্তি নাই যদ্দারা বাদী এই মোকদ্দমার কোর্টফী দিতে পারেন। তাঁহার সামান্য যে সম্পত্তি আছে তাহার তালিকা ও মূল্য নিম্নে লিখিত হইল। অতএব বাদীর বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁহাকে পাঁপর বিবেচনা করিয়া বিনা কোর্টফীতে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য তাঁহাকে অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়।

সম্পত্তির তালিকা	মূল্য।
... ...	...
... ...	...

সত্যপাঠ।

৪০। বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীকে গ্রেপ্তারের জন্য দরখাস্ত।

(অর্ডার ৩৮, রুল ১)

দরখাস্ত শ্রী ... ... বাদী। নিবেদন এই যে আমি উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদীর বিরুদ্ধে এককিতা রেজেষ্ট্রী তমসুক মূলে ২৫৫৲ টাকার দাবীতে নালিস রুজু করিয়াছি। এই নালিসের বিষয় অবগত হইবামাত্র বিবাদী তাহার সমস্ত মালগুলি এই আদালতের এলাকা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছে এবং বিবাদী নিজে এই আদালতের এলাকা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন এলাকায় পলায়ন করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। এই এলাকায় এখন আর বিবাদীর এমন কিছু সম্পত্তি নাই যাহা ক্রোক বিক্রয় দ্বারা অধীনের টাকাগুলি আদায় হইতে পারে। অতএব অধীনের এই বিনীত প্রার্থনা যে বিবাদীকে গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেণ্ট দিতে এবং তাঁহার নিকট হইতে দাবী ও খরচার পরিমাণ জামিন লইতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিয়া অত্র সহ দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৬।১৯১৭।

৪১। এন্তেকাল (বিচারের পূর্ব্বে) ক্রোকের জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ৩৮, রুল ৫)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী ... ... বাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় আমি বিবাদীর বিরুদ্ধে এককিতা রেজিষ্ট্রী খতমূলে ২৫৫৲ টাকার দাবীতে নালিস রুজু করিয়াছি। এই নালিসের বিষয়

অবগত হইবামাত্র বিবাদী তাহার অনেকগুলি মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং কতকগুলি অত্র আদালতের এলাকা হইতে ভিন্ন এলাকায় স্থানান্তরিত করিয়াছে। বিবাদীর এখনও কতকগুলি সম্পত্তি এই আদালতের এলাকার মধ্যে আছে, সেগুলি অগ্রিম ক্রোকাবদ্ধ না করিতে পারিলে এ অধীনের টাকা আদায়ের আর কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব পৃথক এফিডেভিট সহ অধীনের এই বিনীত প্রার্থনা যে নিম্ন লিখিত তপশীলের বর্ণিত সম্পত্তিগুলি বিবাদী যাহাতে হস্তান্তরিত, স্থানান্তরিত বা দায়সংযুক্ত করিতে না পারে তজ্জন্য ঐ সম্পত্তিগুলি ক্রোক করিবার জন্য বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়; এবং আদালতের নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে বিবাদী উপযুক্ত জামিন দিতে না পারিলে মোকদ্দমার বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোক বাহাল রাখিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৬।১৯১৭

তপশীল—সম্পত্তি ও আনুমানিক মূল্য।

৪২। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য দরখাস্ত।

(অর্ডার ৩৯, রুল ১)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী ..... বাদী। নিবেদন এই যে আমি উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিসী সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য নালিস রুজু করিয়াছি। এই নালিসের বিষয় অবগত হওয়ার পরই বিবাদী নালিসী সম্পত্তির মধ্যে বসতবাটীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে প্রকাশ্য ভাবে বলিতেছে যে পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ করা তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহাতে

আমি বাটী দখল করিতে না পারি সেই উদ্দেশ্যেই সে বাড়ী ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছে। এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে অনেক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, এবং ততদিনে বাটী ভাঙ্গা কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং তখন এই মোকদ্দমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে যাহাতে এই মোকদ্দমা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাদী বাটী ভাঙ্গিতে না পারে তজ্জন্য তাহার উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচার পূর্ব্বক সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিয়া অত্র সহ দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৬।১৯১৭

৪৩। রিসিভার নিয়োগের জন্য দরখাস্ত।

(অর্ডার ৪০, রুল ১)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী... বাদী। আমার নিবেদন এই যে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আমি বিবাদীর বিরুদ্ধে স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য এবং নালিসী সম্পত্তিতে দখলের জন্য নালিস রুজু করিয়াছি। সম্পত্তি-গুলি সমস্তই বিবাদীর দখলে আছে, তিনি বাড়ীগুলির ভাড়াটীয়াগণের নিকট হইতে ভাড়া আদায় করিতেছেন, জমীর প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা লইতেছেন। এই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইতে অনেক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। যদি এই মোকদ্দমায় আমি ডিক্রী পাই, তাহা হইলে ডিক্রীর কাল পর্য্যন্ত বিবাদী যে টাকা আদায় করিয়া লইবেন তাহা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা আমার পক্ষে তখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব অধীনের বিনীত প্রার্থনা এই যে নালিসী সম্পত্তি-গুলির ভাড়া ও খাজনা আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য হুজুরাদালত কর্ত্তৃক

জনৈক রিসিভার নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়। এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিয়া অত্র সহ দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি তারিখ ৬।৫।১৯১৮

৪৪। ডিক্রীজারী স্থগিত রাখার জন্য দরখাস্ত।

(অর্ডার ৪১, রুল ৫)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী ... ... বিবাদী। আমার নিবেদন এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমায় বাদী আমার বিরুদ্ধে···তারিখে এক ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে জজ আদালতে আপীল দায়ের করিব। কিন্তু বাদী ডিক্রীদার ইতিমধ্যে ডিক্রজারীর দরখাস্ত করিয়া একটা বাটী ক্রোক করিয়াছেন। এমতে বিনীত প্রার্থনা যে আমার নিকট হইতে উপযুক্ত জামিন গ্রহণ করিয়া আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার জন্য বিহিত আদেশ দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এই দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট করিয়া অত্র সহ দাখিল করা হইল। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।১১।১৯১৭

[আপীল করিবার পর এই দরখাস্ত করিতে হইলে আপীল আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে হয়। সে স্থলে দরখাস্তের শিরোভাগে আপীল আদালতের নাম ও আপীলের নম্বর লিখিতে হইবে; এবং দরখাস্তের মধ্যে "উপরোক্ত মোকদ্দমায়" না লিখিয়া "... ... জেলার ... ... মহকুমার ... ··· আদালতের নং···মোকদ্দমায়" লিখিতে হইবে এবং "জজ আদালতে আপীল দায়ের করিব" না লিখিয়া "অত্র আদালতে বর্ত্তমান আপীল দায়ের করিয়াছি" লিখিতে হইবে।]

৪৫। রিভিউ জন্য দরখাস্ত। (অর্ডার ৪৭, রুল ১)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম, ধাম)

বাদী দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে বাদী দরখাস্তকারী...... তারিখে হুজুরাদালতে উপরোক্ত নালিস রুজু করেন কিন্তু...তারিখে তাহা ডিসমিস হইয়াছে। উক্ত রায় ও ডিক্রী নিম্নলিখিত হেতু মূলে রদ রহিত করাইয়া মূল মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনায় দরখাস্তকারী এই দরখাস্ত করিতেছে—

আদালত এই মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত বলিয়া ডিসমিস করিয়াছেন, কিন্তু এই মোকদ্দমার তামাদির মিয়াদ ৩ বৎসর নহে, ১২ বৎসর। যদিও দানপত্রখানি রহিত করিবার জন্য প্রার্থনা আছে বটে, কিন্তু উহা মুখ্য দাবী নহে, উহা গৌণ দাবী মাত্র, স্থাবর সম্পত্তিগুলির দখলের জন্যই মুখ্য রূপে দাবী করা হইয়াছে; সুতরাং দরখাস্তকারী এই মোকদ্দমায় ১২ বৎসরের সময় পাইতে স্বত্ববান আছেন, এবং এই মোকদ্দমা তামাদি বারিত নহে।

এই হেতু মূলে দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা যে উপরোক্ত রায় ও ডিক্রী রদ রহিত করিয়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ৫।৫।১৯১৮

(এইখানে উকীল, রিভিউ করিবার সঙ্গত কারণ আছে এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিবেন ও দস্তখত করিবেন।)

৪৬। পুনঃপ্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত। (১৪৪ ধারা)

(আদালতের নাম, পক্ষগণের নাম)

দরখাস্ত শ্রী ... ... নিবেদন এই যে অত্র আদালতের ১৯১৬।১৪৭ নং মোকদ্দমায় (যাহা ..তারিখে নিষ্পত্তি হইয়াছে) বাদী

প্রতিপক্ষ আমার বিরুদ্ধে ৩৪৭৲ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। আমি ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে এই জেলার জজ আদালতে ১৯১৭।২৫৬ নং আপীল করি; এবং ইতিমধ্যে বাদী প্রতিপক্ষ উক্ত ডিক্রী জারী করিয়া তপশীলের লিখিত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় করান এবং ২নং প্রতিপক্ষ উহা খরিদ করেন। সম্প্রতি পূর্ব্বলিখিত আপীলে আমার জয়লাভ হইয়াছে, এবং বাদীর মোকদ্দমা ডিসমিস ও ডিক্রী রহিত হইয়াছে। অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা যে প্রতিপক্ষগণের উপর নোটিস জারী করতঃ ওয়াশীলাত সহ উক্ত সম্পত্তি দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দিবার জন্য এবং এই দরখাস্তের যাবতীয় খরচের জন্য বিহিত আদেশ দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

তপশীল—সম্পত্তির বর্ণনা।

সত্যপাঠ।

৪৭। সালিস মান্যের দরখাস্ত।

(দেঃ কাঃ আইন, ২য় তপশীল, দফা ১)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

বাদী ও বিবাদীর দরখাস্ত এই যে উপরোক্ত মোকদ্দমার বিচারের জন্য অদ্য দিন ধার্য্য আছে কিন্তু আমরা উক্ত মোকদ্দমার বিচারের জন্য তপশীলবর্ণিত আমাদের একজন বিশিষ্ট আত্মীয় ব্যক্তিকে সালিস মান্য করিতেছি। উক্ত সালিস মহাশয় আমাদের সাক্ষীগণের জোবানবন্দী গ্রহণ ও দাললাদি পারদর্শন করিয়া যে মর্ম্মে নিষ্পত্তি দিবেন, সেই মর্ম্মে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে। তাহাতে আমরা কেহ কোনও আপত্তি করিব না। অতএব প্রার্থনা এই যে, আদালত হইতে আর এই মোকদ্দমার বিচার হইবার প্রয়োজন নাই, এবং তপশীলের

লিখিত ব্যক্তিকে সালিস নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট মোকদ্দমার নথী পাঠাইবার আদেশ দিয়া রোয়দাদ দাখিলের জন্য একটী দিন ধার্য্য করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ ৬।৫।১৯১৮।

তপশীল—

(সালিসের নাম, পিতার নাম, জাতি, পেশা, সাকিম, থানা, জেলা।)

অন্যান্য আইন অনুসারে দরখাস্ত।

৪৮। প্রোবেটের জন্য দরখাস্ত।

(প্রোবেট ও এডমিনিষ্ট্রেষণ আইন, ৬২ ধারা)

জেলা... ... ...জজ আদালত।

প্রোবেটের জন্য দরখাস্ত।

দরখাস্ত শ্রী... পিতা...

সাকিম... থানা .. জেলা .. দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। গত— তারিখে হুজুরাদালতের এলাকাধীন— থানার অন্তর্গত . গ্রামে মৃত .. পরলোক গমন করিয়াছেন।

২। মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির হুজুরাদালতের এলাকাধীন যে যে সম্পত্তি ছিল তাহার বিবরণ (ক) তপশীলে লিখিত হইল।

৩। অত্র সহ দাখিলী উইল মৃত ব্যক্তির শেষ উইল বটে।

৪। উক্ত উইল আইনানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে বটে।

৫। দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং মৃত ব্যক্তি দরখাস্তকারীকে তাঁহার উইলের একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়াছেন।

৬। মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা দরখাস্তকারীর হস্তে আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহার পরিমাণ (খ) তপশীলে বিশেষরূপে লিখিত হইল এবং মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে অন্য লোকের প্রাপ্য দেনার টাকার পরিমাণ (গ) তপশীলে লিখিত হইল।

৭। ইতিপূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির উইল বা ত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনও আদালতে কোনও প্রোবেট বা লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেশন লইবার জন্য দরখাস্ত করা হয় নাই।

৮। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাঁহার যে সমস্ত নিকট-আত্মীয় ছিল, তাঁহাদের নাম ও বাসস্থান নিম্নে লিখিত হইল:—

স্ত্রী	শ্রীমতী...	সাকিম...
কন্যা ১।	শ্রীমতী...	সাকিম...
২।	শ্রীমতী...	সাকিম...
৩।	শ্রীমতী...	সাকিম...
পুত্র...১।	শ্রী...	দরখাস্তকারী।
২।	শ্রী...	সাকিম...
৩।	শ্রী...	সাকিম...
ভ্রাতা...	শ্রী...	সাকিম...

৯। দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে দরখাস্তকারীকে মৃত ব্যক্তির উইলের প্রোবেট দিবার আজ্ঞা হয়।

আমি শ্রী .. দরখাস্তকারী প্রচার করিতেছি যে এই দরখাস্তের বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। অদ্য স্থানে তারিখে এই সত্যপাঠে দস্তখত করিলাম। ইতি

(দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর)

আমি শ্রী প্রচার করিতেছি যে আমি অত্র সঙ্গে দাখিলী উইলের একজন সাক্ষী ছিলাম। আমার সম্মুখে উইলকর্ত্তা

সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় ঐ উইল সম্পাদন ও স্বাক্ষর করেন। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য। অদ্য... তারিখে... স্থানে এই সত্যপাঠে দস্তখত করিলাম।

(সাক্ষীর দস্তখত)

তপশীল—

(ক) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যে সম্পত্তি অত্রাদালতের এলাকাধীন ছিল তাহার বিবরণ।

(খ) মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি মধ্যে যাহা দরখাস্তকারীর হস্তে আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহার বিবরণ।

(গ) মৃত ব্যক্তির দেনার বিবরণ।

[এই দরখাস্তের সঙ্গে এফিডেভিট করিতে হয়।]

৪৯। লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণের জন্য দরখাস্ত।

(প্রোবেট ও এডমিনিষ্ট্রেষণ আইন, ৬৪ ধারা)

জেলা .. র জজ আদালত।

লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণের জন্য দরখাস্ত।

দরখাস্ত শ্রী পিতা.. সাকিম...থানা...জেলা...

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। গত...তারিখে হুজুরাদালতের এলাকাধীন...থানার অন্তর্গত ... .গ্রামে মৃত . পরলোকগমন করিয়াছেন।

২। মৃত ব্যক্তি কোনও উইল করিয়া যান নাই [অথবা মৃত ব্যক্তি অত্র সহ দাখিলী উইল করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে একজিকিউটার নিযুক্ত করেন নাই; ঐ উইল রীতিমত সম্পাদিত হইয়াছে, এবং উহা তাঁহার শেষ উইল] এবং তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি

সম্বন্ধে লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ পাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে কোনও আদালতে কোনও দরখাস্ত করা হয় নাই।

৩। দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র; মৃত ব্যক্তির অপর দুই পুত্র এখন নাবালক; সেমতে দরখাস্তকারী লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করিতেছেন।

৪। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে হুজুরাদালতের এলাকাধীনে তাঁহার যে যে সম্পত্তি ছিল তাহার বিবরণ (ক) তপশীলে লিখিত হইল।

৫। মৃত ব্যক্তির যে যে সম্পত্তি দরখাস্তকারীর হস্তে আসিতে পারে তাহার বিবরণ নিম্ন (খ) তপশীলে বিশেষভাবে লিখিত হইল; এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য টাকার বিবরণ (গ) তপশীলে লিখিত হইল।

৬। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে তাঁহার যে সমস্ত নিকট আত্মীয় ছিল তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভ্রাতা—শ্রী…	সাকিন…
পুত্র ১। শ্রী..	দরখাস্তকারী
২। শ্রী	নাবালক, সাকিন…
৩। শ্রী ..	নাবালক, সাকিন…
কন্যা—শ্রীমতী	সাকিন…

৭। দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য দরখাস্তকারীকে লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

তপশীল—

(ক) (খ) (গ)

[উইল থাকিলে উইলের একজন সাক্ষী দরখাস্তকারীর দস্তখতের নীচে সত্যপাঠ লিখিয়া দস্তখত করিবেন। প্রোবেটের দরখাস্ত দ্রষ্টব্য।]

৫০। ক্যাভিয়্যাটের দরখাস্ত।

(প্রোবেট ও এডমিনিষ্ট্রেষণ আইন, ৭৩ ধারা)

জেলা ... র জজ আদলত।

ক্যাভিয়্যাটের জন্য দরখাস্ত।

দরখাস্ত শ্রী . পিতা..

সাকিম··· থানা জেলা নিবেদন এই যে –

হুজুরাদালতের এলাকাধীনে... থানার অন্তর্গত. গ্রাম নিবাসী মৃত··· গত···তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে দরখাস্তকারীর...স্বত্ব আছে। অতএব দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে উক্ত মৃত ব্যক্তি-সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনও প্রোবেট বা লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণের জন্য দরখাস্ত হইলে উক্ত দরখাস্তের নোটিস বর্ত্তমান দরখাস্তকারীকে দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ।

৫১। উত্তরাধিকার সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত।

(১৮৮৯ সালের ৭ আইন)

জেলা ... ...র জজ আদালত।

১৮৮৯ সালের ৭ আইন মতে দরখাস্ত।

দরখাস্ত শ্রী··· পিতা...

সাকিম... থানা··· জেলা দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে···

১। দরখাস্তকারীর পিতা মৃত... গত·· তারিখে হুজুরাদালতের এলাকাধীন··· থানার অন্তর্গত··· গ্রামে পরলোক গমন করিয়াছেন।

২। মৃত্যুর সময়ে মৃত ব্যক্তি হুজুরাদালতের এলাকাধীন উক্ত গ্রামে বসবাস করিতেন।

৩। মৃত ব্যক্তি কোনও উইল করিয়া যান নাই, ও তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনও লেটার্স অব এডমিনিষ্ট্রেষণ লওয়া হয় নাই।

৪। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে যে সমস্ত নিকট আত্মীয় ছিল তাঁহাদের নাম ও বাসস্থান নিম্নে লিখিত হইল :...

ভ্রাতা	১।	শ্রী...		সাকিম...
	২।	শ্রী..		সাকিম...
কন্যা...		শ্রীমতী..		সাকিম...
পুত্র	১।	শ্রী...		দরখাস্তকারী
	২।	শ্রী...	(নাবালক)	সাকিম...

৫। দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র; দরখাস্তকারীর এক নাবালক সহোদর ভ্রাতা আছে; দরখাস্তকারী তাহার নাবালক ভ্রাতার স্বাভাবিক অভিভাবক, সুতরাং তিনি স্বয়ং এবং নাবালক ভ্রাতার অভিভাবক স্বরূপ এই দরখাস্ত করিতেছেন। দরখাস্তকারীর মাতা জীবিত নাই।

৬। ১৮৮৯ সালের ৭ আইনের ১ ধারার (৪) দফার বিধানমতে বা অন্য কোনও আইনের কোনও বিধানমতে এই সার্টিফিকেট পাওয়া সম্বন্ধে কোনও প্রতিবন্ধক নাই।

৭। মৃত ব্যক্তির যে সমস্ত পাওনা আদায়ের নিমিত্ত এই দরখাস্ত হইতেছে, তাহার বিবরণ অত্র সহ দাখিলী তপশীলে লিখিত হইল।

৮। দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে তপশীলের বর্ণিত প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য দরখাস্তকারীকে সার্টিফিকেট দিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

তপশীল।

	খাতকের নাম ও ঠিকানা	প্রাপ্য টাকার পরিমাণ	দেনার দলিলের বিবরণ
১।			
২।			
৩।			

মোট টাকা

৫২। অভিভাবক নিযুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত।

(১৮৯০ সালের ৮ আইন)

জেলা..........................র জজ আদালত।

নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত হইবার দরখাস্ত।

দরখাস্ত শ্রী পিতা...

সাকিম... থানা... জেলা... দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। দরখাস্তকারী তাঁহার নাবালক ভ্রাতা শ্রীমান ... র, শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত অভিভাবক নিযুক্ত হইবার জন্য এই দরখাস্ত করিতেছেন।

২। নাবালকের নাম শ্রী পিতা ৺ জাতি... জন্ম তারিখ... বাসস্থান হুজুরাদালতের এলাকাধীন...থানার অন্তর্গত... গ্রাম। নাবালক দরখাস্তকারীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছেন।

৩। নাবালকের সম্পত্তির তালিকা ও মূল্য নিম্ন তপশীলে লিখিত হইল। ঐ সকল সম্পত্তিই দরখাস্তকারীর শাসন সংরক্ষণাধীনে আছে।

৪। নাবালকের মাতা নাই এবং দরখাস্তকারী ভিন্ন নাবালকের নিকট-আত্মীয় কেহ নাই।

৫। নাবালকের পিতা উইল দ্বারা নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যান নাই।

৬। দরখাস্তকারী যতদূর জানেন, ইতিপূর্ব্বে ঐ নাবালকের শরীর বা সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত হইবার জন্য কেহ কোনও দরখাস্ত করেন নাই।

৭। নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক; এবং দরখাস্তকারী নাবালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিধায় নাবালকের অভিভাবক হইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন।

৮। উক্ত নাবালক সম্প্রতি এক উইলমূলে একটী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ঐ সম্পত্তি লইয়া শীঘ্রই মামলা মোকদ্দমা হইবার সম্ভাবনা আছে, এবং তজ্জন্য বর্ত্তমান দরখাস্তের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

৯। এমতে বিনীত প্রার্থনা যে দরখাস্তকারীকে উক্ত নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়।

আমি শ্রী ... ... দরখাস্তকারী প্রকাশ করিতেছি যে এই দরখাস্তের সমস্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। আমি উক্ত নাবালকের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক আছি। ইতি তারিখ ....(দরখাস্তকারীর দস্তখত)

আমরা নিম্নলিখিত সাক্ষীদ্বয় প্রকাশ করিতেছি যে দরখাস্তকারী আমাদের সাক্ষাতে এই দরখাস্তে দস্তখত করিয়াছেন।

১। শ্রী ... ... সাকিম...

২। শ্রী ... ... সাকিম...

৫৩। দেউলিয়ার দরখাস্ত।

(১৯২০ সালের ৫ আইন)

জেলা . . ...র জজ আদালত।

ইন্‌সলভেণ্ট সাব্যস্ত হইবার দরখাস্ত

দরখাস্ত শ্রী... ... পিতা ... ... জাতি ... ... পেশা .. . সাকিম ... ... থানা ... ... জেলা...।

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে—

১। দরখাস্তকারী হুজুরাদালতের এলাকাধীন——থানার অন্তর্গত ——গ্রামে নিয়ত বাস করেন।

২। দরখাস্তকারীর মহাজনদিগের নাম ও ঠিকানা ও দেনার পরিমাণ নিম্নলিখিত (ক) তপশীলে প্রদত্ত হইল।

৩। দরখাস্তকারীর ঐ দেনা পরিশোধ করিবার কোনও উপায় নাই।

৪। দরখাস্তকারীর যে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহার সমস্ত বিবরণ ও মূল্য (খ) তপশীলে প্রদত্ত হইল।

৫। ঐ সমস্ত সম্পত্তিই অত্রাদালতের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিতে দরখাস্তকারী প্রস্তুত আছেন।

৬। দরখাস্তকারী পূর্ব্বে আর কখনও ইনসলভেণ্ট সাব্যস্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করে নাই।

৭। দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা যে তাহাকে ইন্‌সলভেণ্ট সাব্যস্ত করিয়া দেনার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

তপশীল—

(ক) দেনদারগণের নাম, বাসস্থান, দেনার বিবরণ ও পরিমাণ।

(খ) সম্পত্তির পরিমাণ, বিবরণ, অবস্থিতি ও আনুমানিক মূল্য।

৫৪। ফসলে দেয় খাজনার পরিবর্ত্তে টাকায় খাজনা দিবার জন্য দরখাস্ত।

(খাজনা আইন, ৪০ ধারা)

জেলা নদীয়ার কালেক্টর (বা ডেপুটী কালেক্টর) সাহেব বরাবরেষু—

শ্রী ... পিতা .. সাকিম থানা...জেলা...দরখাস্তকারী

বং

শ্রী . পিতা ইত্যাদি ... .. প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী শ্রী ... আমার নিবেদন এই যে আমি প্রতিপক্ষের একজন প্রজা; আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমীতে জোতস্বত্বে প্রতিপক্ষের অধীনে দখলিকার আছি। উক্ত জমীর বাবত প্রতিপক্ষকে বার্ষিক খাজনা স্বরূপ ১০/ মণ করিয়া ধান্য দিয়া আসিতেছি। এক্ষণে ধান্য কমজন্মা হওয়ায় উক্ত খাজনা দেওয়া আমার পক্ষে অসুবিধা হইতেছে, সে জন্য আমি ধান্যের পরিবর্ত্তে বার্ষিক ২০৲ টাকা হিসাবে খাজনা দিতে ইচ্ছা করি। অতএব বিনীত প্রার্থনা এই যে প্রতিপক্ষকে আমায় কত টাকা খাজনা দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিয়া আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

আমি শ্রী ... ... দরখাস্তকারী প্রকাশ করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য। ইতি তারিখ——

তপশীল।

২৫। কোর্ফা প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার দরখাস্ত।

[খাজনা আইন, ৪৯ ধারা]

(আদালতের নাম)

শ্রী দরখাস্তকারী

বঃ

শ্রী প্রতিপক্ষ।

দরখাস্ত শ্রী আমার নিবেদন এই যে প্রতিপক্ষ আমার অধীনে কোর্ফা প্রজা। নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমী সে বার্ষিক ১০৲ টাকা খাজনা আদায় দিয়া দখল করিতেছে। এক্ষণে উক্ত জমী আমার আবশ্যক হওয়ায় প্রতিপক্ষের উপর নোটিস জারী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব বিনীত প্রার্থনা যে এই দরখাস্তের সহিত দাখিলী নোটিস উক্ত প্রতিপক্ষের উপর জারী করিতে আজ্ঞা হয়।

(সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

তপশীল—জমী।

উচ্ছেদের নোটিস এইরূপ হইবে :—

শ্রী (কোর্ফা প্রজার নাম)

নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমীতে তুমি আমার অধীনে প্রজাবিলি সূত্রে কোর্ফা প্রজাস্বরূপ চাষ আবাদে দখলিকার আছ। এক্ষণে উক্ত জমী আমার আবশ্যক হওয়ায় তোমাকে নোটিশ দিতেছি যে তুমি আগামী ১৩২৫ সালের চৈত্র মাসের শেষ তারিখ অন্তে উক্ত জমীর দখল পরিত্যাগ করিয়া উক্ত জমী আমাকে খাসদখল করিতে দিবে ; নচেৎ নালিস করিয়া তোমাকে উচ্ছেদ করিব। ইতি ১১ই পৌষ, ১৩২৪ সাল।

৫৬। আদালতে খাজনা আমানতের দরখাস্ত।

[খাজনা আইন, ৬১ ধারা]

শ্রী দরখাস্তকারী ;

১। শ্রী ... ...
২। শ্রী ... ... } প্রতিপক্ষ
৩। শ্রী ... ..

দরখাস্ত শ্রী আমার নিবেদন এই যে আমি ১নং প্রতিপক্ষের অধীনে একটী জমী ১৫ বৎসর ধরিয়া দখল করিয়া আসিতেছি। আমি বার্ষিক ২০৲ টাকা হিসাবে খাজনা দিই। গত পৌষ কিস্তীর খাজনা ৫৲ টাকা দিতে বাকী আছে। এক্ষণে ২নং ও ৩নং প্রতিপক্ষও আমার নিকট হইতে খাজনা দাবী করায় কে খাজনা পাইতে প্রকৃত অধিকারী তাহা আমি নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া এই বিনীত প্রার্থনা করিতেছি যে আমার উক্ত খাজনা আদালতে আমানতের জন্ত অনুমতি দিতে ও আমানতের নোটিস প্রতিপক্ষগণের উপর জারী করিতে বিহিত আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি তারিখ। (সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

৫৭। ইস্তফার দরখাস্ত। [খাজনা আইন, ৮৬ ধারা]

(আদালতের নাম)

শ্রী দরখাস্তকারী

বঃ

শ্রী প্রতিপক্ষ।

দরখাস্ত শ্রী আমার নিবেদন এই যে আমি প্রতিপক্ষের প্রজা। আমি তাঁহার অধীনে নিম্ন তপশীল লিখিত জমী বার্ষিক ১০৲ টাকা খাজনা দিয়া দখল করি। এক্ষণে উক্ত জমীতে উপযুক্ত ফসল না হওয়ায় আমার ক্ষতি হইতেছে, সে জন্ত আর আমি

ঐ জমী রাখিতে ইচ্ছা করি না। উক্ত জমী আগামী সন হইতে ইস্তফা দিব। অতএব প্রার্থনা, অত্র সহ দাখিলী নোটিস প্রতিপক্ষের উপর জারী করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। (সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

তপশীল—জমীর বর্ণনা।

৫৮। ফসল ক্রোকের জন্য দরখাস্ত।

[খাজনা আইন, ১২১ ধারা]

(আদালতের নাম)

শ্রী .. দরখাস্তকারী

বঃ

শ্রী প্রতিপক্ষ

দরখাস্ত শ্রী.................নিবেদন এই যে—

১। প্রতিপক্ষ নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমীতে দরখাস্তকারীকে বৎসর বৎসর খাজনা দিয়া দখলিকার আছে।

২। গত ১৩২২ সালের পৌষ ও চৈত্র কিস্তী এবং বর্ত্তমান ১৩২৩ সালের আষাঢ় কিস্তীর খাজনার টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে দরখাস্তকারীর প্রাপ্য হইয়াছে। আসল খাজনা ২২৲ টাকা ও সুদ ১৸৵০ টাকা, মোট ২৩৸৵০ টাকা দরখাস্তকারীর পাওনা হইতেছে, এবং ঐ টাকার জন্য দরখাস্তকারী এই ফসল ক্রোকের দরখাস্ত করিতেছে।

৩। প্রতিপক্ষ নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমীতে গত অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য কাটিয়া জমা করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ধান্যের মূল্য আনুমানিক ..... টাকা।

৪। দরখাস্তকারীকে উক্ত ধান্য ক্রোক করিবার অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয় ইহাই বিনীত প্রার্থনা। (সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর)

এফিডেভিট—মুসবিদা।

১। * সমনজারীর নিশানদারের এফিডেভিট।

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী.........পিতা........ বয়স........ ...জাতি....
পেসা—সাকিম......থানা.........জেলা... ....

প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। গত......তারিখে আমি হুজুরাদালতের পদাতিক শ্রী...... ...র সহিত বিবাদী শ্রী.........কে সনাক্ত করিবার জন্য এবং তাহার উপর সমনজারী করাইবার জন্য তাহার বাটীতে গমন করিয়াছিলাম।

২। বিবাদী সমনের কথা জিজ্ঞাসা করায় সমনের মর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাত করান হইয়াছিল।

৩। বিবাদী সমন লইতে অস্বীকার করায় পদাতিক সমন ও নকল আরজী তাহার কাছারী ঘরের সদর দরজায় লটকাইয়া দিয়াছে।

৪। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য। ইতি তারিখ।

(এই এফিডেভিটে কোর্টফী লাগে না।)

২। সত্যপাঠে দস্তখত করিবার জন্য কর্ম্মচারীর এফিডেভিট।

(আদালতের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী...... .পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা-
প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমার মুনিব শ্রী......পিতা... ..জাতি.. ...পেশা... ...... সাকিম......থানা ....জেলা...... বাকী খাজনার জন্য সাকিম র শ্রী.........র বিরুদ্ধে এক নালিস রুজু করিতেছেন।

২। আমার মুনিব মোকদ্দমার সকল বিবরণ অবগত না হওয়ায় আরজীতে সত্যপাঠ করিতে অক্ষম।

৩। আমি আমার উক্ত মুনিবের গোমস্তা, এবং আরজীর সমস্ত বিবরণ সম্যকরূপে জানি এবং সেজন্য উক্ত আরজীতে সত্যপাঠ করিতে সক্ষম আছি।

৪। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য। ইতি তারিখ।

৩। নথি তলবের এফিডেভিট।

(৬ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী......পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা— প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। উপরোক্ত মোকদ্দমায় আমি বাদী আছি।

২। উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদীর সাক্ষী শ্রী.........মোকদ্দমার দাবীকৃত অলঙ্কারগুলি তাহার নিকট থাকা অস্বীকার করিতেছে।

৩। উক্ত সাক্ষী শ্রী......র বিরুদ্ধে......আদালতে আমি... সালের......নং মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলাম তাহাতে উক্ত শ্রী .....যে বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছিল তাহাতে সে ঐ অলঙ্কারগুলি তাহার নিকট থাকা স্বীকার করিয়াছে;

৪। উক্ত বর্ণনাপত্রের জাবেদা নকল আমি হুজুরাদালতে দাখিল করিয়াছি।

৫। উক্ত মোকদ্দমা......আদালতে .. .তারিখে নিষ্পত্তি হয় এবং উহার নথি জেলার মহাফেজখানায় প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত বর্ণনাপত্র প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত নথি মহাফেজখানা হইতে তলব করিয়া আনা বিশেষ আবশ্যক।

৬। উপরিলিখিত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি তারিখ......।

৪। অনুপস্থিত সাক্ষীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এফিডেভিট। [৯ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী ....পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমি এই মোকদ্দমায় বাদীর ১ নং সাক্ষী আছি।

২। গত..... তারিখে হুজুরাদালতের পদাতিক শ্রী........আমার নিশানসূত্রে ২নং সাক্ষী শ্রী......র উপর সমনজারী করে।

৩। উক্ত সাক্ষী অদ্য আদালতে উপস্থিত হয় নাই, এবং ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত না করিলে সে আদালতে হাজির হইবে না।

৪। উক্ত সাক্ষী এই মোকদ্দমায় প্রয়োজনীয় সাক্ষী। তাহার জবানবন্দী ব্যতীত বাদীর দাবীর প্রমাণ হইবে না।

৫। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। ইতি তারিখ।

৫। মোকদ্দমা মুলতবীর জন্য এফিডেভিট।

(১০ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী……… ..পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিন, থানা, জেলা—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমি উপরোক্ত মোকদ্দমায় বাদী বটে।

২। আমার সাক্ষী শ্রী………জ্বরে শয্যাগত থাকায় অদ্য আদালতে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

৩। উক্ত সাক্ষী আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষী; তাহার জোবানবন্দী ব্যতীত আমার মোকদ্দমার দাবী সপ্রমাণ হইবে না।

৪। উক্ত সাক্ষীকে আরোগ্যলাভ করিবার সময় দেওয়ার জন্য মোকদ্দমা মূলতবী রাখা বিশেষ আবশ্যক।

৫। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। ইতি তারিখ ….. ।

৬। কমিশনে জোবানবন্দী লইবার জন্য এফিডেভিট

(৩৫ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী………পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা-প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদিনী আমার স্ত্রী বটেন।

২। তিনি পরদানসীন স্ত্রীলোক, জনসাধারণের সম্মুখে বাহির হন না।

৩। তাঁহার জোবানবন্দী এই মোকদ্দমায় বিশেষ আবশ্যক।

৪। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান মতে সত্য। ইতি তারিখ......... ।

৭। নাবালক বিবাদীর অভিভাবক নিযুক্ত করিবার জন্য এফিডেভিট।

[৩৭ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর; পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী......পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা জেলা—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। উপরোক্ত মোকদ্দমায় আমি বাদিনীর পক্ষে একজন সাক্ষী বটে।

২। উপরোক্ত মোকদ্দমায় বিবাদিনী নাবালক বটেন, তাঁহার বয়স... .. ।

৩। বিবাদিনী তাঁহার স্বামী শ্রী ....র তত্ত্বাবধানে আছেন, এবং বিবাদিনীর স্বামী বিবাদিনীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। বিবাদিনীর স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বামীর কোনও স্বার্থ নাই।

৪। উক্ত শ্রী ..... সাবালক এবং সুস্থমনা, এবং বিবাদিনীর অভিভাবক হইবার উপযুক্ত পাত্র হইতেছেন।

৫। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। ইতি তারিখ...... ।

৮। এন্তেকাল ক্রোকের জন্য এফিডেভিট।

[৪১ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী..... পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা জেলা— প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমি উপরোক্ত মোকদ্দমার বাদী বটে।

২। বিবাদীর নিম্ন তপশীললিখিত সম্পত্তি ভিন্ন হুজুরাদালতের এলাকাধীনে আর কোনও সম্পত্তি নাই।

৩। বিবাদী নালিসের কথা অবগত হইবামাত্র নিম্ন তপশীললিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৪। ঐ সম্পত্তি বিবাদী যদি বিক্রয় করিয়া ফেলেন তাহা হইলে এই মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে তদ্বাবত প্রাপ্য টাকা বিবাদীর নিকট হইতে আদায় করা অসম্ভব হইবে।

৫। এই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিবাদীর ঐ সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক।

৬। উপরিলিখিত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

ইতি তারিখ......

৯। বিচারের পূর্ব্বে বিবাদীকে ধৃত করিবার এফিডেভিট।

[৪০ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী... .....পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা— প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমি এই মোকদ্দমার বাদী হইতেছি।

২। বিবাদী এই মোকদ্দমার বিষয় অবগত হওয়ামাত্র তাহার সমস্ত মালগুলি হুজুরাদালতের এলাকা হইতে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হুজুরাদালতের এলাকাধীনে তাহার কোনও সম্পত্তি নাই।

৩। বিবাদী এক্ষণে হুজুরাদালতের এলাকা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিবার চেষ্টায় আছে।

৪। বিবাদী হুজুরাদালতের এলাকা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমায় অনুকূলে এই মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে তদ্দাবত টাকা আদায় করা কঠিন হইবে।

৫। এই মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে তাহাকে ওয়ারেন্ট দ্বারা ধৃত করিয়া আনা অথবা তাহার নিকট হইতে দাবী ও খরচার পরিমাণ জামিন লওয়া বিশেষ আবশ্যক।

৬। উপরিলিখিত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি তারিখ……।

১০। নিষেধাজ্ঞার জন্য এফিডেভিট।

[৪২ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী………পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমি এই মোকদ্দমার বাদী হইতেছি।

২। নালিসী সম্পত্তি বিবাদীর দখলে আছে এবং বিবাদী নালিসের বিষয় অবগত হওয়ার পরই নালিসী সম্পত্তিগুলি মধ্যে বসতবাটীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৩। এই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইতে অনেক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা; তত্তদিনে বিবাদীর বাটী ভাঙ্গা কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে আমার নালিসের উদ্দেশ্য বিফল হইবে।

৪। এই মোকদ্দমার বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে বিবাদী বাড়ী ভাঙ্গিতে না পারে তজ্জন্য তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা একান্ত আবশ্যক।

৫। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ইতি তারিখ—

১১। রিসিভার নিয়োগের জন্য এফিডেভিট।

[৪৩ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য]

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী······· পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা— প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। আমি এই মোকদ্দমার বাদী হইতেছি এবং নালিসী সম্পত্তিতে আমার স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য এবং বিভাগের জন্য এই নালিস করিয়াছি।

২। বিবাদী নালিসী সম্পত্তি দখল করিতেছেন এবং সম্পত্তির সমস্ত উপস্বত্ব আদায় করিয়া লইতেছেন।

৩। এই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইতে অনেক সময় লাগিবে; ইতিমধ্যে বিবাদী যাহা উপস্বত্ব আদায় করিয়া লইবেন, তাহা পরে বিবাদীর নিকট হইতে আদায় করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে।

৪। এই মোকদ্দমার বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নালিসী সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উপস্বত্ব আদায় জন্য জনৈক রিসিভার নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক।

৫। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। ইতি তারিখ—।

১২। ডিক্রীজারী স্থগিতের জন্য এফিডেভিট।

(৪৪ নং দরখাস্ত দ্রষ্টব্য)

(আদালতের নাম, মোকদ্দমার নম্বর, পক্ষগণের নাম)

এফিডেভিট।

আমি শ্রী........পিতা, বয়স, জাতি, পেসা, সাকিম, থানা, জেলা—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে—

১। বাদী হুজুরাদালতে... নং মোকদ্দমায় আমার বিরুদ্ধে ......টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন।

২। আমি ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে জজ আদালতে আপীল দায়ের করিব এবং উক্ত আপীলে আমার জয়লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

৩। বাদী হুজুরাদালতে উক্ত ডিক্রী জারী করিয়া আমার ভদ্রাসনবাটী ক্রোক করিতেছেন।

৪। উক্ত আপীল নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আমার ভদ্রাসনবাটী নিলামে বিক্রয় হইলে আমার গুরুতর ক্ষতি হইবে।

৫। আমার নিকট হইতে উপযুক্ত জামিন গ্রহণ করিয়া, আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হুজুরাদালতের উক্ত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

৬। উপরোক্ত বিবরণগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। ইতি তারিখ—।

ক্রোড়পত্র।

মোহরের সম্বন্ধে নিয়ম।

১। কোন উকীল এক কালে ২ জনের অধিক মোহরের, এবং কোনও মোক্তার এককালে ১ জনের অধিক মোহরের রাখিতে পারিবেন না। কোনও মোহরের এককালে একাধিক উকীল বা মোক্তারের অধীনে কাজ করিতে পারিবে না।

২। উকীল বা মোক্তার কোনও মোহরের নিযুক্ত করিবার সময়ে তাহার নাম রেজিষ্টারীভুক্ত করিবার জন্য জেলার জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবেন। ঐ দরখাস্তে তিনি প্রস্তাবিত মুহুরীর নাম, পিতার নাম, বাসস্থান প্রভৃতি লিখিবেন এবং তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিবেন যে ঐ প্রস্তাবিত মোহরের তাঁহার বিশ্বাসমতে রেজেষ্টারীভুক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কিছু জানেন না, এবং কেবল মাত্র তাঁহার মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য তিনি উহাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ দরখাস্ত করিলেই জজ সাহেব ঐ ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারিভুক্ত করিবার আদেশ দিবেন।

৩। কোনও মুহুরী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, কিংবা কর্ম্মচ্যুত হইলে, কিংবা তাহার মৃত্যু হইলে তখন তাহার পরিবর্ত্তে অন্য মুহুরী নিযুক্ত করিবার সময়েও উকীল বা মোক্তার উপরোক্ত মত দরখাস্ত করিবেন।

৪। কোনও মোহরের উপরোক্ত মত রেজেষ্টারী হইলেই জেলার জজ সাহেবের নিকট হইতে একখানি করিয়া কার্ড পাইবে। প্রতি বৎসরের শেষে ঐ কার্ড পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন কার্ড লইতে হইবে। ঐ কার্ড কোনও মতেই হস্তান্তরযোগ্য নহে, অর্থাৎ একজনের কার্ড অপর একজন মোহরের ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৫। উপরোক্ত রেজিষ্টারীভুক্ত ও কার্ডপ্রাপ্ত মোহরের সমস্ত আদালতের ভিতর এবং আদালতের আফিসের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবে। রেজেষ্টারীভুক্ত না হইলে কোনও মোহরের আদালতের কোনও আফিসে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৬। প্রত্যেক জেলার জজ আদালতে ঐ জেলার সমস্ত উকীল ও মোক্তারের মুহুরীগণের রেজিষ্টারী বহি থাকে। ঐ রেজিষ্টারী বহিতে মুহুরীর নাম, তাহার পিতার নাম, বাসস্থান, রেজিষ্টারীভুক্ত হইবার তারিখ, এবং তাহার উকীল বা মোক্তারের নাম লিখিত থাকে। ঐ তালিকার এক একখানি নকল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, সমস্ত মহকুমা এবং চৌকীর মুন্সেফগণের নিকট, এবং সমস্ত মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রতি বৎসরের প্রথমেই প্রেরিত হইয়া থাকে।

৭। উপযুক্ত কারণ দেখিলে জজ সাহেব উকীল কিংবা মোক্তারের মুহুরীর নাম কাটিয়া দিতে পারেন; ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মোক্তারের মুহুরীর নাম কাটিয়া দিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন। কোনও মুহুরীর নাম কাটিয়া দিবার পূর্ব্বে জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইচ্ছা করিলে তাহার নিকট কৈফিয়ৎ লইতে পারেন। কোনও মুহুরীর নাম ঐরূপ ভাবে কাটিয়া দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ উহা অন্যান্য আদালতে জানান হইবে, এবং রেজিষ্টারী বহিতেও তদনুসারে মন্তব্য লিখিয়া রাখা হইবে। কোনও মুহুরীর নাম কাটিয়া দিবার আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আপীল চলে না।

৮। যাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই মুহুরীকে আর কোনও উকীল বা মোক্তার মুহুরীস্বরূপ রাখিতে পারিবেন না।

সম্পূর্ণ।